পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 355 Saturday, 29 November, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩৫৫ সংখ্যা ✱ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, শনিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

যোগ্য ভোটারের নাম বাদ গেলে বরদাস্ত নয়!

২ ঘণ্টার বৈঠকে কমিশনকে পাঁচ প্রশ্ন তৃণমূলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বরঃ এসআইআর এর নাম করে বাংলার একজন যোগ্য ভোটারের নামও বাদ গেলে তৃণমূল যে বরদাস্ত করবে না, তা আগেই জানিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত সোমবারই এ ব্যাপারে দলের আন্দোলনকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন অভিষেক। শুক্রবার দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে সেই একই কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে এলেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। ডেরেক ও ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, শতাব্দী রায়ের নেতৃত্বে এদিন তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করেন। ২ ঘণ্টা ধরে চলে বৈঠক। বৈঠক শেষে বাইরে এসে ডেরেক ও ব্রায়েন বলেন, ''এসআইআর ইস্যুতে কমিশনের কাছে আমাদের পাঁচটি প্রশ্ন রেখেছিলাম। কমিশন তার সদুত্তর দিতে পারেনি। আমরা বলেছি, তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করা যাবে না, এখনই এই প্রক্রিয়া স্থগিত করা হোক।'' তৃণমূলের বক্তব্য, এসআইআর হোক, কিন্তু যে প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার জড়িয়ে রয়েছে, সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে এত তাড়াহুড়ো কেন করা হচ্ছে? এদিন তৃণমূলের তরফে কমিশনের কাছে পাঁচটি প্রশ্ন রাখা হয়। বৈঠক শেষে বাইরে এসে দলের সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, ''আমরা কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এসআইআর এর উদ্দেশ্য কী? ভুয়ো ভোটার নাকি অনুপ্রবেশকারীদের ধরা? তাই যদি হবে তাহলে দেশের সীমান্তবর্তী বাকি রাজ্যগুলিতেও কেন এসআইআর হচ্ছে না? বেছে বেছে বাংলাতেই কেন?'' বৈঠকে তথ্য তুলে ধরে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের তরফে জানানো হয়, এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর

থেকে পাহাড় প্রমাণ কাজের চাপে এবং আতঙ্কে এখনও পর্যন্ত ৪০ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৩৫ জন সাধারণ মানুষ এবং পাঁচজন বুথ লেবেল অফিসার (বিএলও)। একাধিক বিএলও কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তারপরও তাঁদের রাজ্যের সিইও অফিসের তরফে কাজ করার জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, চাকরি খেয়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। দলের অপর সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র-রা জ্ঞানেশ কুমারকে বলেন, এ''খনকার ভোটার লিস্ট যদি ভুয়ো হয়, তাহলে তো সবার আগে বর্তমান সরকার ফেলে দেওয়া উচিত, আমরা যাঁরা সাংসদ তাঁদেরও তো তাহলে পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসা উচিত। নয় কি?'' কমিশনের কাছে তাঁরা এই অভিযোগও করেন যে নির্বাচন কমিশনের মতো স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সংস্থা কেন নিজেদের মতো কাজ না করে বিজেপির কথা মতো চলছে? এ ব্যাপারে বৈঠকে একাধিক তথ্য তুলে ধরে কল্যাণ, মহুয়ারা জ্ঞানেশ কুমারকে বলেন, ''বিজেপির নেতারা আগের দিন যে কথা বলছেন, পরের দিন সেই একই কথা বলতে দেখা যাচ্ছে কমিশনকে। এর দ্বারা কী প্রমাণিত হয়?'' সম্প্রতি বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে অত্যাচার করার একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছিল। ওই ঘটনার সঙ্গে এসআইআর এর যোগসূত্র নিয়েও কমিশনের কাছে জানতে চান তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। ডেরেক ও ব্রায়েন বলেন, ''যেভাবে এসআইআর এর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পুরোটাই বিজেপির তৈরি রুপরেখা অনুযায়ী কমিশন চলছে। তাই আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে এসেছি, আমাদের প্রশ্নের সদুত্তর না দেওয়া পর্যন্ত বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হোক।'' একই সঙ্গে তাঁরা এও জানান, একজন প্রকৃত ভোটারেরও নাম বাদ গেলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। এর আগে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল কমিশনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল, চারজনের বেশি দেখা করতে পারবেন না। এর পরই কমিশনকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''নির্বাচন কমিশনার যদি সত্যিই স্বচ্ছ হয়, তাহলে মাত্র ১০ জন সাংসদকে ভয় কীসের? খোলাখুলি বৈঠক করুন, আমাদের পাঁচটা প্রশ্ন রয়েছে। লাইভ টেলিকাস্টে এই সোজাসাপ্টা পাঁচ প্রশ্নের জবাব দিন।'' শেষে তৃণমূলের দাবি মেনে ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেছেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তবে লাইভ টেলিকাস্ট হয়নি। এখন দেখার তৃণমূলের দাবি মেনে কমিশন আগের অবস্থান থেকে সরে আসে কিনা, তা নিয়ে কৌতূহল সব মহলে।

এখনও প্রায় ২৮ লক্ষের মতো ফর্ম আন কালেক্টড!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ সপ্তাহ ঘুরতেই চার তারিখ। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন। এর মধ্যেই বিএলও-দের তরফ থেকে উঠে আসছে একাধিক অভিযোগ। তার মধ্যে প্রধান অ্যাপে সমস্যা। ফর্ম ডিজিটাইজেশনের সমস্যা। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ অর্থাৎ শুক্রবার পর্যন্ত ২৭ লক্ষ ৭১ হাজার ফর্ম আন কালেকটেড। এর মধ্যে মৃত ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার মৃত। নির্বাচন কমিশনের হিসাব তেমনটাই বলছে। খুঁজে পাওয়া যায়নি ২ লক্ষ ৬১ হাজার ভোটারকে। স্থানান্তরিত হয়েছেন ৮ লক্ষ ৮৮ হাজার। ডুপ্লিকেট বা ডবল এন্ট্রি রয়েছে ৫৮ হাজার ১৬৪ ভোটারের নাম। তাঁদের নাম খসড়ায় আসবে না। তাঁদের আলাদা তালিকা বের করবে কমিশন। শুক্রবার পর্যন্ত ডিজিটাইজড হয়েছে ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ। আগামী ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকার পর এটা প্রকাশিত হবে। ডিসেম্বর ভোটার লিস্টের খসড়া তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যাঁরা ফর্ম জমা দিয়েছেন, সবার নামই থাকবে খসড়া তালিকায়। কমিশনের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট বুথে তালিকা বেরোবে। মৃত বা অন্য কারণে বাদ পড়াদের তালিকা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে। মৃত ভোটারদের জন্য আলাদা তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল, কিন্তু বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিতে গিয়ে যখন বিএলও-রা দেখতে পাবেন, সেই ব্যক্তি মৃত, সেটা মার্ক করে ডিলিট করা যাবে। ২০২৫-এর তালিকায় নাম রয়েছে, অথচ নির্দিষ্ট ঠিকানায় বাড়ি গিয়ে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তাঁদের নাম বাদ যাবে। যাঁদের 'ডবল এন্ট্রি' রয়েছে, অর্থাৎ একই কেন্দ্রে বা আলাদা কেন্দ্রে নাম রয়েছে ভোটারের, সেই নাম বাদ যাবে।

উদুপির গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে মোদি

'নতুন ভারত কখনও মাথা নত করে না'

সংবাদ সংস্থা, উদুপি, ২৮ নভেম্বরঃ উদুপির শ্রীকৃষ্ণ মঠে লক্ষ-কণ্ঠ গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে 'নয়া ভারত''-এর শক্তি ও সংকল্পের কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জাতীয় নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমাদের সুদর্শন চক্র যে শত্রুকে ধ্বংস করে দিতে পারে, অপারেশন সিঁদুরে আমরা তা দেখেছি।'' প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, ''আগে এমন সন্ত্রাস হানার পরে সরকার প্রায় কিছুই করত না। কিন্তু এ হল ছিলাম গীতার ভূমি কুরুক্ষেত্রে। আজ কৃষ্ণভক্তির এই পুণ্যভূমিতে এসে অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করছি।'' এক লক্ষ মানুষের সম্মিলিত গীতাপাঠ দেখে তিনি বলেন, ''ভারতের হাজার বছরের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের দেবদ্যুতি''। শুধু তাই নয়, শিশুদের আঁকা তাঁর প্রতিকৃতি সংগ্রহ করতে নিরাপত্তাকর্মীদের বিশেষ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। অযোধ্যা প্রসঙ্গেও মোদি বলেন, ''ওখানে ধর্মধ্বজা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রামমন্দির আন্দোলনে

নতুন ভারত। যে ভারত কখনও মাথা নত করেনি, নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নে এক পা পিছিয়েও যায় না।'' উদুপিতে রোড শো সেরে এ দিন শ্রীকৃষ্ণ মঠে পৌঁছন মোদি। সেখানে লক্ষ-কণ্ঠ গীতা পাঠে অংশ নেন। যেখানে এক লক্ষেরও বেশি মানুষ একসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক পাঠ করেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, সন্ন্যাসী, গবেষক, সাধারণ মানুষ- সবার অংশগ্রহণে গীতা-পাঠের সেই দৃশ্য দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। মঠে তিনি উদ্বোধন করেন সোনালি ছাউনি দেওয়া 'কণক কাবচ' ও 'সুবর্ণ তীর্থ মণ্ডপ'। এই কনাকনা কিঁন্ডি থেকেই ভগবান কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন সন্ত কনকদাস- অতএব প্রতীকী ভাবে তা অত্যন্ত পবিত্র। মোদির কথায়, ''তিন দিন আগে উদুপির ভূমিকা গোটা দেশ জানে।'' একই সঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, উদুপিই একসময় জনসঙ্ঘ ও বিজেপির 'গুড গভর্ন্যান্স মডেল'-এর ভিত্তি স্থাপন করেছিল। অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর ডাক দেন তিনি। শেষে মোদির মন্তব্য, ''গীতার বাণী শুধু ব্যক্তিকে পথ দেখায় না, দেশের নীতিনির্ধারণেও আলোকস্তম্ভের কাজ করে।'' অন্যদিকে, খবর এই যে প্রধানমন্ত্রী মোদির আমন্ত্রনে আগামী ৪-৫ ডিসেম্বর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতে আসছেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকও এই খবরে শিলমোহর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করবেন রুশ প্রেসিডেন্ট। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাতের কথা।

নেতাদের পারফরম্যান্সের রিপোর্ট কার্ড মমতাকে দেবেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ 'পরিকল্পনাহীন এসআইআর' বলে কমিশনকে তোপ দেগে সরব হয়েছেন তিনি। তবে এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়, তা দেখতে দলের নেতাদের সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়েছেন। ভার্চুয়ালি বৈঠকও করেছেন। এবার এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোন নেতা কেমন কাজ করছেন, তার রিপোর্ট দেবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৬ ডিসেম্বর দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দলের নেতাদের রিপোর্ট কার্ড দেবেন তিনি। আর তাঁর রিপোর্ট কার্ডে কী থাকবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। ২ মাসের মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে লাগাতার নিশানা করে চলেছেন মমতা ও অভিষেক। একইসঙ্গে, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের লক্ষ্য, এসআইআর প্রক্রিয়ায় দলের নেতারা যাতে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। সেজন্য ভার্চুয়ালি বৈঠক করেছেন অভিষেক। দলের নেতাদের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। আবার ভার্চুয়াল বৈঠকে যেমন কারও প্রশংসা করতে দেখা গিয়েছে, তেমনই ভর্ৎসনাও করেছেন কাউকে কাউকে। ৪ নভেম্বর থেকে এসআইআরের ফর্ম বিলি শুরু হয়েছে।

৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফর্ম বিলি ও জমা নেওয়ার কাজ চলবে। কমিশন যেমন তথ্য ডিজিটাইজেশন করছে, তেমনই তৃণমূলের বিএলএ-২'রা তথ্য ভান্ডার তৈরি করছে। দিদির দূত অ্যাপে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এই এসআইআর প্রক্রিয়ায় কারা ঠিক কাজ করল, কারা পিছিয়ে এবং বলার পরও কোনও নেতারা উদ্যোগী হননি, তা নিয়ে মমতাকে রিপোর্ট দেবেন অভিষেক। আগামী ৬ ডিসেম্বর তিনি রিপোর্ট দেবেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, ভোটের আগে এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই অনেক নেতার পদ হারানো কিংবা পদে থাকা নির্ভর করছে। এর আগেও দেখা গিয়েছে, যে এলাকায় লোকসভা ভোটে খারাপ ফল করেছে তৃণমূল, সেখানকার পৌরসভার চেয়ারম্যান বদল হয়েছে।

জন্মের প্রমাণ হিসাবে আর গ্রহণ করা হবে না আধার কার্ড

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বরঃ বড় সিদ্ধান্ত। আধার কার্ডকে জন্মের প্রমাণ সার্টিফিকেট হিসাবে গ্রহণ করা হবে না আর। সিদ্ধান্ত নিল দুই রাজ্য। তারা জানিয়েছে, আধার কার্ডের সঙ্গে যেহেতু বার্থ সার্টিফিকেট সংযুক্ত থাকে না, তাই এটিকে জন্মের প্রমাণপত্র হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্র সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার উত্তর প্রদেশের প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টের তরফে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে যে আধার কার্ডকে জন্ম সার্টিফিকেট বা জন্মের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। সমস্ত বিভাগকেই এই নোটিস পাঠানো হয়েছে। আধার কার্ড আর বার্থ সার্টিফিকেট হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্র সরকারও একই নির্দেশিকা জারি করেছে। তারা জানিয়েছে, দেরিতে জন্ম সার্টিফিকেট তৈরির ক্ষেত্রে আধার কার্ডকে আর বৈধ ডকুমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন (সংশোধনী) আইন ২০২৩-র পর যে সমস্ত জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র আধার কার্ড দিয়ে, তা বাতিল করে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ভুয়ো জন্ম সার্টিফিকেট ও মৃত্যু সার্টিফিকেট দিয়ে নানা বেআইনি কাজ করা হয়। এই কাজ রুখতেই এবার কঠোর পদক্ষেপ। যেহেতু দেশ জুড়েই জাল আধার কার্ড তৈরির চক্র ছড়িয়ে পড়েছে, তাই আধার কার্ডকে আর মান্যতা দেওয়া হবে না জন্ম সার্টিফিকেট বা জন্মের প্রমাণপত্র হিসাবে। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে জানিয়েছেন, সন্দেহজনক সমস্ত সার্টিফিকেট, যা আধার কার্ড ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, তা বাতিল করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত আধিকারিকরা এই সার্টিফিকেট ইস্যু করেছেন, তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা না মেনে যে সমস্ত সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে, তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম পোর্টাল থেকেও এই এন্ট্রি ডিলিট করে দিতে হবে।

'বন্দে মাতরম' ইস্যুতে শীতকালীন অধিবেশন শুরু করতে চায় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বরঃ জাতীয় গান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই শুরু হতে পারে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। সম্প্রতি দেড়শো বছর পূর্তি হয়েছে 'বন্দে মাতরম'-এর। এই সময়কে স্মরণীয় রাখতে গোটা দেশজুড়ে উদযাপনের বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তেমনটা হয়েছেও। ৭ই নভেম্বর রাজ্যের একাধিক জায়গায় মিছিল বের করেছিল বঙ্গ বিজেপি। তবে এই টুকুর মধ্যে সীমিত থাকেনি গোটা বিষয়টা। জাতীয় গান নয়, 'বন্দে মাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীত করার দাবিতে সরব হয়েছিলেন বহু বিজেপি নেতাই। আগামী পয়লা ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। চলবে ১৯ তারিখ পর্যন্ত। আর সেই অধিবেশনের শুরুতেই 'বন্দে মাতরম' বিতর্ককে পরোক্ষভাবে জিইয়ে চায় কেন্দ্র। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, ''শীতকালীন অধিবেশনের শুরুর দিনেই বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা চায় কেন্দ্রীয় সরকার। রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক রয়েছে।

সেখানেও এই বিষয়টি তোলা হবে।'' সম্প্রতি জাতীয় গান বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ এনেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। বন্দেমাতরমের স্মারক স্ট্যাম্প এবং কয়েন প্রকাশের পর দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন স্তবক বাদের প্রসঙ্গ। তিনি বলেছিলেন, ''বন্দে মাতরম গানকে খণ্ডে খণ্ডে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ স্তবক বাদ দেওয়া হয়েছিল।'' যদিও এই অভিযোগকে নস্যাৎ করেছে কংগ্রেস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শ হয়েছিল বলেই দাবি তাঁদের। এবার সেই বিতর্ক উঠতে পারে আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে। যদিও বিরোধী শিবিরের সুর একেবারে অন্য। গোটা দেশজুড়ে এখন 'হট-চপিক' ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর। এর আগে বাদল অধিবেশনে এসআইআর ইস্যুতে বারংবার আলোচনার দাবি জানিয়েছিল বিরোধী শিবির। কিন্তু তারপরেও সেই আলোচনা হয়নি। শীতকালীন অধিবেশন বিরোধী আবারও একটা সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে বলেই মত একাংশের।

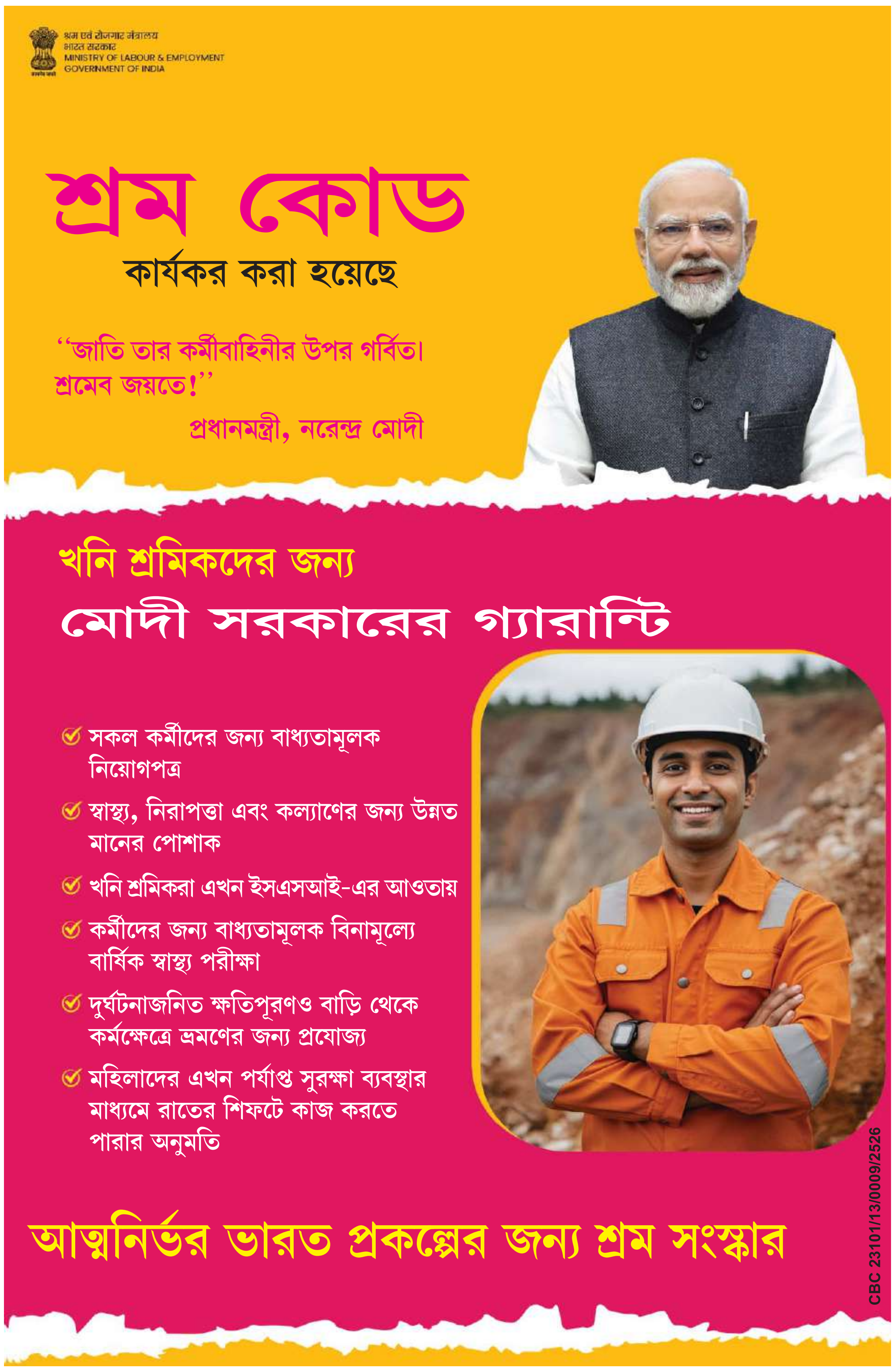

রায়পুরে পুলিশের সর্বভারতীয় সম্মেলনের ৬০তম অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর ঃদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পুলিশি আধুনিকীকরণ নিয়ে সর্বোচ্চ স্তরের আলোচনার মঞ্চ তৈরি হচ্ছে ছত্তিশগ।রে রায়পুরে। আগামী ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, রায়পুরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পুলিশের মহানির্দেশক ও ইন্সপেক্টর জেনারেলদের সর্বভারতীয় সম্মেলনের ৬০তম অধিবেশন। সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি সূত্রে, বিশেষত প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-র পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, তিনদিনব্যাপী এই অধিবেশনে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা থেকে শুরু করে আধুনিক পুলিশি ব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা হবে।সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ‘ ভারতঃনিরাপত্তার নানা দিক’। জাতীয় নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ কাঠামো গড়ে তুলতে এই আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। পিআইবি জানিয়েছে, সম্মেলনের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে উগ্র বামপন্থী কার্যকলাপ বা লেফট উইং এক্সট্রিমিজম মোকাবিলা, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, মহিলাদের সুরক্ষা, এবং ফরেন্সিক বিজ্ঞান ও কৃত্রিম মেধার (AI) ব্যবহার-যা ভবিষ্যতের পুলিশি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী এই মঞ্চ থেকেই অসামান্য সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল প্রদান করবেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জীবন বাজি রেখে যাঁরা দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের এই সম্মান পুলিশের মনোবল আরও বা।াবে বলেই মনে করা হচ্ছে।সম্মেলনে যোগ দেবেন দেশের সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশের প্রধান, কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বেরা। জাতীয় স্তরে নিরাপত্তা ও অপরাধ দমন সংক্রান্ত বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার এটাই সবচেয়ে ব। মঞ্চ। এই সম্মেলনের বৈশিষ্ট্যই হল খোলামেলা মতবিনিময়ের সুযোগ-যেখানে বিভিন্ন রাজ্যের অভিজ্ঞতা, সমস্যা, সাফল্য, এবং ভবিষ্য পরিকল্পনা একত্রে আলোচনা করা হয়।পুলিশ বাহিনীর পেশাদারি কাজে নানা প্রতিবন্ধকতা ও পরিকাঠামোগত সমস্যার দিকও এখানে পর্যালোচনায় উঠে আসে। আধুনিক প্রযুক্তি, তথ্য সংগ্রহ, তদন্ত পদ্ধতি এবং সমন্বিত নিরাপত্তা কাঠামো তৈরির জন্য কী পদক্ষেপ প্রয়োজন, তাও স্থির করা হয়। অপরাধ দমন ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যেসব নীতি গ্রহণ করা জরুরি, তা নিয়েই হবে বিস্তারিত আলোচনা।প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বার্ষিক সম্মেলনকে বরাবরই গুরুত্ব দিয়ে দেখে আসছেন। কারণ, দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করার বিরল সুযোগ তৈরি হয় এই সম্মেলনে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের ধরন ও পরিধিতে নতুনত্ব এনেছেন। তাঁর নির্দেশেই পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তি ব্যবহারের বিস্তার এবং মাঠপর্যায়ের সমস্যাগুলিকে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরে আলোচনার সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে- অসমের গুয়াহাটি, গুজরাটের রন অফ কচ্ছ, তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের তেকানপুর, গুজরাটের কেভাডিয়ার স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, মহারাষ্ট্রের পুণে, উত্তর প্রদেশের লখনউ, নতুন দিল্লি, রাজস্থানের জয়পুর এবং ও।শার ভুবনেশ্বর। প্রতি বছরই নতুন রাজ্যে আয়োজিত হওয়ায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাজকর্মও জাতীয় স্তরে পরিচিতি পায়।এবারের সম্মেলনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলনে থাকবে একাধিক মৌলিক নীতি আলোচনার অধিবেশন, অভিজ্ঞতা ভাগাভাগির সেশন এবং ভবিষ্য পরিকল্পনার নীলনকশা প্রণয়ন।রায়পুরে অনুষ্ঠিত এই ৬০তম অধিবেশন তাই শুধু বার্ষিক সম্মেলন নয়-বরং দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার পথচলা ও আগামী দিনের দিকনির্দেশ নির্ধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠতে চলেছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, প্রযুক্তিনির্ভর তদন্ত এবং পুলিশি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির জন্য এই সম্মেলনের গুরুত্ব ক্রমশ আরও বা।ছে।আগামী দু'দিন তাই রায়পুরে নজর থাকবে গোটা দেশের-যেখানে দেশের নিরাপত্তার ভবিষ্য রূপরেখা রচিত হবে উচ্চপর্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে।

উডুপিতে রোড শো প্রধানমন্ত্রীর

উডুপি, ২৮ নভেম্বর ঃ কর্ণাটকের উডুপিতে রোড শো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার মন্দির নগরী উডুপিতে একটি রোড শো করেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন ম্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দরে অবতরণ করেন এবং একটি বিশেষ হেলিকপ্টারে করে উডুপির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী উডুপি-তে শ্রীকৃষ্ণ মঠে যাবেন এবং অংশ নেবেন লক্ষ কণ্ঠ গীতা পরায়ণ কর্মসূচিতে- এই ভক্তিমূলক সমাবেশে অংশ নেবেন ছাত্রছাত্রী, সাধু, বিদ্বজ্জন এবং সর্বশ্রেণীর সাধারণ নাগরিক সহ ১ লক্ষ মানুষ। তাঁরা একসঙ্গে শ্রীম ভগব গীতা পাঠ করবেন।প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত সুবর্ণতীর্থ মণ্ডপের উদ্বোধন করবেন এবং পবিত্র কনকনা কিন্ডি-র জন্য কনক কবচ উৎসর্গ করবেন। কথিত আছে পবিত্র কনকনা কিন্ডি জানলা দিয়ে কনকদাস ভগবান কৃষ্ণের ঐশ্বরিক দর্শন পেয়েছিলেন। ৮০০ বছর আগে উডুপি-র শ্রীকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেছিলেন শ্রী মাধবাচার্য, যিনি ছিলেন বেদান্তের দ্বৈত দর্শনের প্রবর্তক।

স্থিতিশীল মন সমাজে শান্তির বীজ বপন করেঃরাষ্ট্রপতি

লখনউ, ২৮ নভেম্বর ঃ শুক্রবার উত্তর প্রদেশের লখনউ সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এদিন রাষ্ট্রপতি লখনউতে ব্রহ্ম কুমারীদের ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক থিম 'বিশ্ব ঐক্য ও বিশ্বাসের জন্য ধ্যান'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।রাষ্ট্রপতি এদিন ব্রহ্ম কুমারীদের অনুষ্ঠানে বলেন, আজকের মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত এবং প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম। তাদের উন্নতির জন্য অনেক সুযোগ রয়েছে। তবে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পাশাপাশি সমাজে মানসিক চাপ, মানসিক নিরাপত্তাহীনতা, অবিশ্বাস এবং একাকীত্বও অনুভব করে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এও বলেন, একটি শান্ত ও স্থিতিশীল মন সমাজে শান্তির বীজ বপন করে এবং এর মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ও ঐক্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।উল্লেখ্য, এদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লখনউতে পৌঁছালে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং ব্রজেশ পাঠক তাঁকে স্বাগত জানান।

বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে দ্বিতীয় স্থানে বাংলা, উচ্ছ্বসিত মমতা

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃপশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের সাফল্যে নতুন পালক। পর্যটন কেন্দ্রগুলির সৌন্দর্য ও আতিথেয়তায় বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের তালিকায় এই মুহূর্তে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলা। বাংলায় অধিক সংখ্যায় এখন বিদেশি পর্যটকরা ঘুরতে আসছেন। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম ২০২৫ সালের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকাতেই পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে বার্তা দিয়েছেন।সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম পছন্দের আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে এবং আরও একটি দুর্দান্ত মাইলফলক অর্জন করেছে!ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম ২০২৫-এ, পশ্চিমবঙ্গে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিদেশি পর্যটক এসেছেন।কোভিড-পরবর্তী পর্যটন পুনরুত্থান হল উৎসব পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন-সহ পর্যটনের নতুন ক্ষেত্র তৈরি এবং প্রচারের জন্য আমাদের গৃহীত উদ্যোগের প্রতিফলন।ঐদিন মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লেখেন, ভারতের সবচেয়ে মধুরতম অংশ পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ এবং এর সৌন্দর্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য উপভোগ করার জন্য দেশি-বিদেশি সকল পর্যটককে স্বাগত জানাই। পশ্চিমবঙ্গের জন্য এটি গর্বের মুহূর্ত। রাজ্যের পর্যটনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অংশীদারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃপশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক ও কর্মীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখেছে নির্বাচন কমিশন। চিঠিতে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নজরে এসেছে যে ২৪.১১.২০২৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ে একটি গুরুতর নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, যা গণমাধ্যমেও ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সিইও-র কার্যালয়ে বিদ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য যা অপর্যাপ্ত বলে মনে হচ্ছে।কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়ে কমিশন জানায়, সিইও-র দফতরে যে পর্যায়ের নিরাপত্তা থাকা উচিত ছিল, তা স্পষ্টতই অপ্রতুল। ফলে সিইও, অ্যাডিশনাল সিইও, জয়েন্ট ও ডেপুটি সিইও-সহ দফতরের সমস্ত কর্মীর নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। কমিশনের এও দাবি, ঘটনার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে তা ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে তা আলোচনার কেন্দ্রে।

ডেরেকের নেতৃত্বে তৃণমূলে ১০ সদস্যের দল কমিশনের দফতরে

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর, ঃ এসআইআর বিরোধী আন্দোলন এবার বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে দিল্লিতে। নির্বাচন কমিশনের দফতরে জরুরি বৈঠক করতে গেলেন তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল। শুক্রবার সকালে ডেরেক ও ব্রায়েনের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের দল কমিশনের দফতরে আসে বৈঠক করতে। বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলন করেন শতাব্দী রায়।সোমবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, এবার দিল্লির বুকে বিরোধী আন্দোলনে নামবে তৃণমূল। সেজন্য ১০ সাংসদকে নিয়ে একটি টিম গড়ে দেন অভিষেক। দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেন তাঁদের।১০ জনের এই দলে ডেরেক ও শতাব্দী ছাড়াও ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র, প্রকাশ চিক বরাইক, সাজদা আহমেদ, মমতাবালা ঠাকুর, প্রতিমা মণ্ডল, সাকেত গোখেল।

অমরপুরে একরাতে চার দোকানে চুরি

অমরপুর (ত্রিপুরা), ২৮ নভেম্বরঃ গোমতী জেলার অমরপুর মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। একই রাতে চারটি দোকানে চোরের দল হাতসাফাই করায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নৈশ প্রহরায় থাকা বীরগঞ্জ থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।ঘটনা সূত্রে জানা যায়, মোটরস্ট্যান্ড বাস টার্মিনালের বিপরীত দিকে অবস্থিত চারটি দোকানের পেছনের দরজা ভেঙে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চুরির ঘটনা ঘটায় একটি চক্র।

পড়ুয়াদের ক্রেডিট কার্ডে ভোক্তার সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে গেল, মমতার বার্তা

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃ আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের অধীনে, অনুমোদিত বিবেচনার সংখ্যা আজ ১,০০,০০০ এর মাইলফলক অতিক্রম করেছে। শুক্রবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন, আমাদের সরকারের এই প্রধান প্রকল্পে, শিক্ষার্থীদের খুব নামমাত্র সুদের হারে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ঋণ দেওয়া হয়। সুদের ভর্তুকিভর্তুকির পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকার বহন করে। প্রকল্পটি উদীয়মান প্রতিভাদের তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে যাবে। আমাদের সকল শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি!

শীতের দাপট ক্রমশই বাড়ছে উপত্যকায়

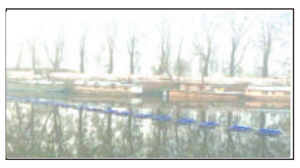

শ্রীনগর, ২৮ নভেম্বর ঃ ২০০৭ সালের পরে চলতি বছরেই শীতলতম নভেম্বর উপত্যকায়। শীতের দাপট ক্রমশই বাড়ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত। শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহেলগাম, কুপওয়ারা-সহ কাশ্মীরের নানা প্রান্তে হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন এমনই শীতের আমেজ থাকবে, বরং আরও বাড়তে পারে।শীতের আমেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার দাপটও বাড়ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। গত কয়েকদিন ধরেই শহরে রাতের তাপমাত্রা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। শুক্রবার সকাল থেকেই কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত ছিল কুয়াশায় মোড়া। নিরন্তর তাপমাত্রার পতনে ধীরে ধীরে জমতে শুরু করেছে শ্রীনগরের ডাল লেক খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে আজই।

৪ ডিসেম্বর থেকে দুদিনের ভারত সফরে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর ঃ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ৪ ডিসেম্বর থেকে দুই দিনের ভারত সফরে আসছেন। তিনি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন বৈঠক-এ অংশ নেবেন।শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে , বৈঠকে পুতিন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পর্যালোচনা, কৌশলগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণ এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পুতিনের সম্মানার্থে একটি ভোজসভাও আয়োজন করবেন। এই সম্মেলনটি এক বছর রাশিয়ায় ও পরের বছর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। পুতিন শেষবার ২০২১ সালে ভারত সফর করেছিলেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

তৃণমূলে আসা বার্লাকে বাড়তি দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর, ঃ বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা জন বার্লাকে মাইনোরিটি (সংখ্যালঘু কমিশন) কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান করল রাজ্য সরকার।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে নাগাদ নবান্ন থেকে এই মর্মে জন বার্লাকে ইমেল করে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। খবরটি প্রকাশ্যে আসে শুক্রবার। এই দায়িত্ব পেয়ে খুশি হয়েছেন ডুয়ার্সের বিতর্কিত রাজনৈতিক চরিত্র জন বার্লা।তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি খুশি। আমি ডুয়ার্সের জন্য কাজ করবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই রাজ্যের ভালো করতে পারেন। আমি আগেই কাজে নেমেছিলাম। এবার এই দায়িত্ব পেয়ে আমি ঝাঁপিয়ে কাজ করবো।

শ্রীলঙ্কায় টানা বৃষ্টি-ধসে মৃত্যু ৫৬ জনের, নিখোঁজ ২১

কলম্বো, ২৮ নভেম্বর ঃ টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা । একাধিক জায়গায় কোমর সমান জল, তার সঙ্গে ধস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত সেখানে মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। জখম ১০ জন। ২১ জনের কোনও খোঁজ নেই।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাদুল্লার পাহাড়ি এলাকায় ধস নামে। গত মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেখানে। একাধিক নদীর জলস্তর বাড়ছে। ভেসে গিয়েছে একাধিক জেলা। দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের হিসাবে এখনও পর্যন্ত ৪২৫টিরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ১,৮০০ জনকে।দুর্যোগের কারণে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। আগামী ৪৮ ঘণ্টার জন্য কেলানি নদীর নিম্নাঞ্চলে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। রাজধানী কলম্বোতেও সতর্কতা জারি করেছে সরকার। একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, দ্বীপরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল ধরে এগোচ্ছে সাইক্লোন 'দিতওয়াহ' । এর জেরে বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। একাধিক ত্রাণশিবিরও খোলা হয়েছে।

‘খুব খারাপ’ পর্যায়ে শ্বাসরোধের রাজধানীঃ দিনের পর দিন প্রকট হচ্ছে দিল্লির দূষণ সংকট

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর ঃরাজধানীর আকাশ যেন ধোঁয়ার পর্দায় ঢেকে রয়েছে দিনের পর দিন। শীত নামার সঙ্গে সঙ্গে ভর করছে দূষণের ঘন চাদর। ডিসেম্বরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দিল্লিবাসী যেন হাঁসফাঁস করে উঠছে প্রতিটি নিশ্বাসে। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোর-এই অল্প সময়েও কোনও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। বরং আরও ঘনীভূত হয়েছে উদ্বেগ। শুক্রবার সকাল ৮টার সরকারি তথ্যই বলছে, দিল্লির সামগ্রিক এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) দাঁড়িয়েছে ৩৮৪-এ- যা ‘ ইকিউআই খুব খারাপ’ পর্যায়ের গভীরতম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। একাধিক এলাকার একিউআই ৪০০-এর গণ্ডি পেরিয়ে ‘ গুরুতর মাত্রায় উঠে গিয়েছে।দিল্লির প্রতিটি কোণ যেন দূষণের চাপ বাড়িয়ে তুলছে নতুন করে। শহরের যেসব অঞ্চল তুলনামূলক খোলা বলে পরিচিত, সেখানে পর্যন্ত দূষণের মাত্রা লাগামছাড়া। সবচেয়ে বিপর্যস্ত মুন্ডকা-শুক্রবার সকালেই যার একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে ৪৩৬। কোনও স্বাভাবিক মানুষের শরীরের পক্ষে এই মাত্রায় নিশ্বাস নেওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। রোহিণীর একিউআই-ও খুব একটা পিছিয়ে নেই, সেখানে মাত্রা ৪৩২। দূষণের এই ভয়াবহ অবস্থায় শহরবাসীর কাছে বায়ুর মান প্রতিমুহূর্তে যেন ভয় দেখাচ্ছে।আনন্দ বিহারের অবস্থা অবশ্য আরও দুশ্চিন্তার। একিউআই ৪০৮ মানে প্রতিটি নিশ্বাসে বিষ ঢুকছে শরীরে। জাহাঙ্গিরপুরী ৪২০-এ, আর কনট প্লেস-যা দিল্লির হৃদয় বলা হয়-সেখানে একিউআই ৪৬১ ছুঁয়ে ফেলেছে। যেটুকু সকালবেলার রোদ শহরে পৌঁছনোর কথা ছিল, তা যেন ঘন ধোঁয়াশার আবরণ ভেদ করতে পারছে না। এদিকে অক্ষরধাম মন্দির এলাকা পর্যন্ত এই অস্বাভাবিক দূষণের কবলে। বেঙ্গলি মার্কেট এলাকায় যদিও সামান্য কম হলেও- ৩২২-সেটিও ‘ খুব খারাপ’ পর্যায়ের ভেতরই পড়ে। মোটামুটি গোটা দিল্লি যেন দূষণের এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে।দিল্লির বাসিন্দারা বলছেন, সকালবেলার দৌড়ানো, হাঁটা বা নিয়মিত কাজ-সবই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দূষণের প্রভাবে। অনেকে মাস্ক পরে বেরোচ্ছেন। আবার অনেকে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেরোতেই চাইছেন না। স্কুল পড়ুয়াদের জন্য পরিস্থিতি আরও চিন্তার। স্কুল বাস, পুলকার-রাস্তায় বেরোলেই ধুলো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে শিশুদের যাতায়াত। দিল্লির চিকিৎসকেরা সতর্ক করে বলছেন, গত কয়েক দিনে শ্বাসকষ্ট, কাশি ও চোখ জ্বালার মতো সমস্যায় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি। বিশেষত বয়স্ক ও শিশুরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। একিউআই-এর মান নির্ধারণের সূচক অনুযায়ী, ০ থেকে ৫০ হল ‘ ৫১ থেকে ১০০ ‘ ১০১-২০০ ‘ বা গ্রহণযোগ্য দূষণ, ২০১-৩০০ কে বলা হয় ‘ ৩০১-৪০০ ‘ খারাপ’ এবং ৪০১-৫০০ হল ‘ স্বাভাবিক মানুষের ফুসফুসও অত্যন্ত বিপদের মুখে পড়ে। এখান থেকেই পরিষ্কার যে দিল্লি এখন ঠিক কোন সীমায় দাঁড়িয়ে। নিয়মিত একাধিক অঞ্চল ৪০০ পার করছে মানে শহর প্রকৃত অর্থেই গুরুতর দূষণের চরম সঙ্কটে।পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শীতের শুরুতেই তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যাওয়ায় পায়নজেশন লেয়ারের উচ্চতা কমে যায়। ফলে বাতাসে থাকা ক্ষুদ্র কণাগুলি (পার্টিকুলেট ম্যাটার) উপরের দিকে উঠতে পারে না, নিচের স্তরেই আটকে থাকে। এর ওপর শহরের যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধুলোকণা, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে আগুন-সব মিলিয়ে এক অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রতি বছরই নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ দিল্লির বায়ুদূষণ বা।ে, কিন্তু এবারের পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর বলেই দাবি পরিবেশবিদ দের। রাজধানীর সাধারণ মানুষ বলছেন, চলাচলের সময় গলা জ্বালা করছে, অনেকের চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছেন পথচারী থেকে দোকানদার সকলে। ম্যারাথন দৌ।বিদ, সাইক্লিস্টদের মতো নিয়মিত সচল মানুষদের শারীরিক সমস্যাও বা।ছে দ্রুতগতিতে। এমনকি গৃহবন্দি থাকলেও ‘ এয়ার কোয়ালিটি’ দূষণের কারণে অনেকের শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়েছে। হাওয়ার সঙ্গে মিশে থাকা গুপ্প২.৫ কণাগুলি ঘরের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে শরীরে প্রভাব ফেলছে। বিশেষজ্ঞরা তৎপরতার সঙ্গে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার, বাড়ির জানালা কম খোলা ও সকালবেলা বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছেন।পাশাপাশি প্রশাসনও উদ্বেগে। বারবার নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ, গাড়ির সংখ্যা কমানোর নির্দেশ, জল ছিটিয়ে ধুলো কমানোর কাজ-সবই করা হচ্ছে, কিন্তু মাটির কাছাকাছি আটকে থাকা ধোঁয়া যেন কোনওভাবেই ছাড়তে চাইছে না। কড়া নিয়ম চালু হলেও বাস্তবে তা কতটা কার্যকর হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে নির্মাণস্থল পুরোপুরি ঢাকা নেই, ভারী ট্রাক ও লরি রাতভর চলাচল করছে, যার নিঃসরণ পরিস্থিতি আরও খারাপ করছে।দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতালের পরিস্থিতিও ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছে। একাধিক চিকিৎসক জানিয়েছেন, শিশুদের মধ্যে অ্যাজমা অ্যাটাক, নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্টের উপসর্গ দেখা দিচ্ছে আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি। শীতকালীন দূষণের সঙ্গে মিশে থাকা বিষাক্ত রাসায়নিক কণারা শ্বাসনালীকে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত করছে যে আগামী দিনগুলিতে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট বলেছেন-যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া দিল্লির দূষণ সমস্যার কোনও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সম্ভব নয়।এক সময় দিল্লিকে ‘ দ্বীপ’ হিসেবে উপমা দেওয়া হত। কিন্তু বিগত এক দশক ধরে বায়ুদূষণ শহরটিকে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে দূষিত রাজধানীতে পরিণত করেছে। শীত নামলেই দিল্লির বাতাস যেন দহনযন্ত্রের মতো ভারী হয়ে ওঠে। সরকার ও আদালত-দু'পক্ষই দূষণ নিয়ন্ত্রণে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় না। দূষণ বা।ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সতর্কবাণীও আরও জোরালো হয়ে উঠছে।অতীত অভিজ্ঞতা দেখছে দিল্লিবাসীরা-প্রতিদিনের পরিশ্রমের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে দূষণের করাল ছায়ার সঙ্গেও। অফিসযাত্রীদের সকাল বেলার যাত্রাপথ যেন হয়ে উঠছে অস্বস্তির। বাস, অটো বা মেট্রোতে উঠলেও দূষণের গন্ধ যেন নাকে এসে লাগে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক সিগন্যালেও স্পষ্ট দেখা যায় শীতের সকালের হালকা রোদ ভেদ করতে না পারা ঘন ধোঁয়াশা। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত শহর প্রায় স্থির। বাতাসের গতি কম থাকায় দূষণ আটকে থাকে একই জায়গায়। ফলে সূর্যের আলো মেঘ ভেদ করে ঘরে ঢোকার আগেই রাস্তাঘাট ঢেকে থাকে ঘন কণার পরতে।এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে অসহায় মানুষ হল যাঁরা প্রতিদিন রাস্তায় কাজ করেন-রিকশাচালক, ডেলিভারি কর্মী, অটোচালক, পথবিক্রেতা। তাঁদের কাছে কোনও সুরক্ষা নেই, দূষণের তীব্র প্রভাবে দিনরাত তাঁদের শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে। অনেকে জানান, ক্রমাগত মাথাব্যথা, চোখ জ্বালা ও বুকে চাপ অনুভব করছেন। কিন্তু জীবিকার তাগিদে তাঁদের বাইরে বেরোতে হয় প্রতিদিনই।দিল্লির বাতাসের এমন ভয়াবহ অবস্থা শুধু মানুষের স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি করছে না, প্রভাব ফেলছে শহরের সার্বিক কর্মযজ্ঞে। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারছে না, ক্রী।া চর্চা প্রায় বন্ধ। উদ্যোক্তা, অফিস কর্মী থেকে শুরু করে বাড়ির গৃহিণী-প্রত্যেকেই দূষণের দিকেই আঙুল তুলছেন। বহু দিল্লিবাসী বলছেন-শহরকে বাঁচাতে এখনই বড় কোনও সমাধান প্রয়োজন। নইলে আগামী দিনে শ্বাস নিতে সমস্যা হবে।দূষণের বর্তমান চিত্র পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, শীত যত এগোবে, পরিস্থিতি ততই খারাপের দিকে যাবে। দিল্লির নাগরিকেরা তাই এখন সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে। প্রতি বছরের মতো এবারও কি দূষণের ফাঁদ থেকে বেরোতে পারবে রাজধানী? না কি ফের নতুন রেকর্ড করবে দূষণের মাত্রা? এই প্রশ্নই এখন ভর করছে প্রতিটি মানুষের মনে।বর্তমান অবস্থায় একটাই সত্য স্পষ্ট-রাজধানীর আকাশ যত মলিন হচ্ছে, দিল্লিবাসীর উদ্বেগ ততই বা।ছে। বেঁচে থাকার ল।াইয়ে এখন অন্যতম প্রধান শত্রু হয়ে দাঁ।িয়েছে দূষণ। শীতের কুয়াশা নয়, বরং বিষাক্ত ধোঁয়ার কুন্ডলীই যেন শহরকে গ্রাস করছে।এই সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ কতটা দূরে, তা সময়ই বলবে-কিন্তু আপাতত দিল্লির প্রত্যেকটি নিশ্বাসই যেন প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে-ঠিক কতদিন এমন পরিস্থিতি চলবে?

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছু অপরিকল্পিত চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে। সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে কিছু দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। শুভদিন।

বৃষঃ দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। যদিও এই সময়ে, আপনার অর্থের চেয়ে তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তি এবং উসাহে পূর্ণ দিন হবে। আপনার সম্পর্কগুলি আরও মধুর হয়ে উঠবে, আপনাকে আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করতে দেবে। শুভদিন

কর্কট রাশিঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। আজকে করা বিনিয়োগ আপনার সমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার ঘরের সৌন্দর্য্যায়নের জন্য আপনার অতিরিক্ত সময়ের ব্যবহার করুন। আপনার পরিবার সত্যিই এটির প্রশংসা করবে। ব্যক্তিগত সহায়তা আপনার সম্পর্ক উন্নত করবে।

সিংহঃসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ কিছুটা অনিশ্চয়তায় ভরা থাকবে। আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করবেন, তবে কিছু মতবিরোধ আপনার সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে।। শুভদিন।

কন্যা ঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। মন হল জীবনের প্রবেশদ্বার কারণ ভালোমন্দ যাই হোক না কেন মনের মাধ্যমেই আসে। অর্থ উন্নতি

তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ইতিবাচক দিন হবে। আপনি আপনার সামাজিক জীবনে একটি বিশেষ স্ফুলিঙ্গ অনুভব করবেন। আপনার বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। বিবাহের যোগ।

বৃশ্চিকঃ আপনি খুব আবেগপ্রবণ হবেন- সুতরাং আপনি আঘাত পেতে পারেন এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। শুভদিন

ধনুঃ নু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি খুব ইতিবাচক এবং শুভ দিন হবে। আপনি আপনার চারপাশে শক্তির ঢেউ অনুভব করবেন, যা আপনাকে নতুন শক্তি এবং অনুপ্রেরণা দেবে। শুভদিন।

মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে নতুন শক্তি এবং ইতিবাচকতা আসবে। শুভদিন

কুম্ভঃকুম্ভ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উৎসাহদান করবে। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা ।

মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। ব্যবসায় উন্নতি।

আবহাওয়া

ঠান্ডার আমেজ থাকলেও, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীত এখনই পড়ছে না। তবে, ভোরে ও রাতে শীতে আমেজ ভালোই অনুভূত হচ্ছে। এরইমধ্যে বৃহঃবার কলকাতায় ফের নামল তাপমাত্রা, পারদ-পতন হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের অন্যত্রও। আগামী দু'দিন রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে, তারপর ফের কিছুটা বাড়তে পারে তাপমাত্রা। তখনও অবশ্য শীতের আমেজ বজায় থাকবে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী দু'দিন রাজ্যে রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। তার পরের তিন দিন আবারও ধীরে ধীরে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বাড়বে রাতের তাপমাত্রা। তাই শীতের আমেজ থাকলেও এখনই জাঁকিয়ে পড়ছে না ঠান্ডা। এদিকে, দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপরে শক্তি বৃদ্ধি করছে নিম্নচাপ অঞ্চল। ক্রমে তা পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে। তখন তা অবস্থান করবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপরে। তার প্রভাব অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার উপরে সরাসরি পড়বে না।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৩মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৮-মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৪৯মিনিটে হতে পারে।

বাল্য বিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা গড়তে মোমবাতি মিছিল হাসনাবাদে

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ২৮ নভেম্বর ঃ বাল্য বিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা গড়তে মোমবাতি মিছিল ও শপথ গ্রহণ হাসনাবাদে,পা মেলালেন শতাধিক ছাত্রী সহ তাদের অভিভাবকরা। হাসনাবাদ ও সংলগ্ন এলাকায় বাল্য বিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা গড়তে হাসনাবাদ কর্মতীর্থ থেকে হাসনাবাদ বনবিবি সেতু পর্যন্ত এক পদযাত্রা র আয়োজন করা হয় খালিসাদি অনুভব ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে। পা মেলান বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রী সহ তাদের অভিভাবকরা। এই পদযাত্রায় সামিল হন হাসনাবাদ থানার পুলিশ অফিসাররাও। খালিসাদি অনুভব ওয়েলফেয়ার সোসাইটি র তরফে জানানো হয় আগামী ১০০ দিন সারা ভারতজুড়ে বাল্য বিবাহ সম্পর্কিত সচেতনতা চলবে বলে নির্ধারিত হয়েছে,হাসনাবাদেও চলবে কর্মসূচি। তারই আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো এই মোমবাতি মিছিলের মধ্য দিয়ে। উদ্যোক্তাদের কথায় ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে বাল্য বিবাহ মুক্ত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার যে লক্ষ নেওয়া হয়েছে,তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংস্থাও জেলা জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে এই লক্ষ্য কে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে। বাল্য বিবাহ যে অপরাধ সেই সম্পর্কে সাধারন মানুষ সহ ছাত্রীদের অবগত করানোর পাশাপাশি, বাল্য বিবাহ রোধে কি কি করনীয় তা জানিয়ে ও বাল্য বিবাহ রোধে সকলকে সক্রিয় ও সচেতন করতে মোমবাতি মিছিল শেষে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের শপথ গ্রহণ করানো হয় উদ্যোক্তাদের তরফে।

ভাটপাড়ায় পাইপগান-কার্তুজ উদ্ধার,গ্রেপ্তার এক-চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাটপাড়া, ২৮ নভেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার শিল্পাঞ্চল ভাটপাড়ায় ফের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভাটপাড়া থানার পুলিশ একটি বাড়িতে হানা দিয়ে উদ্ধার করেছে দুটি পাইপগান এবং দশ রাউন্ড কার্তুজ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আসলামকে। ঘটনাটি সামনে আসতেই এলাকায় তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অস্ত্র কোথা থেকে এল, কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল-এই সব প্রশ্ন ঘুরছে স্থানীয়দের মনে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভাটপাড়া পুরসভার ৬ নম্বর গলির একটি বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরেই সন্দেহজনক কার্যকলাপ চলছিল বলে খবর ছিল তদন্তকারীদের কাছে। সেই সূত্র থেকেই বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার হয় দুটি পাইপগান এবং মোট দশ রাউন্ড কার্তুজ। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ওই বাড়ির বাসিন্দা মহম্মদ আসলমকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে প্রাথমিক জেরা করা হয়েছে। তবে অস্ত্রের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন- এই অস্ত্র কোথাও পাচারের উদ্দেশ্যে এনে রাখা হয়েছিল কি না,নাকি এলাকায় হিংসা সৃষ্টি করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই মজুত করা হয়েছিল, অথবা অস্ত্র কোনও চক্রের হাত বদলের উদ্দেশ্য ছিল কিনা। শুক্রবার ধৃত মহম্মদ আসলমকে আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে, কারণ তদন্তকারীরা মনে করছেন, ধৃতকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করলে অস্ত্রের উৎস এবং সংশ্লিষ্টদের পরিচয় উঠে আসবে। এদিকে এই ঘটনার জেরে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচন মাত্র কয়েক মাস বাকি, তার আগেই বারবার অস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় অস্বস্তি তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। বিজেপির অভিযোগ, ভোটের আগে পরিবেশ অশান্ত করতে তৃণমূলের আশ্রয়ে থাকা দুষ্কৃতীরা অস্ত্র মজুত করছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এটি বড় ষড়যন্ত্রের অংশ। রাজ্যের শাসক দল যেভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে, তাতে দুষ্কৃতীরা আরও সাহস পাচ্ছে। তবে এই অভিযোগ দৃ।ভাবেই অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ভাটপাড়ার কাউন্সিলর তরুণ শাহ সাউ বলেন, এই ঘটনায় তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। দুষ্কৃতীরা যেখানে যেভাবে অপরাধ করছে, পুলিশ নিয়মমাফিক তাদের গ্রেপ্তার করছে। তৃণমূলকে অযথা দোষারোপ করে রাজনৈতিক লাভ তুলতে চাইছে বিরোধীরা।

চণ্ডীগড় রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

কলকতা, ২৮ নমেম্বরর ঃ কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ চণ্ডীগড় রেলওয়ে.স্টেশনের চলমান পুনর্নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেছেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্টেশন আধুনিকীকরণ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করেছেন। বিস্তারিত পর্যালোচনার পর, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব পুনর্নির্মাণ কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পরিদর্শনকালে রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রী রবনীত সিং, উত্তর রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অশোক কুমার ভার্মা এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। চণ্ডীগড় রেলওয় স্টেশনে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে.শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, চণ্ডীগড় রেলওয়ে স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশন হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। বেশ কিছু উদ্ভাবন বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মধ্যে একটি হল একটি মডুলার ডিজাইন যা পূর্বনির্মাণ কাঠামো ব্যবহার করে। স্টেশনটি পঞ্চকুলা এবং চণ্ডীগড় শহরের দুই প্রান্তকে একটি ছাদ প্লাজার মাধ্যমে সংযুক্ত করবে। ₹৪৬২ কোটি ব্যয়ে স্টেশনটি পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। দ্রুত স্টেশনটি পুনর্নির্মাণের জন্য দলটি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। চণ্ডীগড় রেলওয়ে স্টেশন পুনর্নির্মাণের লক্ষ্য হল বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। চণ্ডীগড় স্টেশন একটি প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে, যা হিমাচল প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের জনপ্রিয়.গন্তব্যস্থলে ভ্রমণকারী বেশিরভাগ পর্যটক এবং যাত্রীদের পরিষেবা প্রদান করে। এই ত্বরান্বিত প্রচেষ্টার লক্ষ্য যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি, সংযোগ উন্নত করা এবং একটি আধুনিক, সুবিধাজনক এবং দক্ষ ভ্রমণ কেন্দ্র তৈরি করা যা শহরের পরিকল্পিত স্থাপত্যকে প্রতিফলিত করে এবং এর ব্যবহারকারীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে। এর আগে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহালিতে সেমিকন্ডাক্টর ল্যাবরেটরি (এসসিএল) পরিদর্শন করেন এবং এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে ৪,৫০০ কোটি বিনিয়োগে এসসিএল সম্প্রসারিত এবং আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এসসিএল সর্বশেষ প্রযুক্তি গ্রহণ করছে।

সোনারপুরে আত্মঘাতী এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুর, ২৮ নভেম্বরঃ আধুনিক প্রযুক্তির এআইকে ব্যবহার করে ছাত্রীর নগ্ন ছবি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার অভিযোগ।আর সেই অপমানে আত্মঘাতী হলো এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশী এক যুবক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। ওই যুবকের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে পরিবার। পুলিশ সূত্রে খবর,পরিবারের অভিযোগ ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয় নি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ,ওই কিশোরী সোনারপুরে মামাবাড়িতেই থাকত। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় এক যুবক কিশোরীকে নিয়মিত উত্ত্যক্ত করতো। এমনকী ওই যুবক বিবাহিত হয়েও বিভিন্ন সময় এই ঘটনা ঘটাত। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু ছবি সংগ্রহ করে এআইকে কাজে লাগিয়ে নগ্ন ছবি তৈরি করে তা সমাজমাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়া হয় বলে দাবি পরিবারের। অভিযোগ,আর এই ঘটনার সঙ্গে ওই যুবকের পরিবারের লোকজন ও জড়িত। নানাভাবে তাঁরা ওই কিশোরীকে হেনস্তা করতো। এই সমস্ত ঘটনায় বাড়িতেই সবসময় মনমরা হয়ে থাকত ওই ছাত্রী। বৃহস্পতিবার রাতে ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় সোনারপুর থানায়। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান,মানসিক অবসাদ থেকেই চূড়ান্ত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

শীতের আগমনে বিরতি, দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়লেও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকতা, নভেম্বরঃ এতদিন ধরে শীতের আগমনের আশায় থাকা দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের জন্য সুখবর-আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে, তবে সেই সঙ্গে শীতের স্বস্তি এবারও আসছে না। সপ্তাহান্তে, শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে শুরু করবে, তবে তা স্বাভাবিকের উপরে যাবে না, এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে, উত্তরের শীতের আবহাওয়ার মধ্যে কোনও পরিবর্তন নেই-উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে শীতের আমেজ বজায় থাকবে, এবং বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। এদিন সকালে কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ১৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম। কলকাতা শহর এবং দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলা এই সপ্তাহে তাপমাত্রার কিছুটা বাড়বাড়ির সাক্ষী হবে, তবে তা সামান্যই থাকবে। বিশেষ করে উপকূলবর্তী অঞ্চলে কুয়াশা হতে পারে, যা পরিবেশকে কিছুটা ঠান্ডা এবং আর্দ্র করবে। তাতে কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তবে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি বা একটু নিচে থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে আজ, শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে, তবে এর ফলে দিনের তাপমাত্রা বেশি স্বস্তিদায়ক হবে না। কলকাতার তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে, যা শীতের অনুভূতি না দিলেও, রাতের দিকে সামান্য ঠান্ডা অনুভূত হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে অন্তত ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়বে পরবর্তী দু-তিন দিনে। তবে, তাপমাত্রার এই ওঠানামা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা তৈরি করবে। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে কুয়াশা আরও বেশি হতে পারে, যা পরিবেশকে কিছুটা ঠান্ডা ও মিষ্টি করতে পারে। গতকাল বিকেলে, কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা

স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি কম ছিল। তাই বলা যেতে পারে, এই সপ্তাহে তাপমাত্রা একটু উর্ধ্বমুখী হলেও তা শীতের অনুভূতি দিবে না। কলকাতার বর্তমান তাপমাত্রা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা ১৭ থেকে ২৭ ডিগ্রির মধ্যে থাকবে, এবং দিন-রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচেই থাকবে।

উত্তরবঙ্গে শীতের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে এবং শীতের আমেজ বজায় থাকবে। দিনগুলি শুষ্ক থাকবে এবং এখানে তাপমাত্রার বড় কোনো পরিবর্তন হবে না। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে কুয়াশার প্রবণতা থাকতে পারে, তবে তাতে তাপমাত্রা কোনও ব) ওঠানামা হবে না। উত্তরের জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণত শীতের অনুভূতি অনুভূত হবে, বিশেষ করে রাতের তাপমাত্রা অনেকটা নিচে চলে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে, উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের জন্য শীতের দাপট কিছুটা বজায় থাকবে, তবে দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দারা তেমন শীতের স্বস্তি পাবেন না। তবে শীতের আনন্দ উপভোগ করতে চাইলে উত্তরের জেলা গুলি ভাল বিকল্প হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং শিলিগুড়ির পাহাড়ি এলাকায় শীতকালীন আবহাওয়া এখনও বজায় থাকবে এবং সেখানে তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। তবে, এ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, তাই শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, এবং সারা সপ্তাহে বৃষ্টি হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম। এমনকি, শীতের আগমনও বেশ বিলম্বিত হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বেশ নিচে চলে গিয়েছিল, কিন্তু এবার সেই শীতের অনুভূতি পেতে অনেক সময় লেগে যাবে। সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে, তবে তা শীতের সত্যিকারের অনুভূতি দেব না। বেশিরভাগ সময়ই দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মৃদু গরম এবং শুষ্ক থাকবে, এবং তাপমাত্রার ওঠানামা একটু উঁচু-নিচু হবে, তবে সেই পরিবর্তনটি খুবই সামান্য হবে। সারা দিন ধরেই দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে গরম থাকতে পারে এবং রাতে কুয়াশা জমে শীতের অনুভূতি দেওয়া কিছুটা কঠিন হবে। দিকে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, তবে শীতের অঘোষিত আগমন বজায় থাকবে। শীতের অভাব দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের জন্য কিছুটা হতাশাজনক হলেও, উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলে শীতের অনুভূতি আরও টানটান হতে পারে। সেখানকার বাসিন্দারা শীতের কিছুটা তাজা অনুভূতি পাবেন, বিশেষ করে পাহাড়ি জায়গাগুলিতে। এ বছর শীতের আগমন কিছুটা দেরিতে হলেও, এখন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে শীতের তীব্রতা অনেক কম। তবে, উত্তরে শীত বজায় থাকবে এবং কুয়াশা কিছুটা বাড়তে পারে। বিশেষত উপকূলবর্তী এলাকায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু বৃষ্টির কোনও আশঙ্কা নেই। দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও শীতের স্বস্তি পাওয়া যাবে না। তবে, শীতপ্রেমীরা উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে গিয়ে শীতের আমেজ উপভোগ করতে পারবেন।

পোর্টালে আপলোড করতে হবে ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য, জেলাশাসকদের নির্দেশ রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকতা, নভেম্বরঃ রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য কেন্দ্রীয় পোর্টালে আপলোড করা হবে। রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের এ বিষয়ে চিঠি পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছে সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষাদপ্তর। আগামী ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সব অবিতর্কিত ওয়াকফ সম্পত্তির তালিকা ‘ পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। সেটার ভিত্তিতেই তড়িঘড়ি তথ্য আপলোড শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, জেলাশাসকদের দেওয়া চিঠিতে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম-মোয়াজ্জেম ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করে গোটা আপলোড করার প্রক্রিয়া জানাতে হবে। অবিতর্কিত সম্পত্তির তথ্য আপলোড হবে। প্রয়োজনে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য ফেসিলিটেশন সেন্টার খোলা হবে। এছাড়াও সংখ্যালঘু দপ্তরের রাজ্যস্তরের অফিসগুলোর সিনিয়র অফিসাররা বিষয়টি পরিদর্শনের জন্য জেলায় যাবেন। ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫-এর একাধিক ধারা চলত বছরে সংশোধন করেছে ভারত সরকার। সেই আইনের কিছু বিষয় এখনও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। সংশোধনী অনুযায়ী, রাজ্যের ৮০৬৩টি ওয়াকফ এস্টেটের মোতায়াল্লিকে আগামী ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ‘ পোর্টালে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মোতায়াল্লিরা এই সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলছেন। কিন্তু এবার রাজ্যের তরফেও তড়িঘড়ি কাজ শুরু করে দেওয়া হল। আসলে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ওয়াকফ আইনে সুপ্রিম কোর্ট কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। যার ফলে এই সংক্রান্ত নির্দেশ মানতে বাধ্য রাজ্য।

সোনার বালা উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা নববারাকপুর, ২৮ নভেম্বর ঃ আলমারি থেকে চুরি যাওয়া. মহিলার ১৪ গ্রাম সোনার বালা উদ্ধার করে সাফল্য পেল নববারাকপুর থানার তদন্তকারী পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে মহেষতলা থানার ১৬ বিঘা নয়া বস্তি এলাকা থেকে। ধৃত চোর সেখ ইসরাফিল। শুক্রবার ধৃত চোরকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক নয় দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। পুলিশ জানিয়েছে নববারাকপুর পুরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের বলাকা লেনে এক মহিলার বাড়ির পিছনের জানালা কেটে ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে সোনার বালা, কানের দুল সহ অন্যান্য গয়না চুরি করে দুষ্কৃতীরা। মহিলা নববারাকপুর থানায.চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে থানার তদন্তকারী পুলিশ সন্দেহজনক এক পুলিশ হেফাজতে চোরকে নিয়ে অভিযান চালিয়ে মহেষতলা থানার ১৬ বিঘা নয়া বস্তি এলাকা থেকে শেখ ইসরাফিল সহ ১৪ গ্রাম সোনার বালা উদ্ধার করে তদন্তকারী পুলিশ। অন্যান্য গয়না উদ্ধারে তপর পুলিশ । সোনার বালা উদ্ধারে নববারাকপুর থানার পুলিশের বিরাট সাফল্য পেল।

বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দুষ্কৃতীর গুলি, আশঙ্কাজনক তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান ও সহযোগী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৮ নভেম্বরর ঃ হাওড়ায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর

গুলিবর্ষণের ঘটনা। বেলুড়ে সাঁপুইপাড়া বসুকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মণ্ডল ওরফে বাবু মণ্ডল এবং তাঁর সঙ্গী অনুপম রানা দুষ্কৃতীদের এলোপাথাড়ি গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন। আচমকা এই হামলা পুরো এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে দু'জনেই উত্তর হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ দেবব্রত মণ্ডল ও তাঁর সঙ্গী একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বাইকে করে ফিরছিলেন। পথেই ষষ্ঠীতলা মালিবাগান এলাকার কাছে তাঁদের লক্ষ্য করে হঠাৎই গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। এলোপাথড়ি গুলির মধ্যে বাবু মণ্ডলের শরীরে দু'টি গুলি লাগে। পাশে বসা অনুপম রানাও গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় মানুষজনই প্রথমে তাঁদের বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে. যান। কিন্তু শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে দ্রুত উত্তর হাওড়ার ওই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বর্তমানে চিকিৎসকেরা তাঁদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর ছড়িয়ে প।তেই হাসপাতালে ছুটে যান তৃণমূলের জেলা সদর সভাপতি গৌতম চৌধুরী। তিনি আহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনের আশ্বাস দেন। তাঁর কথায়, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা এখনই স্পষ্ট নয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আমরা আশা করছি দুষ্কৃতীদের খুব শিগগিরই গ্রেফতার করা হবে। অপরদিকে, রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। প্রথমেই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়, সংগ্রহ করা হয় গুলির খোসা ও অন্যান্য প্রমাণ। আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, দুষ্কৃতীরা আগে থেকেই ওঁত পেতে ছিল এবং লক্ষ্যবস্তু ঠিক করেই এই হামলা চালানো হয়।

মমতা-সায়নীকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর পোস্ট-খড়দহে গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা স্বপন গাইন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৮ নভেম্বরর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার খ।দহ পশ্চিমপড়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনার রেশ ছড়িয়ে প।ল বৃহস্পতিবার রাতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা স্বপন গাইন, যাকে এলাকায় অনেকে ‘ নামে চেনেন। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্বপন গাইনের বাড়ি খ।দহের পশ্চিমপাড়া এলাকাতেই। বহুদিন ধরেই তিনি এলাকার সক্রিয় বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত। তবে সম্প্রতি তাঁর কিছু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বিতর্কের ঝড় তোলে। অভিযোগ, তিনি প্রায়ই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং সাংসদ সায়নী ঘোষকে নিয়ে অত্যন্ত অশালীন ও কুরুচিকর মন্তব্য লিখছিলেন। প্রথমদিকে অনেকেই বিষয়টি উপেক্ষা করলেও পরে পোস্টগুলি আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্থানীয় নেতৃত্বের। তাঁদের বক্তব্য, একজন রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীল কর্মীর এ ধরনের মন্তব্য শুধু নিন্দনীয়ই নয়, সমাজে ভুল বার্তা ছড়ায়। প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী-যে কোনও জননেতাকে নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু কুরুচিকর মন্তব্য করা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। এরপরই তাঁরা রহড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে র পোস্ট, টাইমলাইন, মন্তব্য-সবই খতিয়ে দেখা হয়। তারপরই বৃহস্পতিবার রাতে স্বপন গাইনের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কেন তিনি নিয়মিত এই ধরনের মন্তব্য করছিলেন, কে বা কারা তাঁকে এমন কাজে উসাহ দিচ্ছিল, নাকি এটি তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত-এসব বিষয়ে তাঁকে জেরা করা হয়। শুক্রবার সকালে তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আদালত তাঁর জামিন বা হেফাজত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এগুলো ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে।

স্কুল যাওয়ার পথে সাইকেলে ধাক্কা বাসের, মৃত্যু নাবালক পড়ুয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৮ নভেম্বরর ঃ শহরের ব্যস্ত রাস্তায় আবারও বেপরোয়া গতির শিকার এক স্কুলপড়ুয়া। শুক্রবার সকালে কাশীপুর থানার সিআইটি মোড়ে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, যার বলি হল মাত্র ১৫ বছরের অরণ্য চক্রবর্তী। বিটি রোড ধরে প্রতিদিনের মতো স্কুলে যাচ্ছিল নবম শ্রেণির ওই ছাত্র। কিন্তু সেদিন আর বাড়ি ফেরা হল না তার। দ্রুতগতিতে ছুটে আসা বেসরকারি বাসের ধাক্কায় লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু হয় অরণ্যের, আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়িয়ে প। প্রবল উত্তেজনা ও ক্ষোভ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত অরণ্য চক্রবর্তী বরানগরের বাসিন্দা এবং কাশীপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। প্রতিদিনই সাইকেলে করে স্কুলে যেত সে। শুক্রবার সকালও ছিল তার জীবনের আর পাঁচটা স্বাভাবিক দিনের মতোই। সকাল ১০টা ৪৫ নাগাদ সাইকেল চালিয়ে যখন সিআইটি মোড় পৌঁছয়, ঠিক সেই সময় ৩৩৪ নম্বর রুটের একটি বাস দ্রুতগতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি ধাক্কা মারে তার সাইকেলে। প্রচণ্ড অভিঘাতে ছিটকে পড়ে রাস্তায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাসের বাঁদিকের সামনের চাকা সরাসরি উঠে যায় অরণ্যের উপর। মুহূর্তেই গুরুতর জখম হয় নাবালক। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী এক নার্সিংহোমে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এক মুহূর্তের বেপরোয়া মনোভাব কেড়ে নিল এক নিষ্পাপ প্রাণ, ভেঙে দিল একটি পরিবার-স্থানীয় বাসিন্দা শোকের ছায়া নেমে আসে বরানগর ও কাশীপুর এলাকায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, এই এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি অত্যন্ত শিথিল। বিশেষ করে রাস্তা পারাপারের জায়গাগুলিতে কোনও পুলিশ না থাকায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা। ব্যস্ত রাস্তায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলছেন বাসিন্দারা। অনেকেই মন্তব্য করেন, চালকদের রেষারেষি তো রয়েছেই-প্রতিযোগিতায় আরও বেশি যাত্রী তুলতে গিয়ে বেসরকারি বাসগুলি অতিরিক্ত গতিতে ছুটে চলে। আর এরই বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ, অনেক ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোররাই পড়ে যাচ্ছে এসব দুর্ঘটনার শিকার। স্থানীয়দের দাবি, বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও পরিস্থিতি বদলায়নি। একই জায়গায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

হাওড়ায় বেআইনি বিল্ডিং রুখতে পুরসভার কড়া পদক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ নভেম্বর ঃ হাওড়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অবশেষে কঠোর অবস্থান নিল হাওড়া পুরসভা। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বহুদিন ধরে গজিয়ে ওঠা অননুমোদিত বহুতল এবং অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত তলা তৈরি করার অভিযোগে একের পর এক প্রোমোটারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। শুধু আলাদা অভিযোগ নয়, পুরসভার তরফে এবার পুলিশের কাছে মোট ৪২ জন প্রোমোটারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে ২৭ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অভিযোগ নথিভুক্তও হয়েছে। হাওড়া পুরসভা ও হাও।। সিটি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের তরফে ধারাবাহিকভাবে তদন্ত করে দেখা গিয়েছে যে বহু বিল্ডিং নির্মাণেই নিয়ম লঙ্ঘন হয়েছে। কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে ৫ তলা তৈরির অনুমোদন নিয়ে নির্মাণে বেড়ে হয়েছে ৭ তলা, আবার অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদন ছাড়াই দাঁড় করানো হয়েছে বহুতল। এর ফলে হাওড়া শহরজুড়ে প্রায় ৫ হাজার বেআইনি বিল্ডিং গজিয়ে উঠেছে বলে প্রাথমিক হিসেব মিলেছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অননুমোদিত বহুতল তৈরি হয়েছে উত্তর হাওড়ায়, তুলনায় মধ্য হাওড়ায় সংখ্যা কিছুটা কম। এই সমস্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ মালিপাঁচঘড়া থানা, শিবপুর থানা, হাওড়া থানা ও এ জে সি বসু বি গার্ডেন থানায় পৃথকভাবে এফআইআর দায়ের করেছে। অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে যে, বেশ কয়েকজন প্রোমোটার নিয়ম মেনে অনুমোদন নিলেও নির্মাণের সময় বেআইনি অতিরিক্ত তলা যুক্ত করেছেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদন ছাড়াই জমির মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করে বহুতল নির্মাণ করা হয়েছে, যা আইনত অপরাধ। হাওড়া সিটি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগগুলির তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্রয়োজন হলে অভিযুক্ত প্রোমোটারদের গ্রেপ্তারও করা হতে পারে। পুলিশের একাংশ মনে করছে, দীর্ঘদিন ধরে চলা এমন নির্মাণ চক্রকে ধরতে গেলে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই পুরসভার সুপারিশে একাধিক থানায় অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ পুরসভা বহুদিন ধরেই করছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে-এই ব্যবস্থা খুব একটা কার্যকর হচ্ছে না। কখনও আইনি জটিলতায় ভাঙার কাজ থেমে যায়, আবার অনেকসময় দেখা যায় ভাঙা অংশ পরে চুপিসারে ফের নির্মাণ করে ফেলা হয়েছে। ফলে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে মূল অভিযানে কোনও স্থায়ী সমাধান হচ্ছিল না। পুরসভার এক আধিকারিক জানান, বেআইনি অংশ ভেঙে দিলে নির্মাতারা আবার নতুন করে উঠিয়ে নেন। তাই এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি-শুধু বিল্ডিং ভাঙলেই হবে না, যারা বেআইনি নির্মাণ করছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও অপরাধমুলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কো-অপারেটিভ হোমস লিমিটেডের শববাহী যান ও দলিল প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা নববারাকপুর, ২৮ নভেম্বর ঃ নববারাকপুরের কর্মবীর স্রষ্টা হরিপদ বিশ্বাসের সৃষ্ট কো-অপারেটিভ হোমস লিমিটেডের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় স্টেশন সংলগ্ন রত্নদীপ মোড়ে এক অনুষ্ঠানে নববারাকপুর বাসীর সুবিধার্থে পুরসভাকে কো-অপারেটিভ হোমস লিমিটেডের অর্থানুকূল্যে একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক শববাহী যান প্রদান এর পাশাপাশি অসহায় মানুষ দের স্বল্প মূল্যে দলিল তুলে দেওয়া হয় তসহ দু ঃস্থ প্রান্তিক মানুষদের শীতবস্ত্র কম্বল প্রীতি উপহার প্রদান করা হয়এদিনচ। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন কোঅপারেটিভ হোমস ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচি পালন করে চলেছে। তার মধ্যে অন্যতম মানবিক উদ্যোগ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শববাহী যান পরিষেবা চালু। উপস্থিত ছিলেন কো-অপারেটিভ হোমস লিমিটেডের সম্পাদক সুজিত চন্দ, চেয়ারম্যান তথা পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান সৌমিক বোস, পুরপ্রধান প্যানেল চেয়ারম্যান তথা পুর প্রতিনিধি নীতা দে, ট্রেজারার সমীর জোযারদার, ডাইরেক্টর ধীরাজ নন্দী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট গুনীজনেরা। কোঅপারেটিভ হোমস লিমিটেডের সম্পাদক সুজিত চন্দ জানান কো-অপারেটিভ হোমস লিমিটেডের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নবনির্বাচিত বোর্ডের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।

পুলিশে রদবদল-বোলপুরের আইসিকে জলপাইগুড়ি পাঠানোর নির্দেশ বাতিল, নতুন দায়িত্ব বারুইপুরে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ নভেম্বর ঃ রাজ্য পুলিশের বড়সড় রদবদলে বদলে গেল একাধিক কর্মকর্তার দায়িত্ব। শুক্রবার নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুলিশ সদর দফতর জানিয়ে দিয়েছে, বোলপুরের আইসি লিটন হালদারকে জলপাইগুড়ির ডিআইবি ইন্সপেক্টর পদে পাঠানোর নির্দেশ বাতিল করা হয়েছে। নতুন আদেশ অনুযায়ী, তাঁকে বদলি করা হচ্ছে বারুইপুর কোর্ট ইন্সপেক্টর পদে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আরও অন্তত ১১ জন পুলিশকর্তাকে বদলি করা হয়েছে, যা পুলিশ প্রশাসনে নতুন আলোচনা তৈরি করেছে। নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, লিটন হালদারের পরিবর্তে জলপাইগুড়ির ডিআইবি-তে পাঠানো হয়েছে মহেশতলা থানার ট্রাফিক আইসি চিরঞ্জিত বিশ্বাসকে। আগের নির্দেশিকায় চিরঞ্জিতবাবুকে বোটানিক্যাল গার্ডেন থানার আইসি করা হয়েছিল। তবে নতুন বিজ্ঞপ্তিতে সেই বদলি স্থগিত করে তাঁকে এবার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির গোয়েন্দা শাখায় পাঠানো হল। এদিকে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের নারায়ণপুর থানার আইসি মহেশ দাসকে এদিনের আগের বিজ্ঞপ্তিতে কৃষ্ণনগরের ডিআইবি ইন্সপেক্টর করা হয়েছিল। সেই নির্দেশও বাতিল করে তাঁকে পাঠানো হয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেন থানার আইসি হিসেবে। অর্থা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর দায়িত্বপত্রেও বদল এসেছে। বোলপুর থানার আইসি পদটি যে ফাঁকা হবে, তা আগেই অনুমান করেছিলেন প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকরা। সেই জায়গায় আনা হয়েছে সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়কে। তিনি এতদিন বনগাঁ পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম থানার আইসি ছিলেন। সাইবার থানা থেকে এবার তিনি সরাসরি আসছেন বীরভূমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ থানার দায়িত্বে। সুদীপ্তবাবুর পুরনো দায়িত্বে আনা হয়েছে আফরোজ হোসেনকে, যিনি বীরভূমে হাইওয়ে ট্রাফিক গার্ডের ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রাজ্যে পুলিশ কর্মকর্তাদের এই সামগ্রিক রদবদল কোনও রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জলঘোলা। বিশেষ করে বোলপুরের আইসি লিটন হালদারকে ঘিরে কয়েক মাস ধরেই চলেছে বিস্তর বিতর্ক। কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে যুক্ত একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়ে তুমুল আলোচনার জন্ম দেয়। অভিযোগ ওঠে, বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল তাঁকে কঠোর ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। ঘটনাটি নিয়ে তৃণমূল সংগঠন নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে অনুব্রতর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়। পাশাপাশি পুলিশও পৃথকভাবে মামলা করে তদন্ত শুরু করে। তারপর থেকেই লিটন হালদারের বদলি নিয়ে রাজনীতির পরিমণ্ডলে নানা জল্পনা চলছিল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৬৫, সংখ্যা, শনিবার ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

শিল্পী মান্নার কাকা কৃষ্ণচন্দ্র

কৃষ্ণচন্দ্র দে ছিলেন বাংলা সঙ্গীতের একজন আদি ও প্রবাদ পুরুষ, কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী, সিনেমা ও থিয়েটার অভিনেতা, থিয়েটার প্রযোজক, সঙ্গীত পরিচালক ও দক্ষ সংগীত শিক্ষক। তিনি মুম্বইয়ের সঙ্গীতজগতে সঙ্গীতাচার্য 'কে.সি.দে' নামেও সুপরিচিত। বাংলার অপর এক কিংবদন্তি সঙ্গীতজ্ঞ শচীন দেব বর্মণের প্রথম সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন তিনি। তার ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন বৈচিত্র্যের বিচারে সর্বকালের অন্যতম সেরা কণ্ঠশিল্পী মান্না দে। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম বৃটিশ ভারতে কলকাতার সিমলে পাড়ার মদন ঘোষ লেনে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অগস্ট। জন্মাষ্টমীতে জন্ম বলেই তার নামকরণ হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্র। তবে ডাকনাম ছিল বাবু। তার পিতা শিবচন্দ্র দে এবং মাতা রত্নমালা দেবী। কৃষ্ণচন্দ্র চোদ্দ বৎসর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যেন অন্তর্দৃষ্টিতে পেলেন সুরসাধনার প্রতি এক ঐশ্বরিক আকর্ষণ। তার মাও লক্ষ্য করেছিলেন ছেলের সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ। তাই মায়ের উৎসাহেই শুরু হল তার সঙ্গীতচর্চা। ষোল বৎসর বয়সে সে সময়ের বিখ্যাত খেয়ালিয়া শশীমোহন দে-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংগীত চর্চা শুরু করেন। ক্রমে টপ্পাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোদিয়া কেরামতউল্লা,ওস্তাদ বাদল খাঁ, শিবসেবক মিশ্র,দবীর খাঁ,দর্শন সিং,জমিরুদ্দিন খাঁ,কীর্তনীয়া রাধারমণ দাস প্রমুখ গুণীদের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। অত্যন্ত প্রতিভা ও দক্ষতায় আয়ত্ত করলেন সবকিছু। হিন্দি ও উর্দু সঠিক ভাবে উচ্চারণের জন্য মৌলবির কাছে সে বিষয়ে শিক্ষা নেন। সঙ্গীতের গুণীজনের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার পাশাপাশি তিনি কলকাতা ও মফস্বলের গানের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করেন। দরাজ ও মিষ্টি গলার অধিকারে অচিরেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সেই এইচ.এম.ভি থেকে তার প্রথম গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। যখন জনপ্রিয়তা শীর্ষে পৌঁছালেন তখন প্রতি মাসেই একটি করে রেকর্ড বের হতে লাগল। পঙ্কজ মল্লিকের কথায় তিনি- সে যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং কালক্রমে তিনি এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আমন্ত্রণে মঞ্চে আসেন অভিনয়ের সাথে কণ্ঠশিল্পী হিসাবেও। আলফ্রেড থিয়েটারে প্রযোজিত বসন্তলীলা নাটকে বসন্তদূতের ভূমিকায় অভিনয় ও 'সীতা' নাটকে তার কণ্ঠের গান 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে' দর্শকদের মোহিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিসর্জন নাটকে অন্ধ ভিখারির চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত রঙমহল থিয়েটারের পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন তিনি। রঙমহল, মিনার্ভা ও অন্যান্য থিয়েটারে মঞ্চস্থ বহু নাটকে তার দেওয়া সুর বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। তিরিশের দশকে নাটকের পাশাপাশি চলচ্চিত্রেও গান গাওয়া শুরু করেন কৃষ্ণচন্দ্র। বাংলা চলচ্চিত্র তখন নির্বাক থেকে সবাক হতে শুরু করেছে আর তিনি একের পর এক ছায়াছবি- 'ভাগ্যচক্র', 'দেবদাস','গৃহদাহ', 'বিদ্যাপতি' 'চাণক্য','আলোছায়া', 'পূরবী', 'বামুনের মেয়ে','মীনাক্ষী' ইত্যাদিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তবে ছবিগুলিতে সুরকার ও গীতিকারদের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, বাণীকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায় প্রণব রায় প্রমুখ গীতিকার রচনায় এবং পঙ্কজকুমার মল্লিক ও রাইচাঁদ বড়ালের সুরারোপে গানগুলি আজও অবিস্মরণীয়। স্বপন যদি মধুর হয়,তোমার কাজল আঁখি, তুমি গো বহ্নিমান শিখা,মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান - এমন বহু কালজয়ী গান লোকমুখে আজো শোনা যায়। বহু ছায়াছবিতে তিনি নিজেও সুর করেছিলেন। 'পূরবী' এই ছবিতে তিনি সঙ্গীত দেন।

গোবর গোহর আখড়া

বাঙালি নিশ্চিত ভাবে মনে রেখেছে ১৯২১ সালের ৩০ অগস্ট দিনটি। এক ঘণ্টা তিন মিনিটের সেই লড়াই মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রত্যক্ষ করেছিল বিশ্ববাসী। সেই লড়াই আজও লোকগাথার মত ভারতীয়দের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। সান ফ্রানসিস্কোয় লাইট হেভিওয়েট ফ্রিস্টাইল বিভাগের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্যান্টেলকে হারিয়ে তাঁর শিরোপা নিজের দখলে করে নিয়েছিলেন এক সাহসী শক্তিশালী বঙ্গসন্তান। শুধু শক্তি নয়, উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা এবং কৌশল; মল্লযুদ্ধের প্রতিটি বিভাগেই স্যান্টেলকে পরাস্ত করে বঙ্গসন্তন গোবর গোহ হয়েছিলেন নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। স্যান্টেলের মত গোবরের কাছে হেরেছেন জো স্ট্রেচার,জিবিস্কো,স্ট্র্যাংলার লুইসের মত প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। বাঙালির চিরকালীন কুস্তি-আইকন, বিশ্বজয়ী গোবর গোহ,আসল নাম যতীন্দ্রচরণ গুহ। বাঙালির চিরকালীন কুস্তি-আইকন। ১৯১৩-১৯১৫ সালে দ্বিতীয় ইউরোপ সফরে স্কটল্যান্ডের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিংপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুস্তিগির জিমি ক্যাম্পবেল, জিমি এসেনের মতো মল্লবীরদের হারিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন গোবর গোহ। কুস্তি ছিল তাঁর ধ্যান আর প্রাণ। কতজনকে তিনি হাতে পিঠে গড়ে মানুষ করেছেন,তালিম দিয়ে কুস্তিগির বানিয়েছেন তাঁর ঠিকানা পাটিগণিতে মেলাতে গেলে সংখ্যাটা কমপক্ষে কয়েকশো ছাড়িয়ে যাবে। কালে-কালে তাদের অনেকে ভারতশ্রেষ্ঠ অপেশাদার কুস্তিগির হয়েছেন, তেমন পেশাদারি লড়াইয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। কুস্তিগির গোবর সংস্কৃতিমনস্ক রুচিশীল বাঙালি যিনি রীতিমত সাহিত্য ও সংগীত চর্চা করতেন। ভারতীয় রাগসংগীতের তালিম নিতেন, বাজাতেন সেতারও। প্রিয় লেখক জর্জ বার্নাড শ এবং অস্কার ওয়াইল্ড। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী মান্না দে'র ছোটকাকা কিংবদন্তি কৃষ্ণচন্দ্র দে'র বিশিষ্ট বন্ধু। স্বনামধন্য কুস্তিগির যতীন্দ্রচরণ গুহকে সবাই এক ডাকে গোবরবাবু নামে জানতেন। সবাই গোয়াবাগান স্ট্রিটে গোবরবাবুর আখড়া বলতেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির মতোই বলতেন,মা সারদা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ সম্ভব। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত এত শক্তিশালী। মা সব সব কিছু. সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার পর মা সারদাকে প্রমাণ করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ জগত জননী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন অভয়দান কারিণী। তিনিই জগতকে চেনাতে শেখান।

পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রের পাশে নিবেদিতা ছিলেন পাশ্চাত্য অবজ্ঞার সময়ে

রবীন্দ্রকুমার শীল

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু জন্ম (৩০ নভেম্বর ১৮৫৮, ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭) ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের একজন বাঙালি বহুবিদ্যাবিদের একজন যিনি জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এবং বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি রেডিও মাইক্রোওয়েভ অপটিক্সের অনুসন্ধানে অগ্রণী ছিলেন, উদ্ভিদ বিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে

ছিলেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের প্রসারের পিছনে একটি প্রধান শক্তি ছিলেন। বোসকে বাংলা বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর সম্মানে চাঁদের একটি গর্তের নামকরণ করা হয়েছিল। তিনি বোস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন, যা ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রাচীনতমগুলির মধ্যে একটি। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, ইনস্টিটিউটটি ছিল এশিয়ার প্রথম আন্তঃবিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র। তিনি বোস ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্রিটিশ শাসন কালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমান বাংলাদেশ) ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন বোস। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (বর্তমানে কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ , ভারত) থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন বোস । কল কাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তির আগে, বোস পাবনা জেলা স্কুল এবং ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন, যেখানে তিনি তার শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন, কিন্তু স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে তাকে তা ছেড়ে দিতে হয়। পরিবর্তে, তিনি কেমব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ে নোবেল বিজয়ী লর্ড রেলে-এর সাথে গবেষণা করেন। বোস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের জন্য ভারতে ফিরে আসেন। সেখানে, বর্ণগত বৈষম্য এবং তহবিল ও সরঞ্জামের অভাব সত্ত্বেও, বোস তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যান। তিনি মাইক্রোওয়েভ বর্ণালীতে রেডিও তরঙ্গের গবেষণায় অগ্রগতি অর্জন করেন এবং রেডিও তরঙ্গ সনাক্ত করার জন্য সেমিকন্ডাক্টর জংশন ব্যবহার করেন এমন প্রথম ব্যক্তি ছিলেন।বোস উদ্ভিদ শারীরবিদ্যায় অগ্রণী আবিষ্কার করেন। তিনি বিভিন্ন উদ্দীপনার প্রতি উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করার জন্য তার নিজস্ব আবিষ্কার, ক্রেস্কোগ্রাফ ব্যবহার করেন এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ টিস্যুর মধ্যে সমান্তরালতা প্রমাণ করেন। সমবয়সীদের চাপের কারণে বোস তার একটি আবিষ্কারের পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছিলেন, কিন্তু তিনি সাধারণত পেটেন্ট ব্যবস্থার সমালোচনা করতেন। তার গবেষণার সুবিধার্থে, তিনি অত্যন্ত সামান্য নড়াচড়া রেকর্ড করতে সক্ষম স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডার তৈরি করেছিলেন; এই যন্ত্রগুলি কিছু আকর্ষণীয় ফলাফল এনেছিল, যেমন আহত উদ্ভিদের কাঁপুনি, যা বোস উদ্ভিদের অনুভূতির শক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। তার বইগুলির মধ্যে রয়েছে রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং (১৯০২) এবং দ্য নার্ভাস মেকানিজম অফ প্ল্যান্টস (১৯২৬)। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নামকরণের জন্য ২০০৪ সালে বিবিসির একটি জরিপে , বোস সপ্তম স্থানে ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ২৪ বর্গফুট ঘরে গবেষণা করতেন বাংলার অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী যিনি সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন তাঁর আবিস্কার দিয়ে। তিনি হলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস। ১৯১৫ সালে বিক্রমপুরে কনফারেন্সে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন,আমাদের সময়ে সন্তানদের ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করানো ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। যে স্বদেশী স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল, সেই স্কুলে আমার ডানপাশে বসত আমার পিতার মুসলিম পরিচারকের ছেলে এবং আমার বামপাশে বসতো একজন জেলের ছেলে। তারাই ছিল আমার খেলার সাথী। আমি সম্মোহিতের মত শুনতাম তাদের বলে যাওয়া পশুপাখির গল্প, জলজ প্রাণীদের গল্প। হয়তো এই গল্পগুলোই আমাকে প্রকৃতির কর্মকাণ্ড নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যখন আমরা ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরে আসতাম, আমার মা আমাদের একসাথেই খাবার খেতে দিতেন। আমার মা স্বধর্মপরায়ণ এবং প্রথাসম্মত গৃহিণী ছিলেন। কিন্তু ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি করা তার স্বভাব ছিল না। তাই তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গী অস্পৃশ্য বালকদের প্রতি ছিলেন যথেষ্ট মমতাশীল ।দ

বাবার ইচ্ছা ও তার আগ্রহে তিনি ১৮৮০ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্যেই লন্ডনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান, কিন্তু অসুস্থতার কারণে বেশিদিন এই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। ভগ্নীপতি আনন্দমোহন বসুর আনুকুল্যে তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে ট্রাইপস পাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাঠ সম্পন্ন করেন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। তৎকালীন ভারতের গভর্নর-জেনারেল জর্জ রবিনসন, প্রথম মার্কুইস অব রিপন অনুরোধে স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। কলেজের অধ্যক্ষ চার্লস হেনরি টনি এই নিয়োগের বিপক্ষে ছিলেন। শুধু যে তাকে গবেষণার জন্য কোন রকম সুবিধা দেওয়া হত না তাই নয়, তিনি ইউরোপীয় অধ্যাপকদের অর্ধেক বেতনেরও কম অর্থ লাভ করতেন। এর প্রতিবাদে তিনি বেতন নেওয়া বন্ধ করে দেন এবং তিন বছর অবৈতনিক ভাবেই অধ্যাপনা চালিয়ে যান। দীর্ঘকাল ধরে এই প্রতিবাদের ফলে তার বেতন ইউরোপীয়দের সমতুল্য করা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণার কোন রকম উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা না থাকায় ২৪-বর্গফুট একটি ছোট ঘরে তাকে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে হত। প্রতিদিন নিয়মিত ৪ ঘণ্টা শিক্ষকতার পর যেটুকু সময় পেতেন তখন তিনি এই গবেষণার কাজ করতেন। তার উপর প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন উন্নতমানের গবেষণাগার ছিল না, অর্থ সংকটও ছিল প্রকট।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার প্রথম আঠারো মাসে তিনি যে সকল গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তা লন্ডনের রয়েল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণা পত্রগুলোর সূত্র ধরেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯৬ সালের মে মাসে তাকে ডিএসসি ডিগ্রী প্রদান করে। বাংলার গর্ব বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

তিনি দেখলেন তরঙ্গের আলোক প্রকৃতি ব্যাখ্যায় বৃহৎ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ খুবই অনগ্রসর। তাই তিনি তরঙ্গকে মিলিমিটার পর্যন্ত হ্রাস করলেন (প্রায় ৫ মি.মি.)। ১৮৯৪ এর কোনো এক নভেম্বরে তিনি তার মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তরঙ্গ দিয়ে কলকাতা টাউন হলে গানপাউডার প্রজ্জ্বলিত করেন এবং টাউন হল থেকে ৭৫ ফুট দূরে অবস্থিত একটি ঘন্টা বাঁজাতে সক্ষম হন। বলা বাহুল্য যে ঘন্টা বাজানোর জন্য এই তরঙ্গকে একটি দেয়াল টপকাতে হয়েছিল। এই ক্ষুদ্রতরঙ্গের উপরে লেখা তাঁর 'অদৃশ্য আলোক' বইটিতে তিনি লিখেছেন যে অদৃশ্য আলো সহজেই ইটের দেয়াল এমনকি দালান ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে। ফলে এর সাহায্যে সহজেই তার ছাড়াই যেকোনো বার্তা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করা যেতে পারে।

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে তার বক্তৃতার বিষয় ছিল, অন ইলেকট্রিক ওয়েভ্স। মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলোর উপর ভিত্তি করেই তিনি বক্তৃতা করেন যা ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমৎকৃত ও আশ্চর্যান্বিত করে। অশীতিপর বৃদ্ধ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন বক্তৃতা শোনার পর লাঠিতে ভর দিয়ে এসে জগদীশের স্ত্রী অবলা বসুকে তার স্বামীর সফলতার জন্য অভিবাদন জানান। এই বিষয়ের উপর বিখ্যাত সাময়িকী টাইম্স-এ একটি রিপোর্ট ছাপা হয় যাতে বলা হয়, এ বছর ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মিলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, কেমব্রিজের এম.এ. এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ সাইন্স এই বিজ্ঞানী বিদ্যুৎরশ্মির সমাবর্তন সম্পর্কে যে মৌলিক গবেষণা করেছেন, তার প্রতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানী মহলে আগ্রহ জন্মেছে। রয়্যাল সোসাইটি বিদ্যুৎ রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয়ের গবেষণাপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সময়ব্যাপী জগদীশ বসু জীব ও জড়ের উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। পরাধীন ভারতের মুখোজ্জ্বল করে যান তিনি।

ঃ কলকাতার ডায়েরি ঃ
ঐতিহ্যবাহী ট্রাম কী চলবে না ?

স্বপন কুমার গোস্বামী

রাস্তায় নামানোর আগে নতুন ট্রামের ভার বহন ক্ষমতার ট্রায়াল রান কলকাতার রাস্তায়।২০১৮ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতায় ইষ্ট ওয়েস্ট মেট্রোর ভার বহনের ট্রায়াল রান অনুষ্ঠিত হয়েছিল নতুন মেট্রো লাইনের ওপর দিয়ে মেট্রোরেলের বগি ছুটিয়ে। মেট্রোর কামরায় যাত্রীর বদলে ছিল কামরা ভর্তি মানুষের ওজনের সমান বালির বস্তা। আর ছিলেন কিছু ভি আই পি যাত্রী , যারা প্রকৃতপক্ষে ট্রায়াল ট্রেনের এগজামিনার , যাদের ছাড়পত্র পেলে তবে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো পথে রেল চলবে। এরা হলেন মেট্রো রেলের ইঞ্জিনীয়ার এবং রিসার্চ ডিজাইনস এন্ড স্টান্ডার্ডস অর্গানাইজেসনের ইঞ্জিনীয়ারগণ। এনাদের কাছে পরীক্ষায় পাশ করে এবং কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির অনুমোদন পেয়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল সুরু হয়েছে।

এই নভেম্বর (২০২০) মাসে মাজেরহাট ব্রিজের ভার বহন ক্ষমতার পরীক্ষা হয়ে গেল সেতু যান চলাচলের জন্যে পাকাপাকি ভাবে খুলে দেওয়ার আগে। এবারে কলকাতার ট্রাম। একসময় কলকাতা জুড়ে ট্রাম চলত । সারা কলকাতা ট্রামে চেপে যাতায়াত করা যেত । ট্রামের ভাড়া ছিল দু নয়া পয়সা । ফার্স্ট ক্লাসে এক পয়সা বেশি ।ফার্স্ট ক্লাসে পাখা গদিওলা আসন থাকত । এই ক্লাসে বিজ্ঞপ্তি লেখা হত ইংরেজী ভাষায়। সেকেন্ড ক্লাসে কাঠের আসন,পাখা ছিল না, বিজ্ঞপ্তি লেখা হত বাংলায়। ট্রামের মাসিক টিকিট কাটা যেত নিত্য যাত্রীদের সুবিধার জন্যে ।

ছুটির দিন ৭৫ নয়া পয়সায় অল ডে টিকিটদ বা হলিডে টিকিট কেটে সারা দিন যতবার ইচ্ছে যে কোন রুটের যে কোন ট্রামে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সারা কলকাতা ভ্রমণ করা যেত। এই অল ডে টিকিট খুব জনপ্রিয় ছিল। ওভারহেড লাইন থেকে ট্রামের ট্রলি ছিটকে খুলে গেলে, রাস্তায় নেমে সেটা ঠিক করে ট্রলিকে তারে লাগিয়ে দেবার দায়িত্ব ফার্স্ট ক্লাসের কনডাক্টরের। প্রবল বৃষ্টির সময়েও তাকে ভিজে ভিজে জলমগ্ন রাস্তায় নাবতে হত।

তখন বিয়ে উপলক্ষ্যে অনেকে পুরো ট্রাম ভাড়া করে হৈ হৈ করতে করতে বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে যেত। বড়বাজার থেকে মালপত্র কিনে ট্রামে তুলে হাওড়া ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল। সেখান থেকে ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরা।

সর্বজনপ্রিয় এই ট্রামের মাত্র এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি করার জন্য তের খানা ট্রাম পুড়িয়ে বিপ্লব করার বিশ্বরেকর্ড করার কৃতিত্ব রয়েছে একমাত্র কলকাতার কম্যুনিস্টদের । এই ট্রামে দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন বনলতা সেনের কবি জীবনানন্দ দাস। সাতসকালে ট্রামে চেপে গঙ্গাচানে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। ভোর চারটেয় প্রথম ট্রাম শহরের লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে ঘন্টি বাজিয়ে পথে চলত। শিয়ালদা থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত ১৪ নম্বর ট্রামে গঙ্গাযাত্রীদের ভিড় জমত।

বিদেশি ট্রাম কোম্পানীর কাছ থেকে বামফ্রন্ট সরকার ট্রাম কোম্পানী অধিগ্রহণ করেছিলেন। মে ডে পোস্টার তখন ট্রামের গায়েই দেখা যেত।

তখন ভারতে ট্রাম চলত শুধু বোম্বাই এবং কলকাতায়। বোম্বাই থেকে ট্রাম তুলে দেওয়া হল বেশ ধুমধাম করে। শেষ ট্রাম ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে গিয়ে যাত্রা শেষ করল। সেই ট্রামের শেষযাত্রা নিয়ে খবরের কাগজে কত লেখা বের হল। বোম্বাইতে ট্রামের শেষযাত্রা হবার পর ট্রাম রইল শুধু কলকাতায় । যা আজো দর্শনীয়, যেমন অপু প্রথম কলকাতায় এসে অবাক বিস্ময়ে ট্রাম দেখেছিল হাওড়া ষ্টেশনে নেমে। তখনকার কলকাতায় ট্রামের বড় বড় রুট ছিল।

তখন বিভিন্ন ডিপোয় ৪৬০ টি ট্রাম মজুদ থাকত। ৪০০ টি ট্রাম বিভিন্ন রুটে বার হত ।৬০ টি ট্রাম রিজার্ভ থাকত । ট্রামের নাম ছিল সুন্দরী । নতুন ট্রাম কেনার পর সেই ট্রামের ট্রায়াল রান হত কলকাতার রাস্তায় । রাস্তার উঁচু ব্রিজগুলির ওপর দিয়ে যাত্রীবোঝাই ট্রাম ছোটার সময় যাতে কোন অসুবিধে না হয়, ট্রাম লাইনচ্যুত না হয়ে যায়,সেজন্যই এই ট্রায়াল রানের ব্যবস্থা। ট্রামের ভেতর ওয়ার্কশপ থেকে লোহা বোঝাই করা হত। পুরো ট্রামের সব সিট যাত্রী বোঝাই হলে ট্রামকে যত ওজন বহন করতে হত তত ওজনের লোহা বোঝাই সেই ট্রামে থাকতেন ট্রাম কোম্পানী ও নির্মাণ সংস্থার ইঞ্জিনীয়ারগণ।

রাত বারটার পরে নিঝুম রাতে যখন কলকাতা ঘুমিয়ে পড়ত তখন ফাঁকা রাস্তায় এইভাবে সাজগোজ করা লোহালক্কড় বোঝাই ভারী ট্রাম কল কাতার রাস্তা দিয়ে ছুটে যেত গ্যালিফ স্ট্রিট থেকে বেহালা, টালীগঞ্জ থেকে টালা সর্বত্র। সবচেয়ে বেশি গতিবেগে ছোটান হত কালিঘাটের ব্রিজ, শিয়ালদার ফ্লাইওভার , শ্যামবাজার প্রভৃতি উঁচু ব্রিজের ওপর দিয়ে। এইভাবে ট্রামের ট্রায়াল রান শেষ হত শেষ রাতে। সারা সহর যখন নিদ্রামগ্ন তখন একদল ট্রামকর্মী সারা রাত জেগে যাত্রী নিরাপত্তার মহড়া দিত নীরবে, সকলের অগোচরে।

ট্রামের রুট আস্তে আস্তে বন্ধ হতে শুরু করল পাতাল রেল, ফ্লাইওভার ইত্যাদির কাজের জন্য। প্রথমেই বন্ধ হল হাওড়ার শিবপুর ও বাঁধাঘাটের এক কামরার ট্রাম।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের শিক্ষক বেণীমাধব দাস

সোমনাথ সিংহ

এক আদর্শ শিক্ষকের জীবনকাহিনী আজ থেকে প্রায় দেড়শত বছর আগের কথা, ১৮৬৬ সালের ২২ নভেম্বর চট্টগ্রামের শেওরাতলী গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র দাস-এর ঘরে জন্ম নেয় একটি পুত্র সন্তান, যার নাম রাখা হয় বেণীমাধব দাস। বেণী মাধব দাস বেড়ে ওঠেন পরাধীন ভারতে, দর্শন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন এবং শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে।

তিনি চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলকাতা, কটক, কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজে শিক্ষকতার মহান ব্রত পালন করেন কখনো কলেজের প্রভাষক, কখনো স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে। একজন সৎ, নীতিনিষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন ঋষিতুল্য।

নেতাজী সুভাসচন্দ্র বোস স্কুল জীবনে বেণীমাধব দাসের ছাত্র ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মনে স্বদেশী মনের গাছ পুঁতে দিয়েছিলেন তিনি। সুভাষচন্দ্র বোস তাঁর 'ভারত পথিক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন শিক্ষক বেণীমাধব দাসকে। সুভাষ চন্দ্রের মনে শিক্ষক বেণী মাধব দাসের একটি স্থায়ী আসন ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের অনুপ্রেরণায় বেণীমাধব দাস ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হন। তিনি ১৯২৩ সালে অন্ধ্র প্রদেশের কাকিনাদায় 'অল ইন্ডিয়া থিইস্টিক কনফারেন্স'-এ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সেই সমাবেশে তাঁর বক্তব্য পরবর্তীতে 'মডার্ণ থিইস্টিক মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' নামে বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর লেখা 'পিলগ্রিমেজ থ্রু প্রেয়ারস' বইও বেশ সমাদৃত হয়।

বেণীমাধব দাস বিয়ে করেন তৎকালীন কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্পাদকের কন্যা সরলা দেবীকে। সরলা দেবী'ও সমাজসেবায় নিবেদিতপ্রাণ। তিনি অসহায় ও দুস্থ নারীদের সহায়তায় 'সরলা পুন্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। বেণীমাধব দাস ও সরলা দেবীর ঘরে জন্ম নেন অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী কল্যানী দাস (১৯০৭-৮৩) ও বীণা দাস (১৯১১-৮৬)।

দেশপ্রেম ও শিক্ষকতায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন বেণীমাধব দাস। তাঁর হাতে ছাত্র হিসেবে তৈরি হয়েছেন অসংখ্য দেশপ্রেমিক বিপ্লবী। এঁদের মধ্যে অন্যতম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসু। ১৯০৯ সালে কটকের কাঠাজুড়ি নদীর তীরে বাংলা মাধ্যম র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন সুভাষ চন্দ্র। বেণীমাধব দাস তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বদেশচেতনা প্রথম ছোট্ট সুভাষকে প্রভাবিত করে। সুভাষের ভেতরে যে আগুন আছে তা এই শিক্ষকের চোখ ঠিক আঁচ করতে পেরেছিল। পরাধীনতা থেকে দেশের মুক্তির উপায় প্রসঙ্গে নানা আলোচনায় সুভাষের মনে দেশ প্রেমের দীক্ষাবীজ বপন করে দেন বেণীমাধব দাস। তিনি সুভাষকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠ করতে। কৈশোরের অস্থির সময়ে যা সুভাষকে লক্ষ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। সুভাষচন্দ্র পরে তাঁর স্মৃতি কথায় এই দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন শিক্ষক বেণীমাধব দাস ছাত্রদের অকুণ্ঠ উৎসাহ দিতেন নানা বিষয়ে বই পড়তে এবং পরে তা নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাদের সক্রিয়ভাবে সমাজসেবায় অংশ নিতেও উৎসাহ দিতেন। বেণীমাধব দাস সেই সময়ে মধুসূদন দাসের মত ওড়িষ্যার চিন্তানায়কদেরও সংস্পর্শে আসেন।

১৯১১ সালের, ১১ই অগাস্ট, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর তৃতীয় শহীদ দিবস পালনের জন্য কটকের ঘরে ঘরে অরন্ধন ও অনশন হয়। ছাত্র সুভাষের নেতৃত্বে ছাত্রদের একটি দল ছিল। আর এ কাজে প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব বাবুর প্রচ্ছন্ন সম্মতি ছিল। তার ফলে বেণীমাধব দাসকে বৃটিশ সরকারের নির্দেশে কটক থেকে কৃষ্ণনগরে বদলী করা হয়। এতে ছাত্র সুভাষ মানসিক ভাবে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। বেণীমাধব দাস অনেক দূরে চলে গেলেও ছাত্র সুভাষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। বরং চিঠিপত্রে দু'জনের সম্পর্ক আরও বেশি নিবিড় হয়েছিল। যে সব কথা সামনা সামনি তাঁরা একে অপরকে বলতে পারেননি, চিঠিতে সহজেই প্রকাশ করতে পারতেন সেগুলো। প্রিয় শিক্ষককে তাঁর মনের কথা জানাতেন সুভাষ। আর বেণী মাধববাবুও নতুন নতুন চিন্তাভাবনার যোগান দিতে লাগলেন কিশোর সুভাষের মস্তিষ্কে। এইসময় কৃষ্ণনগর থেকে সুভাষকে লেখা বেণীমাধব বাবুর পত্র নিয়ে, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কটক আসেন হেমন্তকুমার সরকার নামে এক তরুণ। কিশোর সুভাষ যে মনেপ্রাণে অস্থির হয়ে খুঁজছে পথনির্দেশ, তা বুঝেই বেণীমাধব বাবু তরুণ হেমন্তকে পাঠান কিশোর সুভাষের কাছে। এই হেমন্ত সরকার কিশোর সুভাষকে রাজনৈতিকভাবে কলকাতায় বিপ্লবী দলের বিষয়ে এমন সব তথ্য দেন যা সুভাষের মনে গভীর ছাপ ফেলে। প্রবল দেশপ্রেম কিশোর সুভাষকে স্বাজাত্যবোধ, জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। পরবর্তী জীবনে কলকাতায় এসেও সুভাষচন্দ্র তাঁর শিক্ষক বেণীমাধব দাসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন, ভারত পথিক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তাঁর কথা। এমনকি দেশত্যাগের আগে তিনি বেণীমাধব দাসের কাছে আশীর্বাদও চেয়েছেন।

এহেন শিক্ষক বেণীমাধব দাসের নিজের গোটা পরিবার স্বাভাবিক ভাবেই বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিল। বিশেষত তাঁর কন্যারা সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। মেয়ে দের বিপ্লবী কার্যকলাপে বাধাদান তো দূরস্থান, দেশপ্রেমিক বেণীমাধব রীতিমতো উৎসাহ প্রদান করেন। বড়মেয়ে কল্যাণী দাস সমাজ সেবা ও বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। তিনি ছাত্রী সংঘের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির জন্য কারাবরণ করেন। ছোট মেয়ে বাংলার প্রখ্যাত অগ্নিকন্যাদের অন্যতম বীণা দাস (ভৌমিক), যিনি ১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অতিথি বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করবার চেষ্টা করেন। রিভলবারের উৎস জানতে টানা অত্যাচার ও জেরা সত্ত্বেও বীণা দাস মুখ খোলেন নি।

পাঠকদের দরবার

শীতকালের রকমারি স্বাদ

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

শীতকাল এসে গেছে সুপর্ণা,তাই আজ থেকে সকাল সন্ধ্যা, শীত কালীন চিরসখ তিনি। নারকেল কোরানো মুরি আর নতুন নলেন গুড় । আমাদের নবদ্বীপে তিন ধরনের গুড় পাওয়া যায়,এক হাঁড়িতে ঝোলা গুড়,পাটালি থালা আর মুচি। তিন গুড়ের তিন বিশেষত্ব। পায়েসের ক্ষেত্রে পাটালি তো পিঠের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঝোলা আর মুচি গুড় শুধু বা পাটিসাপটা গোকুল এই সব পিঠের ক্ষেত্রে অসাধারণ। শৈশব কৈশোর যৌবন এর প্রথম আলো সবটুকু জুড়ে শস্যের শহর বর্ধমান। শীত পড়তে আসতো ভাতার গলসী থেকে আমাদের খড়িদ্দার কাকুরা সাথে করে মামণি আর বৌদির জন্য নতুন গোবিন্দ ভোগ চাল আর খেজুরের রস থেকে বাড়িতে বানানো কাঠের বা খড়ের জালে জিওন দেওয়া গুড় ।এক ধরনের মুচি গুড় বর্ধমান শহরে দেখা মেলে শীতে তেঁতুল তলা বাজারে যাওয়ার রাস্তায়, শিউলি কাকুরা নিয়ে বসেন । আমার কাছে সেই গুড় কুটকুট, নামটা মজার। চকলেট প্রেমী মানুষ আমি তবু শীতের সময় কুটকুট চাই লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে টুকটুক করে কুটকুট ।সাদা ছোট ছোট মুচি কি গন্ধ সেই স্বাদ, শুধু বা গরম লুচি পরোটা সঙ্গে আমার শীতের বেলা চাই। সে সময় আমার দুই পিসি (বড়পিসি আর ছোট পিসির) আর পিসি দিদা (বাবাই এর একমাত্র পিসি) বাড়িতে শীতের তত্ত্ব যেত,ওই যে পোদ্দার বাড়িতে মেয়েদের তত্ত্ব যেত দাদুর আমল থেকে পরে বাবাই এর জুড়িদার। গোবিন্দ ভোগ চাল গুড় এর জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন আমার বড় পিসির শ্বাশুড়ি ওরফে আমার দিদাভাই(পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী হীরামতি সাহা) , শ্রীরামপুর সাহা বাড়িতে গোয়ালে গরু থাকার দৌলতে রোজ হাঁড়ি ভরে পায়েস হতো একসময়, এবাড়িতে সবাই পায়েসের বড় ভক্ত। তবু দাদুর আমল থেকে বর্ধমান এর গুড়ের অপেক্ষা করতো সবাই। ছোটপিসির বাড়িতে তার শ্বাশুড়ি ওরফে আমার ভালু (পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী শিশির কনা চৌধুরী), তিনি ছিলেন মস্ত গুণী মানুষ, সেলাই থেকে রান্না দ্রৌপদী র মতো, তবে নিরামিষ, কারণ অকালে ছোট পিসার বিখ্যাত গুণী ইঞ্জিনিয়ার বাবা পরলোকগমন করার জন্য ভালু আর মাছ মুখে তোলেন নি কোনও দিন। ছোট পিসি সেদিন ও বলছিল মনা এবার গেলে তোর ছোট পিসার জন্য গুড় আনবো প্রতি বছর এর মতো, সঙ্গে আঙুরভাজা শিবু সেন দাদুর দোকান এর,যতই এখানে কিনি নবদ্বীপের গুড়ের স্বাদ আলাদা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াকালীন মেসে এই কুটকুট সঙ্গে থাকতো, চুপিচুপি বলে রাখি শীতে ব্যাগে ছোট্ট টিফিন কৌটাতে এখনো কুটকুট থাকে, চিপস চকলেট পেষ্ট্রি প্যাটিসের ভক্ত মেয়েটা আবার এসব ক্ষেত্রে সাবেকী। এবছর অবশ্য বাড়ির মানুষগুলো বাড়ি থেকে অচিন দেশে অতিথি হয়েছেন, ছোটমা বলছিল সেদিন সব করছি কিন্তু কিচ্ছু ভালো লাগে না মনা, দিদি মা খুব মনে পড়ে সব কথা, আমাদের বাড়িটা কেমন হয়ে গেল। এবছর শীত এসেছে নিজের ছন্দে নবান্ন উৎসব না হলেও নতুন অন্নকাল নিবেদন করেছি প্রাণের নাড়ু বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে তাদের না দিয়ে নতুন কিছু মুখে তুলি কি করে, প্রাণের দোসর। এখন লোকের অভাব তাই পরিমাণ যৎসামান্য, কিছুটা নারকেল ছিল আর গুড় বিকালের জলযোগ এ দিয়ে করার লোভটা সংবরণ করতে অপারগ পেটুক মানুষ। তাই শীতকাল চলে এলো সুপর্ণা। রসে বসে থাকুক কেক কমলালেবু।

মেয়েদের স্কুলের সামনে নারকীয় অশালীনতা! পাকরাও ধৃত সঞ্জয়, পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৮ নভেম্বর ঃ মেয়েদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে যৌনাঙ্গ দেখিয়ে অশালীন ইঙ্গিত-এমন ভয়ঙ্কর অভিযোগে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হলো নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলের সময় ওই ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতেন। অবশেষে

শুক্রবার সকালে তাঁর অশালীন আচরণ ক্যামেরায় ধরা পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকা। এদিন অভিযোগ ওঠে, স্কুল শুরুর সময়ে দুই ছাত্রী ও এক শিক্ষিকাকে লক্ষ্য করে অভিযুক্ত প্রকাশ্যে যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করে অশালীন ইঙ্গিত করেন। বিষয়টি নজরে আসা মাত্রই স্থানীয়রা তাঁকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন। রীতিমতো ঘেরাও করে প্রকাশ্যে কান ধরে উঠবস করান তাঁরা। মুহূর্তেই সেই দৃশ্য ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম সঞ্জয় বিশ্বাস-বাড়ি আমঘাটা এলাকায়। নিজেকে তিনি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক বলে দাবি করলেও, যাচাই করে দেখা গেছে সেই দাবি মিথ্যা। জিজ্ঞাসাবাদে সঞ্জয় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করেছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই তিনি স্কুলের ছাত্রীদের কটূক্তি ও অশালীন অঙ্গভঙ্গি করতেন। এর আগে তাঁকে সাবধানও করা হয়েছিল। কিন্তু সতর্কবার্তার পরেও ফের স্কুলের সামনে এই ধরনের কুকীর্তি চালিয়ে যেতে থাকেন তিনি। ঘটনার পর থেকেই কৃষ্ণনগর জুড়ে চাঞ্চল্য। অভিভাবক- শিক্ষকসহ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে নিন্দার ঝড় বইছে। এলাকায় বাড়ছে স্কুল-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে বিশ্বভারতীতে বৈঠক

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৮ নভেম্বর ঃ যুগোপযোগী শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রযুক্তি নির্ভর যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিকাশ -২০২৫ একদিনের এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব আঞ্চলিক ক্ষেত্রের জন্য আলোচিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত শিল্প বিশেষজ্ঞরাও ছাড়াও বিশ্বভারতী উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, বিশ্ব বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এম জগদেশ কুমার, জাতীয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি ড. নির্মলজিৎ সিং কলসি আই এ এস। শিক্ষানবিশ সংযুক্ত ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম (সংক্ষেপে এ ই ডি পি) পাঠ্যক্রম নিবন্ধিত মুম্বাই বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য রবীন্দ্র কুলকার্ণি, ভুবনেশ্বর রমা দেবী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর জ্যোতির্ময়ী উদগাতা প্রমুখ। উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এর পর শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমে সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সংবিধানের উভয় তালিকায় থাকা সেই জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণের পক্ষে এদিন সওয়াল করেন বিশ্ব বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এম জগদেশ কুমার। তিনি বলেন, বেশ কিছু রাজ্য সেই শিক্ষা নীতি গ্রহণ করায় এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো কিছু রাজ্য গ্রহণ না করায় তা সার্বিক হয়নি এবং তার ফলে যে সকল রাজ্য গ্রহণ করেন নি তাদের ছাত্ররা পিছিয়ে পড়বেন এবং তারফলে কর্মক্ষেত্রে সুযোগ হারাবেন। এই জাতীয় শিক্ষা নীতিতে চার বছরের ডিগ্রির প্রস্তাব দেওয়া আছে। যেটা এখন সারা বিশ্বে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় অনুযদ এবং পাঠ্যক্রমে সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে। এরফলে কী লাভ হবে? নিজের করা প্রশ্নের উত্তরে

সাংবাদিক বৈঠকে মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, বি এ, বি এস সি, বি কম স্তরে স্নাতক হয়ে যদি কর্ম নিযুক্তির সুবিধা না থাকে, তাহলে একদিন সাধারণ স্তরের পঠন-পাঠনের জন্য ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাবে না। এর জন্য কমিশন শিল্প বিশেষজ্ঞ, বিনিয়োগকারী, শিল্পপতিদের সাথে কথা বলে, আলোচনা সাপেক্ষে অতিরিক্ত দুই বছরের শিক্ষানবিশ সংযুক্ত ডিগ্রি / ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্রেন্টিস এমবেডেড ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম (সংক্ষেপে এ. ই. ডি. পি.) পাঠ্যক্রম প্রচলনের প্রস্তাব রেখেছে। যার ফলে স্নাতকেরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লোরে প্রশিক্ষিত হয়ে কাজের সুযোগ পাবে। এখন প্রযুক্তির যুগ। ই-বাইকের মতো কতো কিছু বের হচ্ছে। যেখানে দক্ষতা একমাত্র উন্নতির মাপকাঠি। দেশের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ওয়ান রেগুলেটারি সিস্টেমের আওতায় আনার প্রচেষ্টা চলছে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি পোর্টাল থাকবে। সেখানে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা থেকে, ফীজ বাবদ আদায়ের টাকা বা সরকার প্রদেয় অর্থ কোথায় যাচ্ছে তা সকলের কাছে প্রকাশ্য থাকবে। সংবাদ মাধ্যম সহজেই জানতে পারবে কোথায় কী দুর্নীতি হচ্ছে। তার ফলে মানুষের কাছে সব কিছু পরিষ্কার থাকবে। পাশাপাশি, ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের উপরও এই জাতীয় শিক্ষা নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে কমিশনের চেয়ারম্যান মন্তব্য করেন। তবে, জাতীয় শিক্ষা নীতির গৈরিকীকরণ নিয়ে যে বিতর্কের নিয়ে বিশেষ সমালোচনার ঝড় উঠছে, তার উপর বিশেষ আলোকপাত তিনি করেন নি। বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে স্বনির্ভর গড়ে তোলার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মভূমি বিশ্বভারতীর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সময়সীমা বাড়ল

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃ টোটোর নিবন্ধীকরণের সময়সীমা আরও এক মাস বাড়িয়ে দিল পরিবহণ দফতর। মূলত বিভিন্ন টোটোচালক সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট মহলের আবেদনের ভিত্তিতেই এই সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার পরিবহণসচিব সৌমিত্র মোহন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, টোটো বা ই-রিকশা নিবন্ধীকরণের শেষ তারিখ তিরিশে নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে আগামী ৩১ ডিসেম্বর করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ১৯৫_২০২৫-২৬, ১৯৬_২০২৫-২৬ এবং ১৯৭_২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **(সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া) ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৯৫_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/ আরপিএইচ-এর অধিক্ষেত্রাধীনে এনএইচটি, আরপিএইচ, এসকেআইপি, পিআরজিআর-তে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং (ইআই-০৪টি) এবং এমআরআর, আরজেজি, পিকেআর এবং জিএমএএন-তে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং (পিআই)-০৪টি-র ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫,৫৪,৮৮,৭৮২.৩৩ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,২৭,৫০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৯৬_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/বিএইচপি-এর অধিক্ষেত্রাধীনে এএমপি এবং এসএনটি-তে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং (ইআই - ০২টি) এবং জেটিএল, জিকেএইচ এবং পিএনই-তে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং পিআই-০৩টি-র ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩,৪৮,০৩,৮৪৭.৭৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,২৪,০০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৯৭_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/বিএইচপি-এর অধীনে কেএএন-কেপিএলই আপ লাইন কিমি-১/১৯ থেকে ৪৫/৩১ ও ডাউন লাইন কিমি-১/২ থেকে ৪৫/৩২-এর মধ্যের অধিক্ষেত্রাধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/বিএইচপি শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১৯,২৩,২৭১.৩৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০৯,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্রঃ নং ১ ও ২-এর জন্য) এবং অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস (ক্রঃ নং ৩-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না, যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটির জন্য ১৯.১২.২০২৫-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাচ্ছে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি জমা – ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়নামূল্য জমার (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-423/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Two Hundred Nine (209) nos**. works vide **E-NIT No:39/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 40/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 41/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 42/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 43/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 44/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 45/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026& 46/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, Dated-26/11/2025, 26/11/2025, 26/11/2025, 26/11/2025, 27/11/2025,27/11/2025 27/11/2025 & 27/11/2025 respectively of Haripal Ashutosh & Haripal Sahadeb Gram Panchayat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED
CIN: L65993WB1983PLC035815
Regd. Office: Old Nimta Road, Nandan Nagar, Belghoria, Kolkata West Bengal-700083, India
Corp. Office: Hall No-1, M R Icon, Next To Milestone Vasna Bhayli Road, Vadodara, Gujarat 391410
E-mail : compliance@miflindia.com | **Website:** www.miflindia.com | **Tel No:** +91 7203948909

PUBLIC NOTICE – RIGHTS ISSUE ALLOTMENT

This is to inform the public that the Board of Directors of Mangalam Industrial Finance Limited, at their meeting held on **28th November, 2025,** has approved the inclusion of applications for 51,83,921 (Fifty-One Lakh Eighty-Three Thousand Nine Hundred Twenty-One) Equity Shares received from 34 eligible equity shareholders who had renounced their Rights Entitlements and applied for 49,28,728 additional Equity Shares, and that such applications be considered as part of the total subscription to the Rights Issue.

Based on such confirmation, the Company is authorised to proceed with the allotment of Equity Shares under the Rights Issue.

For further information, investors may contact the Company Secretary at the Registered Email: compliance@miflindia.com of the Company or visit the Company's website www.miflindia.com.

By order of the Board of Directors
For **Mangalam Industrial Finance Limited**
Sd/-
CS Samoil Lokhandwala
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 28.11.2025
Place: Vadodara

হাওড়া পৌরনিগম
প্রকৌশল বিভাগ
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ২৬৩৮-৩২১১-১৩ ফ্যাক্সঃ ২৬৪১-২২১৪/৫৮৪৬/৫২১৮

নং.- CN/ED/S&D/34/2025-2026 তারিখ- ২৭.১১.২০২৫

সংশোধনী

Ref. No.: WB-HMC/TN/ED/S&D/23/2025-2025 Dated: 29.10.2025

ক্রম নং. ৫

৫	৩৩ নং ওয়ার্ডের আওতাধীন ৩ হাজারহাট কালীতলা লেন থেকে ৫ হাজারহাট কালীতলা লেন পর্যন্ত কভার স্ল্যাব সহ ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার, APAS তহবিল তালিকা নং- APAS/01/171/211/0003 ত্রুটি দায়বদ্ধতার সময়কালঃ ০১ বছর।	৫,৯৫,৬১৭.০০	১১৯১২.০০	২০ দিন

সময়সূচীটি নিম্নরূপে সংশোধিত হচ্ছেঃ

ক্রম. নং.	বিবরণ	বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং সময়	সংশোধিত তারিখ এবং সময়
৭	দরপত্র জমার শেষ তারিখ (অনলাইন)	২৪.১১.২০২৫ বিকেল ৪:০০টা	২৬.১২.২০২৫ বিকেল ৩:০০টা পর্যন্ত
৮	পার্ট-I প্রস্তাব খোলার তারিখ (অনলাইন)	২৭.১১.২০২৫ বেলা ১:০০টা	২৯.১২.২০২৫ বেলা ২:০০টা
৯	টেকনিক্যালি যোগ্য দরদাতাদের তালিকা আপলোডের তারিখ (অনলাইন)	পরে জানানো হবে	কোনও পরিবর্তন নয়
১০	আর্থিক প্রস্তাব খোলার তারিখ (অনলাইন)	পরে জানানো হবে	কোনও পরিবর্তন নয়

উপরোক্ত দরপত্রের অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

২১০(২)/২৫-২৬
২৮.১১.২৫

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

শিশু চুরির অভিযোগে উত্তাল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২৮ নভেম্বর ঃ আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী আরামবাগের বড়ডোঙ্গলের বসতবাটি এলাকায় কবর থেকে দেহ বের করে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দেহ তুলে হাসপাতালে সংরক্ষিত করা হয়েছে। শিশু চুরির অভিযোগে উত্তাল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ। ভুল পরিবারের হাতে মৃত শিশুর দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। এমনটাই স্বীকার করে নিয়েছে খোদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সমস্যা মিটেছে না। কার সন্তান বেঁচে আছে, কার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে সেই ধোঁয়াশা কাটাতে কবর খুঁড়ে তোলা হল মৃত শিশুর দেহ। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মাটি খুঁড়ে মৃত শিশুর দেহ তোলেছে পুলিশ। অভিযোগ সামনে আসে হুগলির তারকেশ্বরের বালিগোড়ির বাসিন্দা জাসমিনা বেগমকে জানানো হয় তাঁর সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ, ওই দিনই সন্ধ্যায় আবার ফোন করে বলা হয় শিশু বেঁচে আছে। এতেই পরিবারের সন্দেহ বাড়ে। পরে খোঁজ নিলে হাসপাতাল জানায়, জাসমিনার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু সেই সন্তানের দেহ ভুল করে তুলে দেওয়া হয়েছে অন্য পরিবারের হাতে। আরামবাগের বড়ডোঙ্গলের সেই পরিবার ততক্ষণে শিশুকে কবরও দিয়ে দিয়েছে। এদিকে, হাসপাতালের দাবি, বড়ডোঙ্গলের ওই পরিবারের সন্তান বেঁচে আছে, বর্তমানে হাসপাতালের এসএনসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন। তারকেশ্বরের বালিগোড়ির পরিবারের দাবি, মৃত সন্তান তাদের নয়। জাসমিনারা বলছেন, মৃত সন্তানকে কোনওভাবেই নিজেদের বলে মেনে নেবেন না তাঁরা। জীবিত শিশুকে নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখার পরই তাঁরা বিশ্বাস করবেন। ডিএনএ পরীক্ষার দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে, ভুলের কথা আগেই স্বীকার করে নিয়েছেন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. রামপ্রসাদ রায়। তিনি বলেন, SNCU-তে ভর্তি ছিল বাচ্চা। তার মৃত্যু হয়েছিল। তার ওজন ছিল দেড় কেজি। যখন নাম ধরে ডাকা হয়েছিল বাড়ির লোককে, তখন একজন আসেন এবং তাঁকে আমরা মৃত বাচ্চাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। কিছু তথ্যটা যাচাই করা হয়নি।

NOTICE

THIS IS TO CERTIFY THAT I PANNALAL RAY, Advocate, High Court, Kolkata, and Criminal Court, at Alipore Kolkata-700 027, that DILIP SINHA, son of Late Ajit Kumar Singha (Kayal), of Vill, Srichanda, P.O. Baichberia, P.S. Ushti, Dist. South 24 Parganas, Pin: 743375, have empowered to 1) SRI SWAPAN SINHA, son of Late Ajit Kumar Singha (Kayal) and JAPAMALA DAS wife of Sailen Das, daughter of Late Ajit Kumar Sangha (Kayal) in respect of total land measuring 34 Decimals, in Mouza: Ruipukuria Phatugachi, J.L. No. 64, under R. S. & L. R. Dag No, 92, L, R. Khatian No. 375. If any person have any objection then he/she/they will Intimate to me within 15(fifteen) days from the date of publication of news paper.

PANNALAL ROY
Advocate
Alipore Police & Judges Court, Kol-27.
En-WB-46/76

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at Murshidabad, on 03.12.2025" **[Job No. KIT/RW/101 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-065/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **02.12.2025 up to 03.00 PM** 2. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructure arrangement during the programme to be attended by VVIP at Murshidabad, on 03.12.2025" **[Job No. KIT/RW/102 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-066/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **02.12.2025 up to 03.00 PM**

3. Name of Work: "Temporary Additional IT and Audio Video Infrastructural arrangement in connection with VVIP Program to be held at Nabnna Sabhaghar on 2nd Dec, 2025" **[Job No. KIT/RW/103 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-067/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **01.12.2025 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

টুরিস্ট বোটগুলির 'ফিটনেস টেস্ট' শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৮ নভেম্বর ঃ টুরিস্ট বোটগুলির 'ফিটনেস টেস্ট' শুরু হল সুন্দরবনে। এই প্রথম জেলা পরিষদের তরফে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফিটনেস সার্টিফিকেট পেলে তবেই আগামী বছরের লাইসেন্স পেতে এনওসির জন্য আবেদন করতে পারবেন বোট মালিকরা। গোসাবায় এই কাজ শুরু হল। নৌকার পরিকাঠামো, ব্যাটারি, ইঞ্জিন, ক্রু লাইসেন্স, বৈধ অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সহ মোট ১৯টি বিষয় দেখা হবে। টেন্ডার ডেকে একটি এজেন্সিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, সুন্দরবনে পর্যটকদের নদী ভ্রমণ করায় যেসব বোট, তাদের হালহকিকত জানতে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। তার প্রেক্ষিতেই এই উদ্যোগ। জানা গেছে, গোসাবা, বাসন্তী, ঝড়খালি, কুলতলি এবং নামখানায় এই বোট পরীক্ষার কাজ করবে ওই এজেন্সি। সব মিলিয়ে ৭৪০ টি টুরিস্ট বোটের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করার কথা রয়েছে। জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ বলেন, পর্যটকদের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বোটগুলি নির্দিষ্ট সব নিয়ম মানছে কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। চেক লিস্টে থাকা ১৯টি বিষয়ের উপর রিপোর্ট তৈরি করা হবে।

বন্দে ভারত এবং অমৃত ভারত ট্রেনের প্রস্তুতির জন্য কামাখ্যায় পিট লাইন আপগ্রেড উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২৮ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কামাখ্যা জংশনে উভয় পিট লাইনের বৈদ্যুতিরণের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যার ফলে স্টেশনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি

পেয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আসন্ন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং অমৃত ভারত ট্রেন পরিষেবাগুলির দক্ষ হ্যান্ডলিং ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্টেশনটিকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতা আরও মজবুত করার জন্য, বন্দে ভারত এবং অমৃত ভারত ট্রেন সেটের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় প্যান্টোগ্রাফ (প্যান্টো) এবং রূফ মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিট (আরএমপিইউ) রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমকে সমর্থন করার জন্য ০৪টি নতুন পেডেস্টাল নির্মাণ করা হয়েছে। এই ইনস্টলেশন এডভান্স রোলিং স্টকের সুরক্ষিত, দ্রুত এবং আরও দক্ষ পর্যায়ক্রমিক সার্ভিসিং নিশ্চিত করবে। এছাড়াও, স্টাফদের সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে মেনটেনেন্স টিমগুলিকে এই আধুনিক ট্রেনগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং অপারেশনাল প্রস্তুতি প্রাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণে বৈদ্যুতিকৃত পিট লাইনের সুরক্ষা, প্যান্টো / আরএমপিইউ সার্ভিসিং পদ্ধতি এবং আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রোটোকলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হ্যান্ডস-অন সেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আপগ্রেড, রেলওয়ে পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ দক্ষতা উন্নত করা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে প্রিমিয়াম, নেক্স্ট-জেনেরেশন প্যাসেঞ্জার সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। ২০৩০-এর মধ্যে কার্বন-নিউট্রাল নেটওয়ার্ক অর্জনের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের উচ্চাভিলাষী নেট-জিরো মিশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এই অগ্রগতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে আপগ্রেডেড, অত্যাধুনিক ট্রেনগুলিকে নিয়মিত চলাচল কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সমগ্র অঞ্চলে যাত্রীদের জন্য উন্নত, স্থিতিশীল রেল পরিষেবা প্রদানের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

চেঙ্গা নদীতে ডুবে মৃত কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়িবাড়ি, ২৮ নভেম্বর ঃ হাসিখুশি কিশোর বিজয় সিংহ (১৭)। মাটিগাড়া ঠিকনি কাটা এলাকার বাসিন্দা। বন্ধুর আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কয়েকদিন ধরে ছিল আনন্দ, হাসি, আড্ডা। বুধবার বিয়ে বাড়িতে এসে শুক্রবার সকালে বিজয় বেরিয়েছিল আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে। ভাবনাও ছিল না যে এটাই হবে তার শেষ বেড়ানো, শেষ স্নান। জায়গীর জোত এলাকার চেঙ্গা নদী-বছরের এই সময় নদীতে জলের স্রোত তুলনামূলক কম থাকে। তাই স্নান করতে নামতে কোনো সংশয় ছিল না তিনজনের। প্রথমে সবকিছুই ছিল স্বাভাবিক-হাসাহাসি, জল ছিটানো, মজা। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল দৃশ্য। নদীর একটু গভীর দিকে এগোতেই আচমকা তলিয়ে যেতে শুরু করে বিজয়। দুই বন্ধু ভেবেছিল সে হয়তো ঠাট্টা করছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বুঝতে পারে পরিস্থিতি ভাল নয়। বিজয়ের মাথাটা আর দেখা যাচ্ছে না। নদীর জলে ভেসে ওঠে আতঙ্কের চিৎকার। বাঁচাও! বাঁচাও! বন্ধুদের চিৎকারে ছুটে আসে স্থানীয়রা। শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। নদীর বুক চষে ফেলা হয় বারবার। কিন্তু বিজয় আর ওঠেনি সাড়া দিয়ে। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টার পর অবশেষে মিলল বিজয়ের নিথর দেহ। খবর মিলতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় খড়িবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। মৃত দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

Tender has invited by the Block Development Officer, Pursurah Development Block for **Construction of PCC Roads, Light & others, NIT No. 17/PUR/BDO/2025-26 Dt.-24.11.2025, Tender ID No. 2025_ZPHD_958515_1 to 21**. Last date for submission of Tender: **22/12/25 up to 11.00 A.M. & NIT NO. 18/PUR/EO/2025-26 Dt-26.11.2025, Tender ID No 2025_ZPHD_960720_1 to 24. Last dates for submission of Tender: 27/12/25 up to 11.00 A.M. wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223

1. N.I.Q No-27/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-400(7)/APAS/SGP/2025-26, Dated: 27/11/2025. 2. N.I.Q No-28/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-401(7)/APAS/SGP/2025-26, Dated: 27/11/2025. 3. N.I.Q No-29/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-402(7)/APAS/SGP/2025-26, Dated: 27/11/2025. Last date of Dropping tender Quotation paper: **03.12.2025 up to 3.00 pm**. Date of opening tender Quotation paper **03.12.2025 up to 3.30 pm**.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/491 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward No.-002 and 004 under BR-I.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,97,938.71.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/846 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road from Bhaumik Marbles to Freedom Motor Training School under BR-XII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,748.32.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/851 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road from J-19 to Ajaynagar BPS 2 under BR-XII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **1,72,013.92.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/627 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward No.-68, 69, 85 under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,708.11.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/628 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward No.-70, 72, 84 under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,96,195.19.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(6) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/629 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward No.86, 87, 90 under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,94,620.90.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **90 days.**

(7) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/631 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward No.-101, 102 under BR-XII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,348.32.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(8) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/632 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward No.-105, 106, 107 under BR-XII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,96,626.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(9) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/621 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward No.-13, 14 under BR-III.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,94,038.03.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **240 days.**

(10) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/622 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward No.-29, 30 under BR-III.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,037.34.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **240 days.**

(11) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/620 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward No.-19, 20 under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,93,082.93.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **240 days.**

(12) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/619 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged roads in Ward No.-17, 18 under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,92,397.27.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **240 days.**

(13) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/503 (1st Call)
Name of the work: **Installation of guard railing at R G Kar Road (Southern side) from crossing of Canal West Road to Shyambazar 5-Point in Ward No.-12 under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,18,757.13.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(14) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/520 (1st Call)
Name of the work: **Installation of guard railing at Nimtala Ghat Street (Northern side) from crossing of Rabindra Sarani to crossing of B. K. Paul Avenue in Ward No.-20, under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,25,658.48.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(15) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/528 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road at Nerode Behari Mallick Road (in patches) & surrounding area under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,92,792.37.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid(s): **26.12.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1); 20.12.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 2 to 8) and 27.12.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 9 to 15).** The bid forms and other details are available on and from **11.12.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 1); 09.12.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 2 to 8) and 10.12.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 9 to 15).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 15).**

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online quoted rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE_PS/IV/25/GEQU/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Installation of outdoor Gym equipments at Girish Park in Ward No.-25, BR-IV.** Estimated cost (including GST & LWC): **Quotation invited.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **26.12.2025 - 1 P.M.** Bid opening date for technical proposals (online): **29.12.2025 - 2 P.M.** The bid forms and other details shall be available on and from **29.11.2025 (10 A.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/DCE_PS/VII/59/02/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road side Garden opp. H/No. 12/1, 10A, R. M. Bera Lane and extension of existing road side Garden at R. S. Road behind Chittaranjan Hospital in Ward No.-59, BR-VII.** Estimated cost: ₹ **4,08,010.15.** Earnest money: ₹ **8,200.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **24.12.2025 - 1 P.M.** Tender open date: **27.12.2025 - 2 P.M.** The bid forms and other details shall be available on and from **27.11.2025 (10 A.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. Chief Engineer (M)/(Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item wise in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/AP-2/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Urgent repairing and servicing along with replacement of worn out component of pump unit A at NMPS under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **24.12.2025 at 5 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **08.12.2025 at 5 P.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/BDPS/SADPS/P23/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and servicing of 2 nos. Auto Cleaning Strainer mechanism (ACS) at Southern Avenue DPS under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **17.12.2025 up to 3 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **01.12.2025 - 5 P.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/MDPS/STP/FST2/FAB/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Thorough replacement of several damaged MS structures of overhead pathway & thorough painting of all structures of final settling tank-2 including allied works of Bangur STP under MDPS.** Estimated cost: ₹ **2,31,924.00.** Earnest money: ₹ **4,650.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/BDPS/FAN-ITEAMS/2025 (1st Call)
Name of the work: **Rewinding, overhauling and maintenance of different type of fan and supplying some essential electrical components with allied works at BDPS.** Estimated amount: **Quotation.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **05 days.** Last date and time of submission of bid: **23.12.2025 at 4 P.M. (For Sl. No. 1) and 24.12.2025 - 5 P.M. (For Sl. No. 2).** The bid forms and other details are available on and from **02.12.2025 - 5 P.M. (For Sl. No. 1) and 28.11.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed/seen **(For Sl. No. 1 & 2).**

The Director General (Mechanical)/(Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-24/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Construction of guard wall surrounding of Batch Mix Plant inside of GG Plant under Road's Mechanical Department.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,93,512.83.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **25.12.2025 at 5 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 after 5 P.M.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/659 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road at R. B. Connector in patch in front of Kasba Booster Pumping Station in Ward No.-67, BR-VII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,88,742.19 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of all bids: **25.12.2025 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 at 12 Noon** from the website **https://wbtenders.gov.in**

C-ICMP (Supply Department), KMC invites e-tender online in two bid systems for the following work:

E-NIT No. : KMC/C-ICMP(S)/12/A102/2025-2026
Name of the work: **Procurement of tyres for higher official's vehicles at Pool Garage under SWM Department.** Estimated cost: ₹ **4,03,328.00.** Earnest money: ₹ **8,100.00.** Last date and time of submission of bid: **24.12.2025 at 1 P.M.** The tender will be opened on: **26.12.2025 at 1 P.M.** Tender documents will be available on and from **12.12.2025 from 2:30 P.M.** Details will be available in the website **https://wbtenders.gov.in**

(1545/25-26)

ইমরান খানের ‘ডেথ সেল’-এর গুজবঃ পরিবার ও আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপের আহ্বান

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মৃত্যু নিয়ে গুঞ্জন ফের বাড়িয়ে দিলেন তার ছেলে কাশিম খান। কাশিমের দাবি, তার বাবা ইমরান খান বর্তমানে ‘ সেলে’ বন্দি আছেন এবং তার জীবিত থাকার কোনও প্রমাণ এখন পর্যন্ত মেলেনি। ইমরানের এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ এবং অজানা পরিস্থিতির মধ্যে, কাশিম আন্তর্জাতিক মহল থেকে দ্রুত হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিন দিন আরো জটিল হয়ে উঠছে, বিশেষ করে ইমরানের স্বাস্থ্যের বিষয়ে জল্পনা আর সন্দেহের মধ্য দিয়ে। কাশিম খান সম্প্রতি একটি টেলিভিশন সাক্ষাতকারে বলেন, বাবার সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ হয়নি। কোনও ফোন কলও পাইনি, কোনো সাক্ষাতও হয়নি। এখনও পর্যন্ত বাবা বেঁচে আছেন কিনা, সেটির কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। তিনি আরো দাবি করেছেন যে, ইমরান খান গত ছয় সপ্তাহ ধরে একা এক সেলে রাখা হয়েছেন, যেখানে তাকে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথেও দেখা করতে দেওয়া হয়নি। এই কঠোর ও অমানবিক শর্তে ইমরান খানের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে সন্দেহ আরও বাড়ছে। কাশিমের অভিযোগ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকার এবং তার অধীনে থাকা কর্মকর্তারা ‘ নৈতিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে অপরাধী’ এবং তারা দ্রুত এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আন্তর্জাতিক সমাজের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এদিকে, ইমরান খানের বোন আলিমা খানও নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আমার ভাইয়ের মাথার একটি চুলও তারা স্পর্শ করতে পারবে না। আলিমা আরো বলেন, বর্তমানে বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। আমরা জানি, পাকিস্তানে ভালো বিচারক আছেন, কিন্তু তাদের স্বাধীনতা কো: নেওয়া হয়েছে। আলিমা খানের অভিযোগ, ইমরান খানের সাথে তার পরিবারের সদস্যদের দেখা

করতে না দেওয়া এবং তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা। আলিমা আরো বলেন, যখন শেষবার আমার ভাইকে দেখেছিলাম, তখন তার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। তাই তারা যে বয়সজনিত কারণে কিংবা অসুস্থতার কারণে তার মৃত্যু হতে পারে, এই দাবি তারা কোথায় পেল? তিনি প্রশ্ন করেছেন, যদি ইমরান জীবিত থাকেন, তবে কেন তাকে তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না? এতদিন ধরে ইমরান খানের মৃত্যু বা তার অসুস্থতার খবর আসার পর, পাকিস্তানের আদিয়ালা জেলের তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, যাতে বলা হয় যে ইমরান খানের মৃত্যু বা অসুস্থতার খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ভুল। তারা আরও দাবি করেন যে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে যথাযথ চিকিসা দেওয়া হচ্ছে এবং তার স্বাস্থ্যের দিকে নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। যদিও এই বিবৃতির পরও, ইমরান খানের পরিবার এবং সমর্থকদের মধ্যে সন্দেহের মেঘ ঘনীভূত হয়েছে। ইমরান খানের সাস্থ্যের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত গুজব ও অভিযোগের পরিসীমা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন যে, পাকিস্তানে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত এবং ইমরান খানকে নিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধি নয়, বরং এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নিদর্শন হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, ইমরান খানের সন্তান ও পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে একটানা হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে। কাশিম খান বলেন, আমরা চাই, আন্তর্জাতিক মহল পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুক, যাতে তারা আমার বাবার সাথে আমাদের দেখা করার সুযোগ দেয় এবং তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করে। এছাড়া, পাকিস্তানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এবং ইমরান খান এবং তার দলের বিরুদ্ধে সরকার দমনমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইমরান খানকে কারাগারে বন্দী করার পর, তার সমর্থকরা একাধিকবার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তার মুক্তির দাবিতে আংেদালন শুরু হয়েছে। যদিও পাকিস্তান সরকার তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা দায়ের করেছে এবং তাকে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত করেছে, তবুও তার সমর্থকদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংস্থাগুলিও এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যেন তারা ইমরান খানের জীবন রক্ষা এবং মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয়। ইমরান খানের সঙ্গে তার পরিবারের যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে সন্দেহের মেঘ স্পষ্ট হচ্ছে। যদি ইমরান বেঁচে থাকেন, তবে তার পরিবারের সাথে যোগাযোগের সুযোগ না দেওয়ার এই পরিস্থিতি কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এবং যদি তার মৃত্যু ঘটে থাকে, তবে সে বিষয়ে যথাযথ প্রতিবেদন ও প্রমাণ কেন দেওয়া হচ্ছে না?

ভারতের শ্রম বিধি সমূহঃ সুসংহত এবং আধুনিক নিয়ন্ত্রক কাঠামোর লক্ষ্যে

(পিআইবি) ঃ দ্বিতীয় শ্রম কমিশন (২০০২) চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ভারতের অসংখ্য শ্রমবিধির গোলকধাঁধা কতখানি জটিল এবং খণ্ডিত। এরই প্রস্তাবের ভিত্তিতে গত সপ্তাহে সরকার চারটি প্রধান শ্রম বিধি যথাক্রমে মজুরি (২০১৯), শিল্প সম্পর্ক (২০২০), সামাজিক সুরক্ষা (২০২০) এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কাজের শর্তসমূহ (ওএসএইচডব্লু) (২০২০) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ২৯টি পুরনো শ্রম বিধির পরিবর্তে নতুন এই চারটি বিধি নিয়ে আসা হয়েছে। এটা এক ভালো পদক্ষেপ যা দীর্ঘদিনের বকেয়া এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সবথেকে কাঙ্খিত সংস্কার বলা চলে। সংজ্ঞাগত সরলীকরণ ঘটিয়ে ডিজিটাল অনুবর্তিতা গড়ে তুলে নিবন্ধীকরণ এবং পরিদর্শনকে সহজ করে তুলে নতুন শ্রমবিধি সমূহ লাল ফিতের বাধা কেটে বেরিয়ে আসবে, আইনগত অনিশ্চয়তাকে দূর করবে, সর্বোপরি তা ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষত নির্মাণ এবং পরিষেবা ক্ষেত্রকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তুলবে। ভ্রুমজুরি বিধিতে বিধিবদ্ধ জাতীয় ন্যূনতম মজুরির প্রবর্তন ঘটিয়ে এক সার্বিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। অতীতে ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কেবল নির্দেশিকা হিসেবেই ছিল, তার কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই বিধি ন্যূনতম মজুরির আওতায় সমস্ত ক্ষেত্রকে নিয়ে আসবে। অতীতে যা কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। পুরনো কাঠামোয় বিভিন্ন পেশা যেমন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী, কুরিয়ার, পরিষেবা কর্মী যা নিজস্ব রাজ্য তপশিলের ইচ্ছাধীন ছিল। বিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি সার্বিকভাবে কার্যকর করে এই সংস্কার কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তাকে বাড়াবে, তার পাশাপাশি কর্মচারিদের শ্রম মজুরি দেওয়ার বিষয়টি সম্বন্ধে মালিক পক্ষকে অনেক বেশি সচেতন ও জাগ্রত করে তুলবে। এর মধ্যে দিয়ে শিল্প সম্পর্ক এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই এক স্বাচ্ছংেদ্যর বুনট তৈরি হবে। সামাজিক সুরক্ষা বিধি অতীতের ৯টি বিধির পরিবর্তে এক সুসমন্বিত প্রথম প্রয়াস। অসংগঠিত, গিগ এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীরাও এবার থেকে এর আওতাভুক্ত হবেন। এ ছাড়াও এর আওতায় আসবেন নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মচারিরা যাঁরা সমানুপাতিক গ্র্যাচুইটি এবং স্থায়ী কর্মীর অনুরূপ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। কাজের অপ্রথাগত পদ্ধতিকে পরিচিতিদানের মধ্যে দিয়ে যেমন গিগ এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মী এই শ্রম বিধি ভারতীয় শ্রম বাজারের পরিবর্তিত বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনসমূহ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে কারণ, ধারাবাহিক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা এক দিকে যেমন শ্রমিক কল্যাণের উন্নতিসাধন ঘটায়, তার পাশাপাশি উপাদনশীলতাকেও বৃদ্ধি করে। ফলে অনুপস্থিতির হার কমে, সেই সঙ্গে কর্মী ধারণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ফার্মগুলি এইসব নির্ণায়ককে অনুসরণ করলে তাতে তাদের সম্মানগত সুবিধা বৃদ্ধি পায়.লখিকা- বিদ্যা সৌন্দ্যররাজন এর মধ্যে দিয়ে ৪০ বছরের উর্দ্ধে শ্রমিকদের বার্ষিক বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ তাঁদের কল্যাণকর্য নানা সুবিধা যেমন ক্যাণ্টিন, বিশ্রাম কক্ষ, প্রাথমিক শুশ্রুষা কেন্দ্র, ক্রেশ প্রভৃতির সুযোগ নানা কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। এই সমস্ত সংস্থানগুলিতে কারখানা আইনের মতো অতীতের আইনসমূহের উন্নতি বিধান ঘটবে যা অসমভাবে প্রযুক্ত হত। লেখিকা- বিদ্যা সৌন্দ্যররাজন এবং সুনির্দিষ্ট কারখানাগুলিতেই প্রযুক্ত হত। এর পাশাপাশি এই বিধি কর্মচারিদের জন্য আরও বৃহত্তর স্থিতিস্থাপকতার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। খসড়া সংস্থানের মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে অনুমোদিত ওভার টাইমের ঘণ্টার বিষয়টিকে বেঁধে দিতে হবে এবং তা করতে হবে কর্মচারির সম্মতি সাপেক্ষে। নানান রাজ্য এর পর থেকে ত্রৈমাসিক ওভারটাইম কাজের সীমাকে ৭৫ ঘণ্টা থেকে সর্বোচ্চ ১২৫ অথবা ১৪৪ ঘণ্টায় তুলে এনেছে, সেক্ষেত্রে মজুরি দ্বিগুণের বিষয়টিকেও সামনে রেখেছে। বস্তুতপক্ষে এর কার্যকরী রূপায়ণ এবং এই সম্মতির নিশ্চয়তা প্রদান ঐচ্ছিক থেকে গেছে, বাস্তব ক্ষেত্রে যথাযথ প্রযুক্ত হওয়া যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শক্তিশালী শ্রম সুরক্ষার পাশাপাশি যখন তা রূপায়িত হয়, তাতে উভয়ের ক্ষেত্রে লাভজনক হয়ে ওঠে। তার কারণ তাতে কর্মচারিদের বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা প্রসারিত হয় আর ফার্মের ক্ষেত্রেও পরিচালনগত নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। শিল্প সম্পর্ক বিধি কর্মী ব্যবস্থাপনার আরও বৃহত্তর স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আসে কারণ, কর্মী ছাঁটাই ও ক্লোজারের ক্ষেত্রে ১০০ জনের জন্য যেখানে সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হত, সেই সীমাকে বাড়িয়ে এখন ৩০০ করা হয়েছে। এর ফলে ফার্মগুলি বাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে তাদের প্রয়োজনীয় কর্মী সংখ্যাকে ধরে রেখে। দীর্ঘকালীন ক্ষেত্রে এই স্থিতিস্থাপকতা প্রাথমিক কর্মসৃষ্টিকে উৎসাহ যোগাবে কারণ, ফার্মগুলি ভাড়াটে মজুর নেওয়ার প্রবণতা এড়াবে। এই সমস্ত বিধিনিষেধগুলিকে শিথিল করার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই বিধি প্রচলিত কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রসারিত হবে, কর্মচারিদের নিয়মমাফিক কাজের শর্ত পূরণের সুযোগ করে দেবে। বিশেষত সামাজিক সুরক্ষা কর্মস্থায়িত্ব বাড়াবে যার মধ্যে দিয়ে ব্যবসা আরও প্রসারলাভ করবে। ভ্রুএই পরিবর্তন পুরনো ইন্সপেক্টর রাজ ব্যবস্থা থেকে সরে এসে ইন্সপেক্টর সহ সাহায্যকারী মডেল হিসেবে প্রতিফলিত হবে যা অনেক বেশি সহযোগিতামূলক, প্রযুক্তি নিয়ামক বাধ্যবাধকতার দিকে নিয়ে যাবে। ঝুঁকি নির্ভর, ডিজিটাল পরিদর্শনে স্বেচ্ছাচারিতার বিলোপ ঘটবে। ফলে ভারতীয় শ্রম কাঠামো বিশ্বমানের অনুরূপ হয়ে উঠবে। শিল্প ক্ষেত্র এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে। এতে কাগজের বোঝা কমবে, কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দূর হবে এবং ক্রমহ্রাসমান মানব ইন্টারফেস ব্যবস্থা দেখা দেবে। শ্রম সুবিধার মতো অভিন্ন পোর্টালগুলিতে বাধ্যবাধকতা অনেক সরল এবং স্বচ্ছ হতে দেখা যায়। কেউ কেউ দুর্বল প্রয়োগের আশঙ্কা অথবা পরিদর্শন বিলুপ্তি পাবে ভয় পাচ্ছেন, তা অমূলক। তা আরও বেশি লক্ষ্য নির্ভর এবং স্বচ্ছতার প্রসার ঘটবে। এতে দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা দুইই বৃদ্ধি পাবে। পরিশেষে কর্মসংস্থানের অপ্রচলিত পদ্ধতির প্রথাগত স্বীকৃতি ভবিষ্যমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সংকেত। গিগ এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মী যারা সর্বক্ষণের কর্মীর সুবিধা ভোগ করেন না, যৌথ দর কষাকষি অথবা ন্যূনতম মজুরি নিশ্চয়তার অভাব যাদের রয়েছে, সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোয় তাদের সংযুক্তি আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। সর্বোপরি নতুন শ্রম বিধি সমূহ ভারতের কর্মক্ষেত্রে আইন সমূহকে বর্তমান সময়ের অর্থনীতির পরিপূরক করার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এগুলির লক্ষ্য হল, সমতা বিধান করা, কর্মী স্বার্থের সুরক্ষা ঘটিয়ে ব্যবসার প্রসারকে সহজ করে তোলা এবং আনুষ্ঠানিক নিয়োগকে স্বীকৃতি দেওয়া। মূল পরীক্ষা হল, কত মসৃণ এবং ধারাবাহিকভাবে রাজ্যগুলি জুড়ে তা চালু করা হচ্ছে। যথাযথ রূপায়িত হলে তা বাধ্যবাধকতাকে সরল করবে এবং উন্নত কাজের শর্ত গড়ে তুলবে। এতে ভারতের প্রতিযোগিতামুখীনতা বৃদ্ধি পাবে। একত্রে বললে বলা যায় এইসব পরিবর্তন ভারতকে আরও স্থিতিস্থাপক, ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। ভ্রুভ্রুলেখিকা সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড ইকোনমিক্স রিসার্চ অ্যান্ড লার্নিং (সিএএফআরএএল)-এর সঙ্গে যুক্ত। **লেখিকা- বিদ্যা সৌন্দ্যররাজন**

গ্রিন কার্ডের ইন্টারভিউ শেষ হতেই গ্রেপ্তার! ট্রাম্পের আমেরিকায় সংকটে অভিবাসীরা

২৮ নভেম্বর ঃ দ্বিতীয়বার মার্কিন মুলুকের মসনদে বসার পর থেকেই অভিবাসন নিয়ে ক।৷ অবস্থান নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দলে দলে অবৈধ অভিবাসীকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছেন তিনি। এরপরে তাঁর নজর ঘুরেছে বৈধ অভিবাসন কমানোর দিকে। যা নিয়ে বিতর্ক চলছেই। এবার সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, মার্কিন ফেডেরাল এজেন্সি গ্রিন কার্ডের ইন্টারভিউ চলাকালীনই গ্রেপ্তার করছে আবেদনকারীদের। গত সপ্তাহ ধরেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি মার্কিন সংবাদমাধ্যমের।

ঠিক কী ঘটেছে? জানা যাচ্ছে, বহু দম্পতি গ্রিন কার্ড ইন্টারভিউয়ের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কারও স্বামী, কারও স্ত্রী মার্কিন নাগরিক। কিন্তু ইন্টারভিউ শেষ হতেই ফেডেরাল এজেন্টরা তাঁদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেপ্তার করে নেন বলে দাবি। কোনও কোনও দম্পতি ও তাঁদের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, স্থায়ী নাগরিকত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই তাঁরা করেছিলেন। প্রয়োজনীয় নথি জমা করা কিংবা ফি দেওয়া- সবই দেওয়া হয়। তবুও ইন্টারভিউ শেষ হতেই আচমকা গ্রেপ্তার করা হতে থাকে মার্কিন নাগরিকদের বিদেশি স্বামী বা স্ত্রীকে।

বিভিন্ন শহরের অভিবাসন আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এই ধরনের গ্রেপ্তারির ঘটনা বেড়েই চলেছে। কেবলমাত্র সান ডিয়েগো থেকেই গত সপ্তাহদুয়েকের মধ্যে বেশ কয়েকজন দম্পতির ক্ষেত্রে এমন গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটেছে। দাবি, ওই দম্পতিদের ক্ষেত্রে বিদেশি স্বামী বা স্ত্রী নাকি ভিসার মেয়াদ অতিক্রম করে গিয়েছেন। কিন্তু অভিযুক্তদের দাবি, আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরা। প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করার পরও গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। অথচ এঁদের কেউ অবৈধ অভিবাসন করেননি। কারও বিরুদ্ধে অপরাধের রেকর্ডও নেই। তাহলে কেন এভাবে গ্রেপ্তার করা হবে, উঠছে প্রশ্ন। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিস্থিতিতে সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে উকণ্ঠা বাড়ছে। গ্রিন কার্ড লটারি থেকে ভারতের নাম বাদ পড়ায় এমনিতেই চাপে এদেশের মানুষ। ভারত থেকে আমেরিকায় যাঁরা অভিবাসন চান তাঁদের কাছে এই মুহূর্তে খুব কম পথ অবশিষ্ট রয়েছে। ট্রাম্পের সময়কালে অভিবাসন নীতিতে কড়াকড়ির কারণে বেঁচে থাকার সুযোগগুলিও সঙ্কুচিত হয়ে আসছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে অভিবাসন পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে আমেরিকা। বড় ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। বৃহস্পতিবার ভোরে হোয়াইট হাউসের বন্দুকবাজের হামলার পরই নিজস্ব সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে এই পোস্ট করেন বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এমন পদক্ষেপেই মার্কিন সিস্টেমকে সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে ‘ বাড়ি’র সামনে ন্যাশনাল গার্ডদের লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায় এক বন্দুকবাজ। গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া স্টেট ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য। ইতিমধ্যেই হামলাকারীর পরিচয় প্রকাশ্যে এসেছে। তাঁর নাম রহমানউল্লাহ লাকনওয়াল। তিনি আফগানিস্তানের নাগরিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ মার্কিন সিস্টেমকে সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের জন্য তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করব।

গোরক্ষপুর-পিলিভিট এক্সপ্রেসকে ইজ্জতনগর (বরেলি) পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে

গোরক্ষপুর, ২৮ নভেম্বরঃ দীর্ঘদিনের জনসাধারণের দাবি পূরণ করে, কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি এবং বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রী জিতিন প্রসাদের সাথে আজ নয়াদিল্লির রেল ভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গোরক্ষপুর-পিলিভিট এক্সপ্রেসকে ইজ্জতনগর (বরেলি) পর্যন্ত সম্প্রসারণের উদ্বোধন করেন। এই ট্রেনটি পূর্বে লখিমপুর এবং গোরক্ষপুরের মধ্যে চলত এবং কয়েক মাস আগে পিলিভিট পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। এখন, এটি বরেলি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করতে এবং উন্নয়নের মূলধারায় আরও কার্যকরভাবে একীভূত করতে ভারতীয় রেলের একটি বড় পদক্ষেপ। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে ইজ্জতনগর (বরেলি) পর্যন্ত পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য অপেক্ষা করছেন। এর সমাপ্তি এই অঞ্চলে সুদূরপ্রসারী সুবিধা বয়ে আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি কৃষি ও বনজ পণ্যের জন্য আরও ভালো বাজার প্রবেশাধিকার প্রদান করবে, জনগণের পরিবহন চাহিদা পূরণ করবে এবং তরাই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যটনকেও উসাহিত করবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে, যার ফলে সামগ্রিক আঞ্চলিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে। এই উপলক্ষে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ২০১৪ সাল থেকে উত্তর প্রদেশে অভূতপূর্ব রেল উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে রাজ্যে ৫,২৭২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে, যা সুইজারল্যান্ডের সমগ্র রেল নেটওয়ার্কের চেয়েও বেশি। উপরন্তু, রাজ্যটি তার রেলপথের ১০০ বিদ্যুতায়ন অর্জন করেছে। তিনি আরও জানান যে এই সময়ে মধ্যে উত্তর প্রদেশ জুড়ে ১,৬৬০টি ফ্লাইওভার এবং সড়ক আন্ডারব্রিজ নির্মিত হয়েছে।

রাজ্যে ভোটার তালিকায় ১৫ লক্ষের বেশি মৃত ভোটার শনাক্ত

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ ফর্ম বিলি হয়েছে। ৬কোটি ৪৫ লক্ষ এনিউমারেশন ফর্ম ইতিমধ্যেই ডিজিটাইজ. হয়েছে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন রাজ্যে মোট ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার মৃত ভোটারকে সনাক্ত করা গিয়েছে। মৃত, নিখোঁজ, স্থানান্তরিত এবং একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মোট ২৭ লক্ষ ৭১ হাজার ভোটার। এর মধ্যে নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬১ হাজার । ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ভোটারকে ‘ বলে নথিভুক্ত করা হয়েছে, এবং ডুপ্লিকেট হিসেবে উঠে এসেছে ৫৮ হাজার ১৬৪ নাম।

Name Change

I, Nazrul Islam (Old name) W/o- Begum Abeda Aktar, Resident at, Vill-Brohmottor, Po-Choto Sujapur, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, 732206 West Bengal, I have changed my name Nazrul Islam to Md Nazrul Islam (New name) I shall be known as Md Nazrul Islam vide affidavit no. 05 AC 324466 before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Md Nazrul Islam & Nazrul Islam same and one identical person.

Name Change

I, Yasin Sk (Old name) S/o- Mojahar sk, Resident at, Vill-Soluya Akunda Berriya, Po-Baruipara, Ps-Harharpara, Dist-Murshidabad, 742165 West Bengal, I have changed my name Yasin Sk to Iyasin Sk (New name) I shall be known as Iyasin Sk vide affidavit no. 05 AC 324467 before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Yasin Sk & Iyasin Sk same and one identical person.

Name Change

I, Peyar Baksh Sk (Old name) S/o- Chhumchhaddin Seikh, Resident at, Vill & Po-Daulatabad, Ps-Daulatabad, Dist-Murshidabad, 7 42302 West Bengal, I have changed my name Peyar Baksh Sk to Piyar Baksa Seikh (New name) I shall be known as Piyar Baksa Seikh vide affidavit no. 10 AC 785285 before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Piyar Baksa Seikh & Peyar Baksh Sk same and one identical person.

Name Change

I,Amina Begum, W/O- Abdus Samad SK @ Abdus Samad Sekh resident of Vill- Ganfulia, PO -Alampur, PS-Katwa, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal,PIN-713150, shall henceforth be known as ‘AMINA BIBI SK’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/11/2025. That Amina Begum and Amina Bibi SK both are same and one identical person.

Name Change

I , Abdus Samad Seikh S/O- Lokman Seikh resident of Vill-Ganfulia, PO-Alampur, PS-Katwa, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal,PIN-713150, shall henceforth be known as ‘ABDUS SAMAD SEKH’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/11/2025.That Abdus Samad Seikh and Abdus Samad Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I AVHA DEVI, W/O UGRADEB JHA residing at 162A/38 Prince Anwar Shah Road, P.S.-Lake, Kolkata -700045, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABHA DEVI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 28/11/2025. AVHA DEVI and ABHA DEVI both are same and identical person.

Name Change

I UGARDEV JHA and UGRADEV JHA S/O UMAKANT JHA residing at 162A/38 Prince Anwar Shah Road, P.S.-Lake, Kolkata -700045, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as UGRADEB JHA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 28/11/2025. UGARDEV JHA and UGRADEV JHA and UGRADEB JHA both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, শুভঙ্কর খাঁড়া, পিতা- নকুল চন্দ্র খাঁড়া, বয়স ৪১ বছর, জাতি- হিন্দু, পেষা- ব্যবসা, সাং গ্রাম- গৌরনগর, ডাকঘর- শ্রী মায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১৩১৩, কৃষ্ণনগর নোটারি পাবলিক, তারিখ ২৪.১১.২০২৫ হলফনামা দিয়ে বলেছি যে, আমি একটি আসল দানপত্র দলিল যাহার নম্বর ২৭৭৬ /২০১৫ তারিখ ২৩.১২.২০১৫ হারিয়ে ফেলেছি ২১.১১.২০২৫ তারিখে এবং এই প্রকাশনি সকলের জ্ঞাতার্তে করা হচ্ছে।

হারনো বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে দলিল নং ১২৫০১ / ২০১৯ যা ১৯০৯/ ০২০১৯ রেজিস্ট্রিকৃত তা আমার মালিকানাধীন। কিন্তু এটা আমার কাছ থেকে বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডে থেকে গত ইং ২৬/১১২০২৫ তারিখে হারয়ে যায়। আমি আরও ঘোষনা দিচ্ছি যে দলিল কোন ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থার নিকট বন্ধক নাই। এই মর্মে কত ২৭.১১.২০২৫ তারিখ বহরমপুর কোর্ট নোটারি পাবলিকের নিকট নোটিফিকেশন দ্রষ্টব্য।

Name Change

I,MD MUSIRUDDIN (old name) S/O- HAZI PATU SK residing at CHHOTO CHANDGHAR PO-BARACHAND GHAR P.S- KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741156 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) MD MUSIRUDDIN to (new name) MUSHIRUDDIN SK and I shall be henceforth be known as (new name) MUSHIRUDDIN SK in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 29/11/2025. (New name) MUSHIRUDDIN SK and (old name) MD MUSIRUDDIN both name are same and one identical person.

Name Change

I,AFLATUN BIBI (old name) W/O- MD MUSIRUDDIN residing at CHHOTO CHANDGHAR PO-BARACHAND GHAR P.S-KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741156 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) AFLATUN BIBI to (new name) AFLATUNNECHHA SK and I shall be henceforth be known as (new name) AFLATUNNECHHA SK in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 29/11/2025. (New name) AFLATUNNECHHA SK and (old name) AFLATUN BIBI both name are same and one identical person.

Name Change

I , Ujjal Pramanik @ Ujjwal Pramanik, S/O- Ajit Pramanik resident of Arati Cinematala, Gayeshpur, PO-Muluk, PS-Bolpur, Dist- Birbhum, West Bengal,PIN-731204, shall henceforth be known as ‘UJJAL KUMAR PRAMANIK’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/11/2025. That Ujjal Pramanik, Ujjwal Pramanik and Ujjal Kumar Pramanik all are same and one identical person.

Name Change

I, Ujjal Kumar Bairagi (Old Name) S/o Santosh Kumar Bairagi Residing at Vill - Mondalpara, P.o - Motuadham Mondalpara, P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743245, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Ujjal Kumar Biswas (New Name) as declared before the Ld. A.C.J.M. (1st Class) at Bongaon vide affidavit no 16991 Dated 27-11-2025. Ujjal Kumar Bairagi (Old Name) and Ujjal Kumar Biswas (New Name) S/o Santosh Kumar Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Rahima Bibi (Old Name) D/o Alam Box Kayal W/o Insan Ali Khamaru Residing at Vill+P.o - Iyarpur, P.s - Usthi, District - South 24 Parganas, Pin - 743513, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Aima Khamaru (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 28-11-2025. Rahima Bibi (Old Name) and Aima Khamaru (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Pratik Dilip Shah, Pratik Shah (Old Name) S/o Dilip A Shah Residing at 9, Khetra Das Lane, P.o - Bow Bazar, P.s - Bow Bazar, District - Kolkata, Pin - 700012, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Pratik D Shah (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Calcutta vide affidavit no 1415 Dated 24-11-2025. Pratik Dilip Shah, Pratik Shah (Old Name) and Pratik D Shah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Debalina Basu W/o Subhabrata Kundu Residing at Samadrita Co Op EKTP Phase-III, Flat - B10/4, P.o - Kasba, P.s - Kasba, District - Kolkata, Pin- 700107, West Bengal India that my minor son who previously known as Unmisit Kundu (Old Name) shall henceforth be known as Unmisit Basu Kundu (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 28-11-2025. I declare that my minor son Unmisit Kundu (Old Name) and Unmisit Basu Kundu (New Name) is same and one identical person.

Name Change

I, Arit Maitra (Old Name) S/o Late Ajit Kumar Maitra Residing at 6/3D/1W, Uma Kanta Sen Lane, P.o - Ghughudanga, P.s - Chitpur, District - Kolkata, Pin - 700030, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Arit Kumar Maitra (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah vide affidavit no 11616 Dated 06-11-2025. Arit Maitra (Old Name) and Arit Kumar Maitra (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Paritosh Roy (Old Name) S/o Sachin Ray Residing at Tentulia, Swarupnagar, Banglani, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Paritosh Ray (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 28-11-2025. Paritosh Roy (Old Name) and Paritosh Ray (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Gudiya Kumari, Gudiya Shaw (Old Name) W/o Sonu Gupta Residing at 84/12, Christopher Road, P.o - Gobinda Khatick Road, District - Kolkata Pin - 700046, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Gudiya Gupta (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 3451 Dated 03-03-2023. Gudiya Kumari, Gudiya Shaw (Old Name) and Gudiya Gupta (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sonu Kumar Shaw (Old Name) S/o Nagendra Prasad Shaw Residing at 84/12, Christopher Road, P.o - Gobinda Khatick Road, District - Kolkata Pin - 700046, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sonu Gupta (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 3453 Dated 03-03-2023. Sonu Kumar Shaw (Old Name) and Sonu Gupta (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nazrul Islam (Old name) W/o- Begum Abeda Aktar, Resident at, Vill-Brohmottor, Po-Choto Sujapur, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, 732206 West Bengal, I have changed my name Nazrul Islam to Md Nazrul Islam (New name) I shall be known as Md Nazrul Islam affidavit no. 05 AC 324466 before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Md Nazrul Islam & Nazrul Islamsame and one identical person.

Name Change

I, Yasin Sk (Old name) S/o- Mojahar sk, Resident at, Vill-Soluya Akunda Berriya, Po-Baruipara, Ps-Harharpara, Dist-Murshidabad, 742165 West Bengal, I have changed my name Yasin Sk to Iyasin Sk (New name) I shall be known as Iyasin Sk affidavit no. 05AC 324467 before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Yasin Sk & Iyasin Sk same and one identical person.

Name Change

I, Peyar Baksh Sk (Old name) S/o- Chhumchhaddin Seikh, Resident at, Vill & Po-Daulatabad, Ps-Daulatabad, Dist-Murshidabad, 7 42302 West Bengal, I have changed my name Peyar Baksh Sk to Piyar Baksa Seikh (New name) I shall be known as Piyar Baksa Seikh affidavit no. 10 AC 785285 before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Piyar Baksa Seikh & Peyar Baksh Sk same and one identical person.

শেষযাত্রা ডাবল ডেকারের-চলাচল বন্ধ, সরকার নিল সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৮ নভেম্বর ঃ কোচবিহারের রাস্তায় আর দেখা মিলবে না উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) একমাত্র ডাবল ডেকার বা দোতলা বাসটির। বহুবছর ধরে শহরের পরিচিত মুখ হয়ে থাকা এই বাসকে এবার স্থায়ীভাবে রাস্তামুক্ত করা হচ্ছে।

নিগমের সিদ্ধান্ত-এই পুরনো দোতলা বাসটি আর কোনও রুটে নামানো হবে না। বরং ইতিহাসের সাক্ষী করে তাকে সংরক্ষণেই রাখা হবে। ইতিমধ্যেই বাসটিকে প্রদর্শনী অংশে রূপান্তরিত করার জন্য নিগম একটি নির্দিষ্ট স্থানও নির্বাচন করেছে। নিগমের আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের সিলভার জুবিলি রোডের পাশে অবস্থিত এনবিএসটিসির ওল্ড বাসস্ট্যান্ডেই বাসটিকে প্রদর্শনীর উপযোগী করে রাখা হবে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই জানান, খুব শিগগিরিই বাসটির সংস্কার, রং করা, সাজানো- গোছানোর কাজ শুরু হবে। বাসটিকে আগের গৌরবে ফিরিয়ে এনে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়ীভাবে স্থাপন করা হবে। সব মিলিয়ে প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, রাজ্যের মধ্যে কলকাতা ছাড়া আর কোনও শহরের রাস্তায় নিয়মিত দোতলা বাস কখনও চলত না। একমাত্র কোচবিহারে বহু বছর ধরে এই পাঁচটি দোতলা বাস যাতায়াত করেছে। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পরিবহণ স্মৃতির অন্যতম অংশ ছিল এরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি বাসের মধ্যে চারটি একে একে বাতিল হয়ে যায়। দীর্ঘদিনে একমাত্র অবশিষ্ট থাকা বাসটি এখনও সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে রাখা ছিল। নিগমের তরফে বহুবার এই একমাত্র বেঁচে থাকা দোতলা বাসটিকে ফের রাস্তায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। মেরামত করা, নতুন রং দেওয়া, চালানোর মতো অবস্থায় আনা-সবই করা হয়। কিন্তু প্রতিবারই বাসটি রাস্তায় নামলেই দ্রুত বিকল হয়ে পড়ত। তাতে মেরামতের খরচও বাড়ছিল। যেহেতু বাসটির যন্ত্রাংশ আর পাওয়া যেত না, তাই মেরামতের কাজ আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শেষ পর্যন্ত পরিবহণ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাসটিকে আর চলাচলের উপযোগী করে রাখা সম্ভব নয়। তাই 'সংরক্ষণ' হল একমাত্র উপায়। জেলা হেরিটেজ কমিটির কোচবিহার শাখার সদস্য ঋষিকল্প পাল এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কোচবিহারে সারাবছর বহু পর্যটক আসেন। পর্যটন ক্ষেত্রেও এই বাসটি আকর্ষণীয় হতে পারে। পাশাপাশি পরিবহণ নিগম চাইলে নতুন ডাবল ডেকার বাস সংগ্রহ করে ফের পরিষেবা শুরু করতে পারে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। রাজনৈতিক পরিবর্তনের আগেই, অর্থাৎ বাম আমলের প্রথম দিকে কোচবিহারে দোতলা বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছিল। শুরুতে একটি বাস দিয়ে পরিষেবা দেওয়া হলেও পরবর্তীতে দু'ধাপে মোট চারটি বাস যোগ হয়। পাঁচটি বাস নিয়মিত যাতায়াত করত শহরের বিভিন্ন রুটে। দোতলা বাস ছিল কোচবিহারের পরিবহণ সংস্কৃতির বিশেষ পরিচয়। শহরের বাসিন্দাদের কাছে এই বাস ছিল নস্টালজিয়ার নাম। ২০০০ সালের পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। যন্ত্রাংশ না-পাওয়া এবং পুরনো বাসগুলির রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা দেখা দেয়। ধীরে ধীরে বাসগুলি বারবার খারাপ হতে থাকে। সেই সময় রুটে পরিষেবা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে নিয়মিত ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বাসগুলিকে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হলেও তাতেও লাভ হয়নি। মেরামতের খরচ, জ্বালানি খরচ এবং সময়-সব মিলিয়ে দোতলা বাস পরিষেবা আর চালানো যায়নি। শেষে পরিবহণ নিগম সিদ্ধান্ত নেয় পাঁচটির মধ্যে একটি বাসকে শহরের স্মৃতি হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা হবে। আর সেই সিদ্ধান্তেই সংরক্ষণ পরিকল্পনা শুরু হয়। বাকি বাসগুলি বাতিল হলেও, শেষ এই দোতলা বাসটি থাকবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। কোচবিহারবাসীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করছেন যে একসময়ের জনপ্রিয় দোতলা বাস আর শহরের রাস্তায় দেখা যাবে না। তবে অনেকেই মনে করছেন-যেহেতু বাসটি আর চলাচলের উপযোগী নয়, তাই তাকে সংরক্ষণ করা যথাযথ সিদ্ধান্ত। ভবিষ্যতে পর্যটনে এটির ভূমিকা থাকবে বলেও অনেকে আশাবাদী। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বাসটি শুধু প্রদর্শনীর জন্য সাজিয়ে তোলাই নয়, তার সঙ্গে ওই জায়গায় কোচবিহারের পরিবহণ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রদর্শিত হতে পারে। শহরের মানুষের কাছে এই বাস হয়ে উঠবে স্মৃতির অমূল্য অংশ। ভবিষ্যতের প্রজন্ম জানতে পারবে- একসময় কোচবিহারের রাস্তায়ও দোতলা বাস চলত। সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া এক পর্বকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই উদ্যোগ। দোতলা বাস চালানোর যুগ হয়তো শেষ হল, কিন্তু স্মৃতি হয়ে থাকবে তার উজ্জ্বল লাল রঙের সেই পৌরাণিক কাঠামো।

বাইকচালকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ২৮ নভেম্বর ঃ লোচন দাস সেতুর উপর কন্টেনারের চাকায় পিষ্ট হয়ে বাইক চালকের মৃত্যু। জখম হলেন বাইকের অন্য আরোহী। শুক্রবার সকালেই মঙ্গলকোটের লোচন দাস সেতুতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে কিছু ক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বীরভূমের নানুর থানার কাকুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা সুনীল কুমার মণ্ডল (৬১) ছেলে বিষ্ণু মণ্ডলকে নিয়ে নতুনহাটে বাজার করতে এসেছিলেন। বাজার সেরে বাইকে বাড়ি ফেরার সময় লোচন দাস সেতুর উপর পিছন দিক থেকে দ্রুতগতির একটি কন্টেনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। কন্টেনারের পিছনের চাকার তলায় চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুনীল কুমার মণ্ডলের। জখম বিষ্ণু মণ্ডলকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে। ঘাতক কন্টেনারটিকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মঙ্গলকোট থানার পুলিশ কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

মুর্শিদাবাদে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিএলও-র মৃত্যু

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৮ নভেম্বর ঃ রাত জেগে এসআইআর-এর কাজ করতে গিয়ে হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক বিএলও-র। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত দীঘা গ্রামে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম জাকির হোসেন (৫৫)। তিনি খড়গ্রামের ঝিল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৪ নম্বর বুথে বিএলও হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি দীঘা গ্রামে একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সূত্রের খবর গত কয়েকদিন ধরেই জাকির হোসেন এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশন করার জন্য রাত জেগে কাজ করছিলেন। সেই কাজ করার সময় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই বাড়িতে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ছাড়াও এক কন্যা এবং দুই পুত্র রয়েছেন বলে জানা গেছে। মৃত ওই বিএলও-র পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে এসআইআর-এর কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই জাকির হোসেন গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে ঘুরে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করেছিলেন এবং তারপর তা সংগ্রহ করে ডিজিটাইজেশন কাজ করছিলেন। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ খারাপ থাকায় এবং যে অ্যাপের মাধ্যমে বিএলও-দের ফর্ম ডিজিটাইজেশন করতে হচ্ছে তাতে সমস্যা দেখা দেওয়ার জন্য দিনের বেলায় তিনি এই কাজ করতে পারছিলেন না। ফলে গত কয়েকদিন ধরে প্রায় প্রতিদিনই রাত বারোটার পর থেকে তিনি ফর্ম ডিজিটাইজেশন কাজ করছিলেন। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, নিজের সাধ্যমত দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য তিনি চেষ্টা করলেও নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে তাঁকে দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। প্রতিদিন রাত জেগে কাজ করতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন জাকির হোসেন। বৃহস্পতিবার রাতে এসআইআর-এর কাজ করার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত, এর আগে নদীয়া জেলার চাপড়া এলাকায় এক বিএলও এসআইআর-এর কাজের চাপ সামলাতে না পেরে আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিয়েছেন। এর পাশাপাশি এসআইআর-এর কাজের চাপে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ২০ জন বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিএলও কাজ শেষ হলে ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কিনা এই আশঙ্কায় ইতিমধ্যে রাজ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আরও একাধিক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। বিএলও জাকির হোসেনের মৃত্যুর জন্য কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে খড়গ্রামের তৃণমূল বিধায়ক আশিস মার্জিত বলেন, 'যে রাজ্যগুলোতে প্রকৃত এসআইআর করার দরকার সেখানে না করে বাংলাকে অপমানিত করতে, বাংলার মানুষকে অপদস্থ করতে এবং এখানকার মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এখানে এসআইআর করছে।' বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে তৃণমূল বিধায়ক বলেন, এসআইআর-এর চাপে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৪১ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। জাকির হোসেন যেখানে বিএলও ছিলেন সেখানে প্রায় সাড়ে ৮০০ ভোটার রয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যেই ৬৩৯ জন ভোটারের ফর্ম ডিজিটাইজেশন করার কাজ শেষ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে তাঁকে প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছিল। সেই কারণেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাঁর পরিবারের পাশে থাকবো।

নাবালকের মৃত্যুতে রণক্ষেত্র আরাপুর, লাঠিচার্জে নিয়ন্ত্রণে পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ নভেম্বর ঃ মালদার ইংলিশ বাজার থানার কোতুয়ালি এলাকার আরাপুরে নাবালক দীপ পোদ্দারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার জেরে শুক্রবার সকালেও এলাকাজুড়ে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মারুতি গাড়ি আরাপুরের একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এতে গুরুতর আহত হয় বছর আটের দীপ পোদ্দার নামে এক শিশু। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। দীপের মৃত্যুর প্রতিবাদে স্থানীয়রা টায়ার জ্বালিয়ে মালদা-রতুয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ক্ষুব্ধ মানুষজন পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে একাধিক গাড়ি উল্টে দেন। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ার আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ব্যবহার করতে হয়। এদিকে, ময়নাতদন্তের পর শুক্রবার দীপের দেহ বাড়িতে পৌঁছানোর কথা। উত্তেজনা এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে পার্পল লাইনে আরও মেট্রো পরিষেবা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! আগামী পয়লা ডিসেম্বর ০১.১২.২০২৫ (সোমবার) থেকে পার্পল লাইনে আরও মেট্রো পরিষেবা বাড়ছে। শহরতলির যাত্রীদের সুবিধার্থে পরিষেবার সময় বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে মেট্রো। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, পার্পল লাইনে সপ্তাহের দিনগুলিতে আরও মেট্রো পরিষেবা পরিচালিত হতে চলেছে। সেইসঙ্গে পার্পল লাইনের পরিষেবা সময়ও বাড়ানো হবে যা মাঝেরহাট স্টেশন থেকে পূর্ব রেলের লোকাল ট্রেন পরিষেবা গ্রহণকারী শহরতলির যাত্রীদের জন্য উপকারী হবে। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ০১.১২.২০২৫ (সোমবার) থেকে, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ৮০ টি পরিষেবার (৪০টি আপ এবং ৪০টি ডাউন) পরিবর্তে ৮৪টি পরিষেবা (৪২টি আপ এবং ৪২ টি ডাউন) পরিচালিত হবে। প্রথম পরিষেবা জোকা থেকে মাঝেরহাট (০৬.৫০ টির পরিবর্তে) সকাল ৬.৪০টায়। মাঝেরহাট থেকে জোকা পর্যন্ত ০৭.০৩ ঘণ্টায় (০৭.১৪ ঘণ্টার পরিবর্তে)। শেষ পরিষেবা: জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত ২১.০৫ ঘণ্টায় (২০.৩৬ ঘণ্টার পরিবর্তে)। মাঝেরহাট থেকে জোকা পর্যন্ত ২১.২৬ ঘণ্টায় (২০.৫৭ ঘণ্টার পরিবর্তে)। মেট্রো পরিষেবার এই বৃদ্ধি এবং পরিষেবার সময় বৃদ্ধির ফলে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ-বজবজ লাইনের যাত্রীরা বিশেষ করে সকাল এবং সন্ধ্যার সময়কালে প্রচুর উপকৃত হবেন। উল্লেখ্য যে, ২২ নভেম্বর থেকে শনিবার পার্পল লাইন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। শনিবার এই লাইনে ৪০টি পরিষেবা (২০টি আপ এবং ২০টি ডাউন) পরিচালিত হচ্ছে। রবিবার এই লাইনে কোনও পরিষেবা থাকবে না। এবার থেকে সপ্তাহের কাজের দিনে বা উইকেন্ডে আরও বেশি করে মেট্রো চলবে পার্পল লাইনে অর্থাৎ জোকা- মাঝেরহাট মেট্রো লাইনে। শহরতলির বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য আরও সুবিধা দিতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই লাইনের যাত্রীরা মাঝেরহাট স্টেশনে নেমে, সেখান থেকে রেললাইনে ট্রেন ধরে শিয়ালদহ বা অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে পারেন। সামগ্রিক ভাবে সব যাত্রীদের সুবিধা হবে বিশেষ করে শিয়ালদহ-বজবজ লাইনের যাত্রীদের। চলতি মাসেই এই লাইনে শনিবারও মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তবে রবিবার এই লাইন বন্ধ থাকবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ আশাবাদী ধাপে ধাপে মেট্রোর সংখ্যা বাড়ায় যাত্রীদের ভিড় বাড়বে।

রূপনারায়ণের তীরে পিকনিকে নয়া নিয়ম! তৎপর পৌরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৮ নভেম্বর ঃ ক্যালেন্ডারের পাতায় শীতকাল। আর শীতকাল মানেই পিকনিকের মরশুম। শীতকালে ছুটির দিন ও শনি, রবিবার বিভিন্ন পিকনিক স্পটগুলি জনসমাগমে ভরে ওঠে। শেষের দিনে পিকনিক স্পট বলতে মূলত বাঙালিদের কাছে নদীপাড় অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। শীতের রোদেলা দুপুরে নদীর বালুচরে পিকনিক জমে ওঠে। রূপনারায়ণ নদের তীরে প্রতি বছর শীতের সময় বহু মানুষ পিকনিকে আসেন। সুষ্ঠুভাবে পিকনিক-সহ পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ট পৌর প্রশাসন। তাই বিশেষ উদ্যোগ নিল পৌর প্রশাসন। ফলে এবার রূপনারায়ণ নদের তীরে পিকনিকে জমবে মজা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন জায়গায় পিকনিক স্পট রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নদনদী ও সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। ফলে প্রতিটি পিকনিক স্পটে পিকনিক করতে আসা সাধারণ মানুষের জনসমাগম হয় প্রচুর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন শহর তমলুক রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত। শীতের সময় তাম্রলিপ্ত পৌরসভার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদের তীরে পিকনিক করতে বহু মানুষের সমাগম হয়। এবার পিকনিক করতে আসা মানুষজনদের সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় নজর দিল পৌর প্রশাসন। রূপনারায়ণ নদের তীরে পিকনিক নিয়ে তাম্রলিপ্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান চঞ্চল কুমার খাঁড়া জানান, পিকনিক করতে আসা মানুষজনদের সুবিধার্থে পৌরসভা একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে। যেমন পানীয় জল, শৌচাগার, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রূপনারায়ণ নদের তীরে। এছাড়াও পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে পিকনিক স্পটে মনিটরিং করবে পৌরসভার কর্মীরা। এছাড়াও পৌরসভা থেকে যত্রতত্র খাবারের প্লেট ও নোংরা আবর্জনা ফেলার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। থাকবে ডাস্টবিন। মোতায়েন থাকবে পৌরসভার সাফাই কর্মীরা। থাকছে হেল্প ডেস্ক। সব মিলিয়ে পিকনিক করতে আসা মানুষজনদের সুবিধা দিতে ব্যবস্থা করছে পৌর প্রশাসন।

মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর বজরং দলের হামলা, পুলিশ-জনপ্রতিনিধি নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৮ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের চারজন পরিযায়ী শ্রমিক আবারও ভয়ঙ্কর ঘটনার শিকার হয়েছেন। সম্প্রতি বিজেপি শাসিত ওড়িশার গঞ্জাম জেলার কুদুরা থানার রানিপাড়া এলাকায় ফেরি কাজের সময় তাঁদের উপর বেধড়ক হামলা চালানো হয়। অভিযোগ, তাঁদের ' বাংলায় কথা বলার' এবং 'মুসলিম' পরিচয়ের কারণে স্থানীয় বজরং দলের সদস্যরা তাদের মারধর করেছে। এই হামলায় আহতদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন রুহুল শেখ (২২)। আহত অবস্থাতেই তাঁরা গ্রামে ফিরে এসেছেন। অন্য তিন শ্রমিক হলেন নাহিদ সরকার, সামীম শেখ এবং আরও কয়েকজন। আহত পরিযায়ী শ্রমিকরা জানিয়েছেন, তাঁদের উপর লাগাতার হুমকি ও মারধরের ধরণ এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে তারা আতঙ্কে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নাহিদ সরকার বলেন, ''শুধু বাংলায় কথা বলার জন্যই নয়, মুসলিম বলে বেদম মারধর করেছে বজরংদলের সদস্যরা। তাই নয়, জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়ার পরেও ছাড় দেওয়া হয়নি। চলেছে বেধড়ক মার।'' নাহিদের কথায়, অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেয়, না গেলে পুড়িয়ে মেরে দেওয়া হবে। আতঙ্কে আমরা দ্রুত গ্রামে ফিরে আসি। অন্যদিকে রুহুলের কাকা সুখচাঁদ শেখ জানান, ঘটনার সূত্রপাত সোমবার। ওইদিন ওড়িশার গঞ্জাম জেলার কুদুরা থানার রানিপাড়া এলাকায় মশারি, বিছানার চাদর, ব্ল্যাঙ্কেট ইত্যাদি ফেরি করতে বেরিয়েছিল তাঁরা। সেখানেই ওড়িশার বজরংদলের সদস্যরা আমার ২২ বছরের ভাইপোকে বেধড়ক মারধর করেছে। পাশাপাশি মারধরের মুহূর্তের ছবি-ভিডিও তুলে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করা হয়, এমনটাই অভিযোগ সুখচাঁদ শেখের। আহত শ্রমিকদের অভিযোগ, পুলিশ সহায়তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। স্থানীয় জন প্রতিনিধিরাও কোনও পদক্ষেপ নেননি। নাহিদ সরকার জানান, রুহুল একটু সুস্থ হলে বুধবার রাতেই আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিই। আবার আক্রান্ত হতে পারি, সেই আতঙ্কেই দ্রুত বাড়ি চলে আসি। এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। গত কয়েক মাসে ওড়িশাসহ বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা একই ধরনের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। একের পর এক ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী ঐক্য পরিষদের সম্পাদক অসিফ ফারুক বলেন, ভিন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক ও ছোট ব্যবসায়ীরা বার বার আক্রান্ত হচ্ছেন। এটা খুবই খারাপ ব্যাপার। সেই বিষয়টির উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা চিঠি দিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ ফারুকের। তাঁর কথায়, আবারও এই বিষয়ে চিঠি দেওয়া হবে। প্রতিকার না হলে আন্দোলনে নামা হবে।

পুলিশের পরিচয় দিয়ে সোনার গহনা লুঠ বোলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ২৮ নভেম্বর ঃ পুলিশের পরিচয় দিয়ে এক মহিলার কাছ থেকে ভেলকি দিয়ে সোনার গহনা লুঠ করল দুষ্কৃতীরা। ২০২৪ সালে মেদিনীপুরের খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত মোহনপুর কাঁসাই ব্রিজের কাছে একইভাবে নকল পুলিশ সেজে এক ব্যক্তির কাছ থেকে সোনা লুঠ করেন। বোলপুর বড় মসজিদের কাছে প্রকাশ্য দিনের আলোয় এই চাঞ্চল্যকর প্রতারণার ঘটনা ঘটলো। বোলপুরের বাসিন্দা মঞ্জু আগরওয়ালা এদিন বেলা ১২টা নাগাদ শান্তিনিকেতনের রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় এক ব্যক্তি পুলিশের পরিচয় দিয়ে তাঁর পথ আটকান। গলায় ও হাতে থাকা সোনার গহনার দিকে ইঙ্গিত করে নকল পুলিশ বলেন, এভাবে গহনা পরে গেলে যে কোনও সময় ছিনতাই হতে পারে। বিশ্বাস করে গহনা খুলে দেন মঞ্জুদেবী। এরপর দুষ্কৃতীরা দ্রুত সেই গহনা 'নিরাপদে কাগজে মুড়ে দিচ্ছে' বলে ভান করে নকল গহনা মুড়িয়ে দেন। টোটোতে ওঠার পরই সন্দেহ হয় তাঁর। কাগজ খুলতেই অবাক হন তিনি। ভেতরে একটাও সোনার গহনা নেই, সবই নকল ধাতু! ঘটনার পর হতবাক মঞ্জুদেবী ছুটে যান ঘটনাস্থলে। কিন্তু ততক্ষণে উধাও দুষ্কৃতীরা। হাতে থাকা সোনার বালা, গলায় থাকা চেন ও লকেট সবটাই লুঠ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানার পুলিশ। এলাকায় শুরু হয়েছে তদন্ত।

বাউলদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বর্ধমানে গানের মাধ্যমেই প্রতিবাদ স্বপন দত্তের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশে ফের বাউলদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠতেই সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপতি সম্মানিত বাউল শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। পূর্ব বর্ধমানের কার্জন গেট- কোর্ট চত্বরে তিনি একতারা ও কোল ডুগি বাজিয়ে পথে পথে প্রতিবাদী বাউলগান শোনান। সম্প্রতি বাংলাদেশে বাউল শিল্পী আবুল সরকারকে বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তার উপর অত্যাচারের অভিযোগেও ক্ষোভ বাড়ে। প্রতিবাদে প্রায় ২৫০ জন বুদ্ধিজীবী রাস্তায় নামলে, পাল্টা মিছিলে বাংলাদেশ সরকার-ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর লোকজন স্লোগান তোলে- একটা একটা বাউল ধর, ধরে ধরে জেলে ভর-যা প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এর আগে আগষ্ট বিপ্লবের সময় মুক্তচিন্তার বাউলদের ওপর হামলা, বাউল রাহুল আনন্দের বাড়ি ভাঙচুর, নাটক-গান-ফোক অনুষ্ঠান বন্ধ, পীর-ফকিরদের মাজারে অত্যাচারের মতো ঘটনার স্মৃতিও আবার সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে বর্ধমানের কোর্ট কম্পাউন্ড চত্বরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বপন দত্ত বাউল বলেন, লালনের দেশে বাউল গানে মিলনের কথা বলা হয়। বাউলের জাত-পাত- ধর্ম- রাজনীতি নেই। বাউলদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করুন, বিদ্বেষ ছড়াবেন না। তিনি বাংলাদেশি বাউল শিল্পী, লোকশিল্পী, কবি- লেখকসহ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের একজোট হয়ে প্রতিবাদে নামার আহ্বান জানান। বলেন, বাউলরা আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। তারা সমাজকে সচেতন করে, কুসংস্কার দূর করে, সম্প্রীতির বার্তা দেয়। বাউলদের জেলে ভরবেন না-বাঁচিয়ে রাখুন লোকশিল্প ও লোককথার ঐতিহ্য। স্বপন দত্তকে নিজের উদ্যোগে নিঃস্বার্থভাবে পথে পথে গান গেয়ে প্রতিবাদ জানাতে দেখে সাধুবাদ জানিয়েছেন বর্ধমানের মানুষজন।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু ভ্যান চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৮ নভেম্বর ঃ শুক্রবার নদীয়ায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন এক গাড়িচালক। মৃতের নাম আকিলুর মন্ডল (২৭)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে কলকাতা থেকে সবজি ডেলিভারি করে নিজের এলাকায় ফিরছিলেন আকিলুর। সেই সময় নাকাশিপাড়া থানার যুগপুর ফ্লাইওভারের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে তার ছোট পিকআপ ভ্যানকে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বড় ট্রাক। দুর্ঘটনার তীব্রতায় গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। স্থানীয় মানুষজন ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আকিলুরকে উদ্ধার করে বেথুয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে পুলিশ দেহটি নাকাশিপাড়া থানায় আনে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হবে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। এমন অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতের পরিবার ও এলাকাজুড়ে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ১৯১_২০২৫-২৬, ১৯২_২০২৫-২৬, ১৯৩_২০২৫-২৬, ১৯৪_২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১৯১_২০২৫- ২৬, কাজের বিবরণ** ঃ এডিইএন/এজেড-এর অধীনে ব্রিজ নং ১৯, ২৩, ২৩৬ এবং ২৭৯-র মেরামতি সহ ব্রিজ নং ৪৩-এর আরসিসি সীমানা প্রাচীর, মেঝের কাজের নির্মাণ সহ আরসিসি জ্যাকেটিং-এর কাজ । **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৯৯,০৮,৬৮৬.১৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৯,৬০০ টাকা। **ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১৯২_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ** ঃ সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এমইএ শর্টফল-এর অপসারণের (জলের কল, প্রস্রাবাগার, শৌচালয়, পিএফ শেড এবং ওয়েটিং হল) প্রস্তাব। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫৮,৭৮,৩৩৬.০৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,১৭,৬০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১৯৩_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/এজেড, এইএন/এনডিএই এবং এইএন/কেডব্লুএই-র অধিক্ষেত্রে ৩১টি রেলওয়ে ইয়ার্ডের পয়ঃপ্রণালীর পরিকল্পনার প্রস্তুতির জন্য আনুপূর্বিক পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪৯,৭১,৬৬২.৮২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৯৯,৪০০ টাকা। **ক্র. নং ৪, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১৯৪_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ** ঃ সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/এজেড, এইএন/এনডিএই এবং এইএন/কেডব্লুএই-র অধিক্ষেত্রে ইয়ার্ড এবং চারপাশের এলাকার বর্তমান ইয়ার্ড প্ল্যানের আধুনিকীকরণ দ্বারা ইয়ার্ড প্ল্যান প্রস্তুতি এবং পূর্ব রেলওয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সেটির অনুমোদন লাভ ও সিএডি ফরম্যাট ও পিডিএফ ফরম্যাট-এ ড্রোন/এলআইডিএআর এবং ডিজিপিএস/টিএস, আনম্যানড এরিয়াল সিস্টেম এবং স্টিরিওফটোগ্রামেট্রি প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেগুলি ডেলিভারি করার কাজ । **আনুমানিক মূল্য** ঃ ৪৬,৯৯,০৫৮.৭০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৯৪,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র জারির সময় থেকে ০৬ মাস এবং ক্র. নং ৩ ও ৪-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র জারির সময় থেকে ০৪ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) প্রদান - ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারগুলির ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-419/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আমমোক্তারনামা

শ্রী সমীর কুমার অধিকারী, পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার অধিকারী, সাং- আদিনা, কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০০০ সালে Book-IV, 20 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রীমতি অনিমা অধিকারী আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার আমার নামীয় সমস্ত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী তারামতী কুমারী পিতা প্রভুনাথ শর্মা, আনন্দনগর, হাওড়া ৭১১২২৭। ২০২৩ সালে বালী মৌজায় হাল 19551 দাগে 61340 খতিয়ানে ১ কাঠা ৪ ছটাক শালি জমি I-051300260 dt. 11.01.2023 শ্রী শম্ভুনাথ গোঁসাই ও শ্রীমতী নির্মলা দেবীর পক্ষে আমমোক্তার শ্রী রবিশঙ্কর শর্মার নিকট হইতে পাওয়ার দলিল নং IV- 00346/2019 (D.S.R. II How) ক্রয় করি। উপরিউক্ত পাওয়ার দলিলের বিষয়ে কাহারো কোনো-আপত্তি থাকিলে পেপারে বিজ্ঞাপিত হওয়ার ১ মাসের মধ্যে-B.L&L.R.O Bally-jagacha Block Belur, How-711202 অভিযোগ জানাইতে হইবে নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বিনীতা
তারামতী কুমারী
বালী, হাওড়া

e-Tender Notice(3 rd Call)

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide NIeT No-EGP/733 Dt-26/11/2025. Last Dt. of application **27/12/2025 up to 17:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

নোটিশ

আমার ক্লায়েন্ট সঞ্জয় কুমার বাগ, একটি জমি ক্রয় করেন পরিমাপ প্রায় 2 Kata উমা জানা একটি জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিযুক্ত করেন অশোক পাত্র মহাশয়কে, পিতা সহদেব পাত্র, ভিডিও দলিল নং-00120, dt- 07.02.2013, A.D.S.R হাওড়া। এখন আমার মক্কেল একটি মিউটেশন মামলা দায়ের করেছেন (মৌজা কোনা, JL-107, LR Dag-1524, LR KH-17, 575, 579, 650853) BL & LRO বালি জগাছা ব্লকে ২২৯ জিটি রোড বালি হাওড়া। কেউ চাইলে প্রতিযোগিতায় তারা BL & LRO-এর আগে অংশ নিতে পারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে।

Mamata Dutta
ADVOCATE
High Court, Calcutta

2 nd CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-74/ 2025-26 (SL-1 to 3) Tender Id is 2025_MAD_926420_1, 2025_MAD_926420_2, 2025_MAD_926420_3. Bid submission closing date(Online) - **27/12/2025** instated of **28/11/2025** and Bid Submission opening date (Online) **30/12/2025** instated of **01/12/2025**. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলসিওএনকেজিপি-বিএলএস-আরএনটিএল-২৫-০৫, তারিখ ২৭.১১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), দঃপূঃ রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে দুপুর ১২টায় ই-টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিশনে নারায়ণগড় এবং ভদ্রকের মধ্যে ৩য় লাইনের কাজের সম্পর্কিত, বালাসোর থেকে রানীতাল (এল) কেবিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি, বিদ্যুতায়ন এবং সাধারণ পরিষেবা কাজের অবশিষ্ট ৩য় লাইনের কাজের জন্য সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ। **মূল্য ঃ** ৩,১৭,৮৭,০৯৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,০৮,৯০০ টাকা। **সম্পাদনের মেয়াদ ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **নির্ধারিত তারিখ ঃ** ১৯.১২.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/ মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** ''অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।'' (PR-895)

office of the MALIBARI-I GRAM PANCHAYAT
SHYAMDASDIAR:MIRDADPUR:MURSHIDABAD

e Tender are being invited by the undersigned from Bonafied Bidders for 1 No work ,Tender Ref No-NIT No- 02 /15 th FC/25-26(2nd Call), Tender ID - 2025_ZPHD_962680 and . 03 / 15th FC/25-26 (2nd Call), Tender ID - 2025_ZPHD_962853. Bid Submission Closing Date - **29/12/ 2025 upto 15.00 Hrs** the Details are available at the Notice board of Office of the undersigned & website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan,Malibari-I GP
Mridadpur, Raninagar, Msd.

OFFICE OF THE PURULIA-I DEVELOPMENT BLOCK
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.

Memo. No. 2/95/BDO/P-I Dated: 28/11/2025

Notice

Block Development Officer, Purulia-I Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.-**WBPUR/EO/Niet-24/25-26** dt. 10.11.2025, for **22 no.** schemes **(Tender ID 2025_DM_962135_1 to ID 2025_DM_962135_22)** under APAS within the jurisdiction of Purulia-I Development Block. Last Date of tender submission is **27.12.2025 up to 1:55 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Block Development Officer
Purulia-I Development Block

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-24/APAS/BDO/2025-26

E-Tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **up to 12.00 PM of 26/12/2025** under APAS 2025-26. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development officer
Joypur Development Block

E tender notice
15th CFC untied Fund-2025

Online bids are invited the year 2025-26 from bonafied contractors for listed work in respect of (1) E-NiT-688/KGP/15th CFC Untied Fund-2025-26 Date: 25/11/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_960189_1. (2) E-NiT-689/ KGP/OSR Fund-2025-26 Date: 25/11/25, Tender ID: 2025_ZPHD_960209_1, (3) E-NiT-686/KGP/15th CFC Untied Fund-2025-26 Date: 25/11/25, Tender ID: 2025_ZPHD_960131_1 to 4. (4) E-NiT-687/KGP/15th CFC Untied Fund-2025-26 Date: 25/11/25, Tender ID: 2025_ZPHD_960164_1. Bid submission end date-**24/12/25**. Bid opening date-**26/12/25**. For details information contact to the undersigned

Sd/- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭১৪, তারিখ ২৭.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫০৯, কাজের নাম ঃ** ব্যান্ডেল ডিপোতে বিসিএন প্রিমিয়াম রেক পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৩,৬১,০৪০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,২৭,২০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫১০, কাজের নাম ঃ** পাকুড় ইয়ার্ডের ইয়ার্ড আলোকিতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,৪১,৭০১ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৮০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩১৪-আর২, কাজের নাম ঃ** (১) হাওড়া ডিভিসনের (০৯টি স্থানে) হট অ্যাক্সেল বক্স ডিটেক্টর (এইচবিডি)-এর স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (২) বেলানগর স্টেশন সীমাতে এলসি গেট নং ৫/বি/টি/এসপিএল-এর নিকটে কিমি ১০/১৮-২০-তে আপ এইচবিসি লাইনে হট অ্যাক্সেল বক্স ডিটেক্টর (এইচএবিডি) স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,১১,৪৭০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২৬,২০০ টাকা। **ক্র. নং ৪, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩০০-আর২, কাজের নাম ঃ** এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে খানা জং এবং শক্তিগড় স্টেশনে সহযোগী খনন সমেত ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট সহ কামনারা, খেতিয়া, চামারদিঘি, কর্জনাগ্রাম, আমারুন-এ (২০০ মিমি x ১৫০ মিমি) গভীর নলকূপের ব্যবস্থার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পাম্প মোটর সেট স্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৮৮,৯৯১ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪৯,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৮.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-417/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মুস্তাক আলিতে ২৩ বলে হাফসেঞ্চুরি পৃথ্বী শ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, সল্টলেক, ২৮ নভেম্বরঃ আইপিএল মহানিলামের আর কয়েক সপ্তাহ বাকি। তার আগেই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি-তে নিজের নামটা ফের একবার আলোচনার কেন্দ্রে টেনে আনলেন পৃথ্বী শ'। শুক্রবার সল্টলেকের যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত এক ইনিংস খেললেন মহারাষ্ট্রের এই ওপেনার। মাত্র ২৩ বলে হাঁকালেন অর্ধশতক। শেষ পর্যন্ত ৩৬ বলে ৬৬। ইনিংস সাজানো ৯টি চার ও ৩টি ছয়ে। হায়দরাবাদ প্রথমে ব্যাট করে ১৯২ রানের টার্গেট দেয়। ব্যাট হাতে নেমে প্রথম ওভার থেকেই পৃথ্বী পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন এই ম্যাচে থেমে খেলার রাস্তায় হাঁটবেন না। স্ট্রেট ব্যাটে দুই ছয়, অফ-সাইড ও অন-সাইডে সমান স্বচ্ছন্দ শট-সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসী, নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং। রান-বিতরণের হিসেব বলছে, ৪৭ শতাংশ অফ-সাইডে, বাকি ৫৩ শতাংশ এসেছে লেগ-সাইড থেকে। অন্য প্রান্তে তরুণ অর্শিন কুলকর্নিও দারুণ খেললেন। ৩৭ বলে পৌঁছলেন হাফসেঞ্চুরিতে। দু'জনে মিলে মাত্র ৭৩ বলে দাঁড় করান ১১৭ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ। কঠিন রান-

চেজে এর চেয়ে ভালো শুরুর আশা করা যায় না। মহারাষ্ট্র দলের নেতৃত্বে রয়েছেন পৃথ্বী নিজেই। রুতুরাজ গায়কোয়াড় জাতীয় দলে ব্যস্ত থাকায় দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে মাত্র ৫ রানে আউট হওয়ায় চাপ ছিলই। কিন্তু শুক্রবার সেই চাপকে অনবদ্য পারফরম্যান্সে সুযোগে বদলে ফেললেন তিনি। এমনিতে মহারাষ্ট্রে আসার পর থেকেই একটা বদল দেখা যাচ্ছে পৃথ্বীর খেলায়ড় মুম্বই দলের ভিড়ে নিয়মিত সুযোগ না-পেয়ে সই করেছেন নতুন রাজ্য দলে। চলতি মরসুমে রঞ্জিতে ৫ ম্যাচে ৪৭০ রান করে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। গতকালও তার ব্যতিক্রম হলেন না। গত বছর আইপিএলে প্রথমবার পৃথ্বী অবিক্রীত রয়ে যান। এখন সেই ধাক্কার পর ঠিক কীভাবে কামব্যাক করবেন, তার প্রমাণই দেখা যাচ্ছে মাঠে। ওপেনারের খোঁজে থাকা একাধিক আইপিএল দল-বিশেষত কলকাতা নাইট রাইডার্স-তাঁর দিকে নজর রাখতেই পারে। ১৫ ডিসেম্বর আবুধাবিতে মহানিলাম। পৃথ্বী যদি এই ছন্দ ধরে রাখতে পারেন, তবে নিলামের টেবিলে তাঁর নাম ফের আলোচিত হবে। ফর্ম, নিয়ন্ত্রণ, শট-নির্বাচন-সব মিলিয়ে পৃথ্বীর এই ইনিংস শুধু রান নয়, বড় বার্তা। বহু প্রশ্নের সামনে ব্যাট হাতে বুঝিয়ে দিলেন-তিনি মুছে যাননি, এখনও আছেন এবং যথেষ্ট আক্রমণাত্মকভাবেই ফিরে আসছেন।

বিরাট, রোহিত, দ্রাবিড় ট্রফিজয়ী টিম গড়েছে!

গম্ভীরকে সরানোর দাবি প্রাক্তন সতীর্থের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে লজ্জার সিরিজ হার শুধু পরিসংখ্যান নয়, গৌতম

গম্ভীরের টেস্ট কোচিং ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এবার সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে কড়া ভাষায় গম্ভীরকে বিঁধলেন ভারতের প্রাক্তন ব্যাটার মনোজ তিওয়ারি। তাঁর দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটকে বাঁচাতে হলে টেস্ট দলের দায়িত্ব এখনই গম্ভীরের বদলে অন্য কারও হাতে তুলে দিতে হবে বিসিসিআইকে। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিওয়ারির বক্তব্য স্পষ্ট-টিম ইন্ডিয়ার পরাজয় তাঁকে একটুও অবাক করেনি। তাঁর মতে, গম্ভীরের সিদ্ধান্ত, দল নির্বাচন এবং পরিকল্পনাহীনতা দেখেই ফলাফলের আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল। তিওয়ারি বলেন, ''সত্যি বলতে কী, সবটাই লেখা... এমন হারের আশঙ্কা ছিলই। দল গঠনের যে প্রক্রিয়াতেই ভুল। প্রচুর কাটাছেঁড়া চলছিল-বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি, তারপর নিউজিল্যান্ড সিরিজ আর এখন দক্ষিণ আফ্রিকা-সব জায়গাতেই একই সমস্যা।'' তাঁর মতে, ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচাতে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। মনোজ বলেন, ''একদমই দরকার। আলাদা লাল বলের ক্রিকেটের জন্য কোচ দরকার কি না-এর উত্তর স্পষ্ট। সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচাতে এটা করতেই হবে।'' দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪০৮ রানে লজ্জার হারের পর গম্ভীর দাবি করেছিলেন-ইংল্যান্ডে সিরিজ ড্র, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়, এশিয়া কাপ জয়-এসবই তাঁর কর্মকালের সাফল্য। কিন্তু সেই সাফাইকেই উড়িয়ে দিয়েছেন তিওয়ারি। তাঁর দাবি, ইংল্যান্ড সিরিজ ড্র কোনও কৃতিত্ব নয়। বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের কাছে ৩-১-তে হেরে যেতে পারতাম। শেষ দিনে ওদের খেলা ভুল শট আমাদের বাঁচিয়েছে। একে বড় সাফল্য বলা যায় না।'' এর পাশাপাশি আরও কড়া ভাষায় অভিযোগ-গম্ভীর যেসব শিরোপা জয়ের কথা বলছেন, সেগুলোর ভিত গড়ে দেন রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড় ও বিরাট কোহলি। তিওয়ারির কথায়, ''গম্ভীর বলছেন, তিনি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আর এশিয়া কাপ জিতিয়েছেন। কিন্তু এই দল আসলে বানান রোহিত, দ্রাবিড় আর তার আগের কোচিং সেটআপ। এমন টিম তৈরি ছিল, যে গম্ভীর না থাকলেও ভারত এগুলো জিতত-ই। এটা বুঝতে হবে!'' তাঁর আরও প্রশ্ন-যাঁর আসল অভিজ্ঞতা হোয়াইট-বল ক্রিকেটে, তাঁকে টেস্ট দলের হেডকোচ করা কি যুক্তিসঙ্গত? তিওয়ারির বক্তব্য, ''মাটির স্তরে অভিজ্ঞতা না থাকলে আন্তর্জাতিক টেস্ট দলে ফল করানো প্রায় অসম্ভব।'' ভারতীয় ক্রিকেটে কোচিং বিতর্ক নতুন নয়। তবে এবার টেস্ট দলের ধারাবাহিক পতন, ঘরের মাঠে টানা দুটি হোয়াইটওয়াশ আর তার মধ্যে গম্ভীরের আত্মরক্ষামূলক সাফাই-সব মিলিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। মনোজ তিওয়ারির বক্তব্য সেই চাপই আরও বাড়িয়ে দিল।

ট্রানজিশনে থাকা দলকে দিতে হবে ভাল উইকেট

বিসিসিআই কি আদৌ এই সহজ সত্যিটা মনে রেখেছে?

নিজস্ব প্রতিবেদন

এমনিতে প্রেস কনফারেন্সে এসে অনেক পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন গৌতম গম্ভীর। টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যার কখনও পিচ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। পরক্ষণেই স্তবগান গেয়েছেন কিউরেটরের। আবার তাঁর ডান হাত, ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক এসে ইডেনের পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়কে ভিলেন বানিয়ে যা নয় তাই বলেছেন! এমন হচপচ কনফারেন্সের সার কথা খুব কম। যদি কিছু থাকে, সেটা ট্রানজিশন নিয়ে। বারবার এই শব্দের উল্লেখ করেছেন গম্ভীর। আর সাফাই গেয়েছেন-একটা স্কোয়াড যখন বিস্তর পালাবদলের মধ্য দিয়ে যায়, অনেক ওলট-পালট হয়, পুরনো মুখ বিদায় নেয়, নতুন, অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা দল ভারী করে, তখন সেই ফেজে টিমকে থিতু হওয়ার সময় দিতে হয়। নয়তো এই রূপান্তরের পর্বেই যদি তাড়াহুড়ো চলে, সেটা সুদূর ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর! কিন্তু গম্ভীরের এই কথা, এই আর্জি কি আদৌ শুনেছে বিসিসিআই? শুনে থাকলে তার ছাপ কতটা ধরা পড়েছে সদ্যসমাপ্ত সিরিজে? প্রোটিয়াদের হাতে চুনকাম হওয়ার যন্ত্রণাকে খানিক আড়ালে রেখে প্রশ্ন তোলা যায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও। এই জায়গাতেই উঠে এসেছে মৌলিক সমস্যা-একটা দল যদি সত্যিই ট্রানজিশনে থাকে, তাহলে আত্মবিশ্বাস ফেরানোর প্রথম শর্ত ভাল উইকেট। এটা ক্রিকেটের প্রাথমিক শর্ত। ভারতীয় দলের সাফল্যের পুরনো ইতিহাসই যার প্রমাণ। দেশের ঘরোয়া মাঠগুলো নিয়মিত ভাল, ব্যাটিং-সহায়ক উইকেট দিলে তবেই নতুন ব্যাটাররা শিখতে পারে সময় নিয়ে খেলা, সেশন কাটানো, ডিফেন্স মজবুত করা। যে অভ্যাস একসময় গড়ে দেন 'ফ্যাব ফাইভ'-দ্রাবিড়, তেন্ডুলকর, লক্ষ্মণ, শেহওয়াগ, সৌরভরা। আজ ছবিটা উলটো। ঘরোয়া ক্রিকেটে এখন অতিরিক্ত টার্নারের দাপট। এমন পিচ, যেখানে ব্যাটার জানেই না কীভাবে দীর্ঘ ইনিংস খেলতে হয়। স্পিনার শিখছে না কীভাবে ধৈর্যের সঙ্গে উইকেট তুলতে হয়। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসে প্রথম চাপেই ভেঙে পড়ছে আত্মবিশ্বাস। কেউ আন্দাজটুকু পাচ্ছে না, কেমন

ট্র্যাকের মুখোমুখি হবে। যে ক্রিকেট সংস্কৃতি একসময় ধারাবাহিকতা তৈরি করত, আজ তা ক্ষয়ে পড়ছে প্রতিটি সিরিজে। আরও বড় সমস্যা-টিম কম্বিনেশনে অযথা অলরাউন্ডারের আধিক্য। তত্ত্বে শুনতে ভাল-'মাল্টি-ডাইমেনশনাল প্লেয়ার' থাকবে দলে-কিন্তু বাস্তবে প্রতিদিন সব ভূমিকা সবাই পালন করতে পারে না। দিনশেষে এটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়, কে ঠিক কোন ভূমিকায় খেলবে, তাই নিয়ে! বোলিং গভীরতা বাড়াতে গিয়ে ব্যাটিং ফিকে হয়ে যায়। ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে গিয়ে বোলিং দাঁড়ায় না। এর ফল-চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। যাকে আরও বাড়িয়েছে নির্বাচনের ধরন। দল বাছাইয়ে 'জাজমেন্ট' বেশি, 'অ্যাসেসমেন্ট' কম! মানে, 'কাউকে দেখে মনে হল পারবেন'-এই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত। কিন্তু খেলোয়াড়কে ধীরে ধীরে তৈরি করা, কোন কন্ডিশনে তিনি কীভাবে উন্নতি করছেন-তা দেখার ধৈর্য নেই। ট্রানজিশন-ফেজে এটা বিপজ্জনক। কারণ, এই পর্যায়ে ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলাই আসল কাজ। প্রযুক্তিগত সমস্যাও পরিষ্কার। টার্নারে খেলার অভ্যাস নেই বলে ব্যাটাররা বল দেখেই অস্থির। ডিফেন্সে আস্থা নেই বলে সুইপ শট হয়ে উঠছে রক্ষাকবচ। অথচ টেকনিক্যালি সুইপ সবসময় নিরাপদ নয়-বিশেষত যেখানে টার্ন ও বাউন্স দুটোই আছে। এই ভয় থেকেই 'ফিয়ারলেস ক্রিকেট' নামক বানানো দর্শনকে আঁকড়ে ধরে ভুল শট নির্বাচন। টেস্ট ক্রিকেটে যা আত্মঘাতী। এতকিছুর মধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেটের পিচেও স্পিনাররা পূর্ণ পরীক্ষিত নন। সহজ উইকেটে শিখছেন না দীর্ঘ স্পেল ধরে রেখে বৈচিত্র্য কাজে লাগাতে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনও পরিকল্পনাই কাজ করছে না। ধারাবাহিকতা থাকছে না। রান না পড়লে 'র‍্যাঙ্ক টার্নার' বানানো হচ্ছে-যা ট্রানজিশনে থাকা দলের পক্ষে ক্ষতিকর! এ সবই মিলিয়ে বোঝা যায়-বোর্ডের বছরভর বলা 'রোডম্যাপ', 'প্রসেস', 'ডেটা-ড্রিভেন সিলেকশন'-সবই কাগজে আছে, মাঠে নেই। ফরম্যাটভিত্তিক পরিকল্পনার দাবি শুধু বক্তৃতায়। বাস্তবে দল দেখাচ্ছে বিশৃঙ্খলা, কাঠামোর অভাব, চরিত্রের অভাব। একটা দল যখন ট্রানজিশনে থাকে, তখন তিনটি জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- ১) ভাল উইকেট ২) স্পষ্ট ভূমিকা ৩) ধৈর্য। ভারত তিনটিতেই পিছিয়ে। ফলাফল-দক্ষিণ আফ্রিকার মতো সংগঠিত, সরল পরিকল্পনার দল এসে দেশে সিরিজ জিতে যাচ্ছে। তারা দেখিয়েছে, সহজ নীতিতে টেস্ট ক্রিকেটে কীভাবে বড় জয় আসে-ধারাবাহিকতা, স্বচ্ছতা, সঠিক প্রস্তুতিতে। ভারতের ক্ষেত্রে সেই স্বচ্ছতাই নেই। নেই প্রস্তুতি, সঠিক উইকেটে পাওয়ার আশ্বাস। শুধু ঘনঘন পরিবর্তন, কল্পনাহীন নির্বাচনী মানদণ্ড ও অযৌক্তিক পিচনীতি। এই ভুলগুলিই দলের ট্রানজিশনকে নীচে ঠেলছে। আর তাই ভারতীয় ক্রিকেট এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বিপজ্জনক এক মোড়ে-যেখানে উন্নতির পথের পিঠোপিঠি আছে অবনতির গভীর খাদও। সেই দুই পথের মাঝখানেই গম্ভীরের হাঁটাচলা।

দায়িত্বে এসেছেন লোবেরা, বদল আসবে দলের অন্দরে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ ওড়িশা এফসি এখন অতীত। গত বুধবার সার্জিও লোবেরার যোগদানের কথা স্পষ্ট করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। হোসে মোলিনার জামানায় দাঁড়ি টেনে এবার এই স্প্যানিশ কোচের উপরেই ভরসা রেখেছে ম্যানেজমেন্ট। উল্লেখ্য গত সিজনে অনবদ্য পারফরম্যান্স ছিল ময়দানের এই প্রধানের। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হলেও পরবর্তীতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ জয় করেছিল মোহনবাগান। পাশাপাশি লিগ শিল্ড ও এসেছিল তাঁদের ঘরে। বলতে গেলে এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টের প্রথম দল হিসেবে এক মরসুমে এই অভূতপূর্ব সাফল্য রয়েছে তাঁদের ঝুলিতে। স্বাভাবিকভাবেই এবার প্রত্যাশা বেড়েছিল সমর্থকদের। কিন্তু এবার ও ডুরান্ড কাপে ধাক্কা খেতে হয়েছিল সবুজ-মেরুনকে। কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। তারপর ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড জয় করলেও সুপার কাপে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি মোহনবাগান। পড়শী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের কাছে আটকে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকে। সেই সাথে ইরানে এএফসির ম্যাচ খেলতে না যাওয়ার ক্ষোভ ও ছিল সমর্থকদের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে মোলিনা যে দায়িত্বে থাকবেন না সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আগেই। অবশেষে তাঁকে বিদায় জানিয়ে লোবেরাকে স্বাগত জানিয়েছে মোহনবাগান। এবার এই আইএসএল জয়ী কোচকে নিয়েই আশায় বুক বাঁধছেন সমর্থকরা। জানা গিয়েছে, সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৩০শে নভেম্বর থেকেই ফের অনুশীলনে নামবে মেরিনার্সরা। সেদিন থেকেই দলের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যেতে চলেছে সার্জিও লোবেরাকে। কিন্তু এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। জানা গিয়েছে, মোহনবাগানের বর্তমান দল নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট নন ওডিশা এফসির এই প্রাক্তন কোচ। বিশেষ করে নাকি বিদেশি কয়েকজন ফুটবলারদের বদলের পরিকল্পনা রয়েছে লোবেরার। সেক্ষেত্রে আগামীতে হয়তো বেশ কিছু বদল লক্ষ্য করা যেতে পারে দলের অন্দরে। সেক্ষেত্রে হয়তো দল থেকে বাদ পড়তে পারেন আক্রমণভাগের কয়েকজন ফুটবলার। যদিও এখনও পর্যন্ত বিষয়টি স্পষ্ট নয়। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো স্পষ্ট হবে সমস্ত কিছু।

তানবীর দে'কে দলে টানার পথে নর্থইস্ট ইউনাইটেড

গুয়াহাটি, ২৮ নভেম্বরঃ এই মরসুমের কথা মাথায় রেখে বহু আগে থেকেই সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড। দেশীয় খেলোয়াড়দের পাশাপাশি বিদেশি নির্বাচনে ও এক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখা গিয়েছিল ম্যানেজমেন্টের তরফে। গতবারের ফুটবল দলের বেশকিছু তারকাকে দলে রাখার পাশাপাশি এবার যে আরও বেশকিছু হাইপ্রোফাইল তারকাকে যে দলে যুক্ত করা হতে পারে সেই ইঙ্গিত মিলেছিল অনেক আগেই। সেক্ষেত্রে বারংবার উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের নাম। এবারের ডুরান্ডের আগে তাঁদের যোগদানের কথা ঘোষণা করেছিল পাহাড়ের এই দল। তবে সেখানেই শেষ নয়। পরবর্তীতে আরও বেশকিছু খেলোয়াড়দের যোগদানের কথা জানিয়ে দিয়েছিল হুয়ান পেদ্রো বেনালির নর্থইস্ট ইউনাইটেড। তাঁদের নিয়েই এবার সাফল্যের মধ্য দিয়ে মরসুম শুরু করেছিল জন আব্রাহামের ফুটবল দল। গতবারের মতো এবারও ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ এসেছে তাঁদের ঘরে। সুপার কাপে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব না হলেও আগামীতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ভালো পারফরম্যান্স করতে বদ্ধপরিকর এই ফুটবল ক্লাব। এসবের মাঝেই এবার উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। জানা গিয়েছে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে এবার বাংলার এক প্রতিভাবান ফুটবলারকে দলে টানতে চলেছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। তিনি তানবীর দে। একটা সময় তাঁকে নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিল কলকাতা ময়দানের দুই প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এছাড়াও এই প্রতিভাবানের দিকে নজর ছিল কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে শুরু করে চেন্নাইয়িন এফসির মতো দল গুলির। তবে শেষ পর্যন্ত নাকি নর্থইস্ট শিবিরকেই বেছে নিয়েছেন এই তরুণ।

আচমকা ইউ টার্ন অস্ট্রেলিয়ার, ব্রিসবেনে নামবেন না কামিন্স, স্কোয়াড অপরিবর্তিত

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ২৮ নভেম্বরঃ ব্রিসবেন টেস্টেও দেখা যাবে না প্যাট কামিন্সকে। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় অ্যাশেজ টেস্টের জন্য অপরিবর্তিত স্কোয়াড ঘোষণা করল। অর্থাৎ, অধিনায়কত্ব করবেন স্টিভ স্মিথ। আর কামিন্স দলের সঙ্গে ব্রিসবেন যাবেন স্রেফ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের ঘোষণা অনুযায়ী, ৪ ডিসেম্বর শুরু হওয়া ব্রিসবেন টেস্টের জন্য যে দল নামানো হয়েছে তাতে কোনও বদল নেই। প্রথম টেস্টে যে ১৫ জন ছিলেন, তাঁরাই থাকছেন। যার অর্থ, কামিন্সের পাশাপাশি ইনজুরির কারণে বাইরে থাকা শন অ্যাবট ও জশ হ্যাজলউডও খেলতে নামবেন না। কামিন্সকে নিয়ে অনিশ্চয়তার সূচনা গত সপ্তাহে। তাঁকে পিংক বল হাতে অনুশীলন করতে দেখা যায়। নিজেও জানান,

'অর্ধেক সুযোগ'আছে ব্রিসবেনে ফেরার। কিন্তু শেষমেশ চিকিৎসক ও নির্বাচকদের সবুজ সঙ্কেত না মিলায় তাঁকে বেঞ্চেই বসতে হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের ব্যাখ্যা, কামিন্সের গতি ও তীব্রতা অনুশীলনে যথেষ্ট ভালো দেখালেও এখনই তাঁর নরম টিস্যুর উপর চাপ বা।ানো ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই দ্রুত ফেরানোর বদলে সতর্ক পন্থা বেছে নেওয়া হয়েছে। ব্রিসবেনের দলে থাকছেন-স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, ন্যাথান লায়ন, মাইকেল নেসার, মিচেল স্টার্ক, জেক ওয়েদারাল্ড ও বো ওয়েবস্টার। প্রথম টেস্ট দুই দিনেই শেষ হয়েছিল, সেই ম্যাচে রোমাঞ্চকর জয় তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। সিরিজে ১-০ এগিয়ে থেকে তারা ব্রিসবেনে নামছে। কামিন্সকে ছাড়া তুলনামূলক নির্বিষ পিচে অজিদের বোলিং কম্বিনেশন কেমন পারফর্ম করে, সেটাই বড় প্রশ্ন। ব্রেনডন ডগেট প্রথম টেস্টে দারুণ কায়দায় অভিষেক করেছেন। কামিন্স ফিরলে তাঁকে সম্ভবত জায়গা ছাড়তে হত। এখন তিনি আবার সুযোগ পেয়েছেন। ডগেট নিজে জানিয়েছেন, নির্বাচকরা কিছু বলেননি-তিনি শুধু অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন, সুযোগ পেলে প্রস্তুত থাকতে চান। অন্যদিকে উসমান খোয়াজার পিঠের ব্যথা সত্ত্বেও তাঁকে স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। তবে প্রথম একাদশে জায়গা নিশ্চিত নয়। ওপেনিংয়ে ট্র্যাভিস হেড নামবেন নাকি খোয়াজা ফিরবেন-সেটা ব্রিসবেনে খেলা শুরুর আগে ঠিক হবে। সব মিলিয়ে, অস্ট্রেলিয়া সতর্ক পথেই হাঁটছে। দুই দিনের টেস্ট জিতে এগিয়ে থাকা দল চাইছে সিরিজে লাগাম ধরে রাখতে-তবে ফিটনেসের সঙ্গে কোনও রকম আপস নয়।

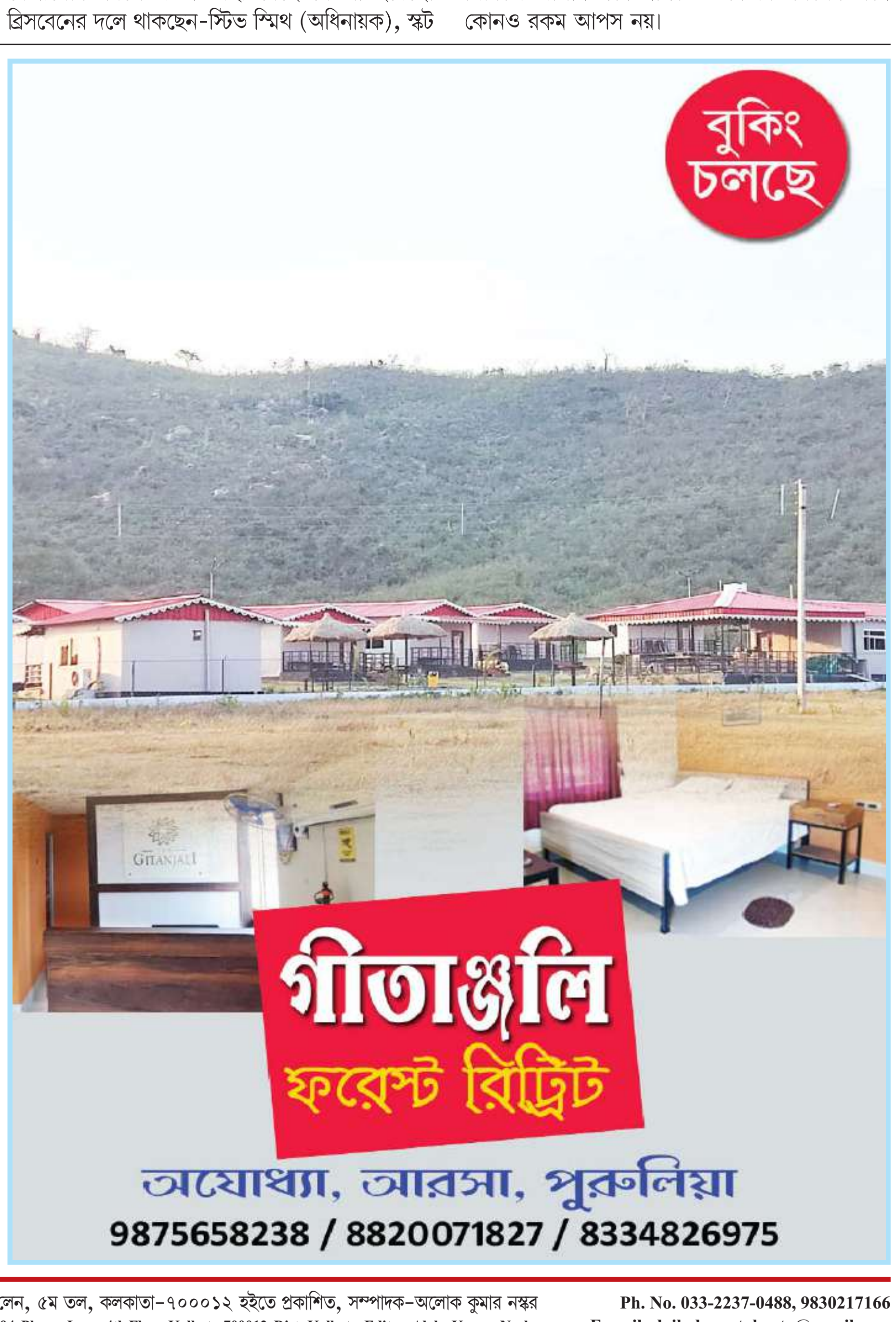

কাতারে ছোটদের বিশ্বকাপ জিতল পর্তুগাল, রোনাল্ডোর অভিনন্দন

সংবাদ সংস্থা, দোহা, ২৮ নভেম্বরঃ তিন বছর আগে কাতার থেকে হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছিল ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে। সেখানে বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়েছিল পর্তুগাল। কিন্তু এবার রোনাল্ডোকে 'ছোট'দের পর্তুগাল আর হতাশ করেনি। কাতার থেকে ঠিকই বিশ্বকাপ জিতে বাড়ি ফিরেছে। দোহার খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পর্তুগাল। প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ জিতল রোনাল্ডোর দেশ। জয়ের পরপরই পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দলকে অভিনন্দন জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন আল নাসর তারকা। খেলোয়াড়দের গ্রাফিকস করা ছবির নিচে লেখেন, 'জায়ান্টস! অভিনন্দন, বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা!' বেনফিকার সেন্টার ফরোয়ার্ড আনিসিও কাবরাল ফাইনালে ৩২ মিনিটে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে গোল করেন। এই গোলকে পুঁজি করেই শেষ পর্যন্ত জিতেছে তারা। পর্তুগালের মতো অস্ট্রিয়াও

এবার প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল। ফাইনালে গোল করে পর্তুগালকে ট্রফি জেতানো কাবরাল টুর্নামেন্টে গোল করেছেন ৭টি। গোল্ডেন বুটজয়ী অস্ট্রিয়ার জোহানেস মোজের করেছেন ৮ গোল। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবারের আসরই সবচেয়ে বড়। এবারই প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল টুর্নামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ১০০ ম্যাচে গোল হয়েছে ৩০০-এর বেশি। গত জুনে অনূর্ধ্ব-১৭ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছে পর্তুগাল। ইউরোপ জয়ের পর এবার বিশ্বকাপও জিতে নিল পর্তুগালের ছোটরা। এবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল ব্রাজিল, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া ও ইতালি। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে পর্তুগালের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেয় ব্রাজিল। অপর সেমিফাইনালে অস্ট্রিয়ার কাছে ২-০ গোলে হারে ইতালি। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে ব্রাজিলকে ৪-২ গোলে হারায় ইতালি। অর্থাৎ সাফল্যের ক্রম অনুযায়ী, এবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে শীর্ষ তিনটি দলই ইউরোপের-পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া ও ইতালি। আর্জেন্টিনা শেষ ৩২ দলের লড়াইয়ে মেক্সিকোর কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয়। শেষ ষোলোয় সেই মেক্সিকোকে হারিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে পর্তুগাল। আর্সেনালের প্রাক্তন কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার বর্তমানে ফিফার বৈশ্বিক ফুটবল উন্নয়নের প্রধান। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের আয়োজক কাতারকে 'ফুটবলের স্বর্গ' বলেছেন তিনি। ওয়েঙ্গার এর পাশাপাশি আরও বলেন, ''এই টুর্নামেন্ট বিশ্বের ফুটবল পাল্টে দেবে।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com